একজন সামান্য স্ত্রী ঔদ্ধিজ্ঞানে বলিতে লাগিল, "আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই সম্মুখস্থ পর্ব্বতে ঈশ্বরের পূজা করিয়াছে, কিন্তু তোমরা বল জেরুজেলাম্ পবিত্র স্থান সেখানে ঈশ্বরের পূজা করা উচিত।" ঈশা বলিলেন, "ললনে! আমার কথায় বিশ্বাস কর, এমন সময় আসিতেছে যখন তোমার পিতা পরমেশ্বরকে এই পর্ব্বতে কিম্বা জেরুজেলামে পূজা করিবে না। তোমরা কাকে পূজা কর, জান না, কিন্তু আমরা যাঁহাকে পূজা করি তাঁহাকে জানি।" তিনি আরও বলিলেন "যে, সময় আসিতেছে এবং এখনই আসিয়াছে, যখন প্রকৃত উপাসকেরা সেই পরম পিতাকে প্রাণরূপে ও সত্যভাবে পূজা করিবে; কারণ সেই পিতা এইরূপ পূজাই চান। ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, যাঁহারা তাঁহার পূজা করেন, তাঁহারা প্রাণরূপে ও সত্যভাবে তাঁহার পূজা করিবেন।" স্ত্রীলোকটীর প্রাণে কি ভাব উদিত হইল, সে জলপাত্র জলাশয়ের তটে ফেলিয়া রাখিয়া নগরবাসীদিগের নিকট এই আশ্চর্য্য লোকের আশ্চর্য্য কথা প্রচার করিতে গেল।

এই আখ্যায়িকায় সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সত্যপূজা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সামেরিয়াবাসী জড়োপাসকগণ এবং জুড়িয়াবাসী একেশ্বর-বিশ্বাসী য়ীহুদিগণ উভয়েই নিকৃষ্টভাবে ঈশ্বরের পূজা করিত; সামেরীয়গণ দেবমূর্ত্তি গঠন করিয়া একটী বিশেষ পর্ব্বতে তাঁহার স্থান বলিয়া সেখানে তাঁহার পূজা করিত, আর য়ীহুদিগণ জেরুজেলাম্ নগরের মন্দিরে দেবদূত-রক্ষিত সিংহাসনে ঈশ্বরের স্থান বলিয়া সেখানে তাঁহার অর্চ্চনা করিত। উভয়েই অপরিমিত অনন্ত দেবকে পরিমিত দেবতা বলিয়া কল্পনা করিত এবং গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি বাহ্যোপচারে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা সম্পন্ন করিত। উভয় জাতিই ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার পূজার প্রণালী বিষয়ে অনভিজ্ঞ, ইহা বলাই ঈশার অভিপ্রেত। আমাদের প্রাচীন উপনিষদে আছে :—

যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে। লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে।

ঈশা অনন্ত দেবের উপাসক ছিলেন এবং জানিতেন পৃথিবীর সকল স্থান তাঁহার অধিষ্ঠানে পূর্ণ। যদিও তৎকালীন সাধারণ লোকে এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন না, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভবিষ্যতে সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের এই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবেন এবং তাঁহাকে

স্থানবিশেষে বদ্ধ না করিয়া সর্ব্বব্যাপি-রূপে সর্ব্বত্র তাঁহার আরাধনা করিবেন। সেই শুভ সময় আসিতেছে বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু সে সময় আসিয়াছে বলিলেন, কারণ তিনি নিজে সত্যভাবে ঈশ্বরের পূজা করিয়া শিষ্যদিগকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছিলেন। ঈশ্বরকে সত্যভাবে জানা কি ? না, তিনি প্রাণময়, চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে সত্যভাবে পূজা করা কি ? না, প্রাণের ভক্তি, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, অনুরাগ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাব দ্বারা প্রাণযোগে তাঁহার পূজা করা। সত্যস্বরূপ অনন্তদেব মানবের নিকট কেবল সামান্য পুষ্পচন্দন ও বাহিরের উপকরণ পাইয়া সন্তুষ্ট হন না। তিনি নিজে যেমন প্রাণ, তেমনি মানবের প্রাণ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পূজোপহার এবং তাহাই পাইতে চান। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে আছে :—

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।"

পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক।

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ
ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।"

ইনি প্রাণ-স্বরূপ, যিনি এই সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন ; জ্ঞানী ব্যক্তি ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোনও কথা কহেন না। ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন ; এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন। ইনিই ব্রহ্মো-পাসকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

য়ীহুদি যোগী ঈশার ও আমাদিগের প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের বাক্যের মধ্যে কেমন আশ্চর্য্য ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাক্যের মধ্যে যে মহাসত্য রহিয়াছে, তাহা সকলেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরকে নানারূপে নানালোকে পূজা করিতেছেন, তিনি কাহারও প্রতি বিরূপ নহেন। কিন্তু তাঁহাকে সত্যরূপে জানিয়া সত্যভাবে যাঁহারা তাঁহার পূজা করেন, তাঁহাদিগের পূজাই তাঁহার নিকট অধিকতর আদরণীয়। জগতে এই সত্যপূজা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবে।

প্রাণ-সঙ্গীত।

এসেছি আজ প্রাণের দেশে,
প্রাণভরে ডাকি প্রাণেশে ;
প্রাণের মন্দিরে প্রাণ-সিংহাসনে,
প্রাণের রতনে বসায়ে যতনে,
গোপনে আপনে সঁপি শ্রীচরণে,
প্রাণে প্রাণে এক হইব মিশে।
প্রাণদীপ জ্বালি প্রাণ পুষ্পডালি
প্রাণের অনুরাগে দিব ঢালি ঢালি,

প্রাণধূপ-গন্ধ বহিবে স্বমন্দ ;
বিভোর হইব প্রেম-আবেশে।
প্রাণের উদ্দাম করি মহাবাগ্ন,
উৎসর্গ করিব প্রাণের নৈবেদ্য,
প্রাণ-বলিদানে পূজিয়ে আরাধ্য,
জয় ব্রহ্ম জয় (প্রাণেশের জয়)
গাব হরিষে।

একটী আদর্শ হিন্দু সতী।

নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর নিবাস কলিকাতা সহরে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। তাঁহার বৈষয়িক বুদ্ধি অসাধারণ। তাঁহার জীবনের তিনটী উদ্দেশ্য ছিল—(১) লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় ; (২) রায়বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত ; (৩) একটী পুত্ররত্নের মুখচন্দ্র দর্শন।

ভাগ্যবলে, অর্থকার্পণ্য দ্বারা এবং অসাধারণ অধ্যবসায়যোগে, চৌধুরী মহাশয় প্রথম দুইটী অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু তৃতীয় কামনাটী পূর্ণ হইতে বিলম্ব দেখিয়া, তিনি একরূপ হতাশ হইয়া পড়িলেন। অনেক দেব দেবীর আরাধনার পর, বসুমতীকে কৃতকৃতার্থ করিবার জন্য যেন রায় বাহাদুরের পরিবারে এক বংশধর আবির্ভূত হইলেন। নগেন্দ্র বাবুর আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার একমাত্র কুলপ্রদীপ সুরেন্দ্র দিন দিন শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য নগেন্দ্র বাবু প্রথমে তাহাকে পাঠশালে, তৎপরে একটা ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন সুরেশের জ্ঞানলাভের সহায়তা করিবার জন্য বাড়ীতে একজন অতিরিক্ত শিক্ষকও নিযুক্ত করিলেন। একমাত্র পুত্র সুরেশ লক্ষেশ্বর হইয়া বিদ্যাবুদ্ধিবলে সকলের প্রশংসাভাজন হইবে, ধনীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি কত নব নব আশা পিতার মনে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু পিতার অত্যধিক আদরই সুরেন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রধান অন্তরায় হইল। ষোলবৎসর বয়সে বারাশতনিবাসী একজন মান্যগণ্য জমীদারের একাদশবর্ষীয়া পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত সুরেন্দ্রের বিবাহ হয়। সুরেশের শ্বশুর এরূপ ধনী এবং সম্ভ্রান্ত বংশে কন্যাদান করিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন। বিংশতি বৎসর পূর্ণ না হইতেই সুরেন্দ্র স্কুল ছাড়িল এবং নানা কুসঙ্গে মিশিতে লাগিল। তাহার পিতা সে বিষয়ে দৃক্‌পাতও করিলেন না। নগেন্দ্র বাবুর পৌত্রমুখ দেখিবার জন্য বড় বাসনা হইল। সুরেশের লেখাপড়া হইল না, সেজন্য ভাবনা কি ? তিনি পুত্রের জন্য লক্ষাধিক মুদ্রা রাখিয়া যাইতেছেন। কিন্তু পৌত্রমুখ দেখা রায় বাহাদুর

মহাশয়ের অদৃষ্টে ঘটিল না, কারণ মৃত্যু আসিয়া অনতিবিলম্বেই তাঁহার আশা বিফল করিল। তখন লক্ষ মুদ্রা, বড় সাধের "রায় বাহাদুর" উপাধি এবং পুত্র-রত্ন ইহ জগতে কীর্ত্তিস্বরূপ রাখিয়া মৃত্যুর শরণাপন্ন হইলেন।

পিতার মৃত্যুর পর, সুরেন্দ্র সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল। নগেন্দ্র বাবুর জীবদ্দশাতেই সুরেন্দ্র কু-সঙ্গে মিশিতেছিল। এইক্ষণে কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং দলে দলে তোষামোদকারীরা আসিয়া নির্ভয়ে সুরেশের সঙ্গে মিশিতে লাগিল। ক্রমে সুরেন্দ্র মদ্যপান ইত্যাদি আরম্ভ করিল এবং বাহির-মুখ হইয়া প্রায়ই বাটীতে থাকিত না। এই সময়ে তাঁহার স্ত্রী কমলা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। এই পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীর সহিত বাস করা সুরেশের অত্যন্ত বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল। সমস্ত দিবা-রাত্রির মধ্যে সে কমলার সহিত দেখা করিবার অবসরই পাইত না।

এক দিন মাঘমাসে রাত্রি আন্দাজ ১৷৷ প্রহরের সময়, কমলা হঠাৎ একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া জাগিলেন। তখন পৃথিবীর জীব সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত। একটী জন মানবেরও সাড়াশব্দ নাই। কমলাও সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, অতিকষ্টে একটু তন্দ্রালাভ করিয়াছেন, কিন্তু নিষ্ঠুর স্বপ্ন আসিয়া তাঁহার সামান্য আরামেও বাধা জন্মাইল। তিনি জাগিয়া দেখিলেন তাঁহার ঘরে অন্য কেহই নাই। মানবজাতি অভ্যাসের দাস। প্রতি রাত্রেই কমলার একা একঘরে থাকিতে থাকিতে একরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল—একা থাকিতে আর ভয় হইত না। তিনি সমস্ত রাত্রি নয়নজলে দুই গণ্ড ভাসাইতেন, আর স্বামি-দেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। হঠাৎ নিদ্রা হইতে জাগিয়া কমলা জানালার কাছে গিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল জগতে তাঁহা অপেক্ষা হতভাগিনী বুঝি আর নাই, কারণ অন্যান্য সাধ্বী রমণীর ন্যায় তিনি স্বামীকে একমাত্র জীবনের অবলম্বন ও গতি বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। তিনি জগতে সবই পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, জলে ঝাঁপ দিতে পারিতেন, এবং আবশ্যক হইলে অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারিতেন, কিন্তু স্বামিদেবকে—তাঁহার জীবনের উপাস্য-দেবতাকে একমুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িতে পারেন না। একমাত্র কর্ম্মফলদোষে তাঁহাকে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে বলিয়া কমলার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। না জানি পূর্ব্বকালে কত মহাপাপ করিয়াছি, সেই জন্য এ জীবনে এত মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ হইতেছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। শৈশবের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে পড়িয়া তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিল।

দিবানিশি অবিরতধারে চক্ষের জল পড়িত; তিনি শয়নঘরে গিয়া অশ্রুবারিতে প্রতিদিন শয্যা সিক্ত করিতেন। তাঁহার সময়ে সময়ে মনে হইত যেন শোকের

ভরে দম কাটিয়াই মারা যাইবেন। জানালার নিকট বসিয়া নক্ষত্রালোকপূর্ণ রাত্রির শোভা দেখিতে লাগিলেন। মৃদু-মন্দ বায়ু বহিয়া তাঁহার উষ্ণ মস্তিষ্ক সুশীতল করিতে লাগিল। তিনি যেন অল্প কালের জন্য কিছু আরাম বোধ করিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র বিশ্বাসবলে বোধ হইল যেন আকাশ চিরসুখী লোকদিগের আবাসস্থান এবং নক্ষত্রমণ্ডলী তাঁহাদেরই উজ্জ্বল চক্ষু।

পরম পিতা পরমেশ্বর এবং ঐ সকল মুক্ত পবিত্র আত্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে ঐ স্থানে লইয়া যাউন। এই ভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কোথা হইতে আকাশবাণীর ন্যায় পরিষ্কার ভাবে নিম্নলিখিত মধুর কথাগুলি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল :—"কমলে, মঙ্গলময় বিধাতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, আমিও তোমার অলৌকিক পাতিব্রত্য দেখিয়া একান্ত মোহিত হইয়াছি। মা কমলে, তুমি তো উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছ, কর্ম্মফল বিশ্বাস কর কি? পূর্ব্বজন্মে যে সমস্ত দুষ্কৃতি করিয়াছ, এ জীবনে তাহারই বিষময় ফলভোগ করিতেছ; সুতরাং তোমাকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু মা! তুমি আর কাঁদিও না; যেখানে চিরসুখ চির-শান্তি বিরাজমান, সেই স্বর্গপুরে শীঘ্রই আসিবে। কিছুকাল সাবধানে থাকিও, কারণ সংসার অতীব ভয়ানক স্থান, এখানে প্রতি পদক্ষেপে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন!"

অনন্ত বিষাদের মধ্যেও কমলা এই সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন, এমন সময়ে দরজায় ভয়ানক ঘা পড়িল, তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি জানালা হইতে উঠিয়া দ্রুতপদে দরজার নিকট গেলেন। এ সময়ে তাঁহার স্বামী ভিন্ন সেখানে আর কে আসিতে পারে, মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে দরজা খুলিলেন। দরজা খুলিতে যে সামান্য বিলম্বটুকু হইয়াছিল, তাহাও সেই সুরোন্মত্ত নরপিশাচের সহ্য হইল না। সুরেন্দ্র রাগে অন্ধ হইয়া সরলা বালিকার আলুলায়িত কেশপাশ হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রহার করিল। কিন্তু নিরপরাধিনী কমলার মুখে বাক্য নাই, বরং যতই পাষণ্ড তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল, ততই তিনি কাতরস্বরে তাঁহার বিনীত প্রার্থনা শুনিবার জন্য অনুযোগ করিতে লাগিলেন। পাষণ্ড স্বামীর আসুরিক প্রহারে কমলা অচেতন হইয়া পড়িলেন। অবশেষে সুরেন্দ্র কমলাকে মৃতা জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক মহোল্লাসে বাটীর বাহির হইল।

নরপিশাচের অমানুষিক প্রহারে কমলার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল এবং প্রায় মাসাবধি ভুগিয়া তিনি পুনরায় সুস্থতা লাভ করিলেন। স্বামীর এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের পূর্ব্বে, তাঁহার একান্ত ঘৃণার পাত্রী হইয়াও, সরলা বালিকা অনেক সময়ে একরূপ প্রফুল্লচিত্তে কাল

কাটাইতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার আর সে ভাব ছিল না। যৌবনসুলভ যে মৃদু হাসি তাঁহার বিম্বাধরে সর্ব্বদাই বিরাজ করিত, এখন হইতে তাহার স্থানে এক ঘন-বিষাদের ছায়া দেখা দিল। দোষ স্বীকার করা দূরে থাক, হাসিমুখে একটী মিষ্ট কথা বলিলেই কমলার সব জ্বালা জুড়াইত, কিন্তু নরাধম সুরেশের হৃদয় দস্যুর হৃদয় হইতেও কঠিন। উপায়হীনা কমলা নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন "কেন আছি? আর তো সহ্য করিতে পারি না। কত লোক প্রতিদিনই মরিতেছে, শুধু কি আমিই অমর হইয়া জন্মিয়াছি?" কে যেন সর্ব্বদাই তাঁহার কানে কানে বলিত "তোমার জীবন দুঃখকষ্টপূর্ণ করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তোমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া কমলার খুব সাহস হইল এবং সেই সঙ্গে সহিষ্ণুতাও বাড়িল। তাঁহার জীবনে আভ্যন্তরিক ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে, ইতিমধ্যে তিনি এক উৎকট পীড়ায় আক্রান্তা হইলেন। মৃণাল-সদৃশ কোমল অঙ্গ এবং সোণার ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ দিন দিনই ক্ষীণ ও মলিন হইতে লাগিল। কমলার শাশুড়ি পুত্রবধূর এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া, তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। বলা বাহুল্য, কমলার গুণে পরিবারস্থ সকলেই—এমন কি পাড়াপ্রতিবেশীরাও তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন। সুতরাং কমলা সকলকেই বিষাদসাগরে নিমগ্ন করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। ক্রমে কমলার রোগ নির্ণয় হইলে জানা গেল, তাঁহার যক্ষা হইয়াছে। পিতা মাতার যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা এবং নানাবিধ ঔষধ সেবন সত্ত্বেও, কমলার পীড়ার উপশম হইল না। সকলেই বুঝিল, কমলাকে কাল রোগে ধরিয়াছে। তাঁহার মাতা কত দেব দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন, কন্যার মঙ্গলার্থে কত দেবতার নিকট ভোগ মানিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কমলা রোগ সাংঘাতিক জানিয়াও মাতাকে নানা উৎসাহ এবং সাহসের কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু দিন দিন চক্ষুর ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস, শরীরের কৃশতা এবং কাশির কাঠিন্য দেখিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতেন।

আশ্বিন মাসের বেলা ক্রমেই ছোট হইতে এবং রাত্রি ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এই সময়ে এক দিন সূর্য্যদেব কমলার পৈতৃক ভবনের পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রায় অস্তাচলশায়ী হইয়াছেন, তাঁহার সন্ধ্যাকালীন অবয়বে আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রচণ্ড তেজ নাই! তখন সে দিকে দৃষ্টি করিলে যেন বুঝা যায়, তিনি জগজ্জনকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেছেন "হে প্রাণিগণ, তোমরা জীবনের তুচ্ছ সুখবিলাসে মত্ত হইয়া গর্ব্ব করিও না; পরিণাম চিন্তা করিয়া মৃদুস্বভাব হও, সমস্ত দিবাভাগের পর দেখ আমাকেও

বিরূপ, মলিন এবং নিস্তেজ হইয়া ডুবিতে হইতেছে”। সমস্ত দিন ব্যাপিয়া সূর্য্যের প্রখর কিরণে জগতের প্রাণী সকল জ্বালাতন হইতেছিল, কিন্তু অস্তগমনের পূর্ব্বে সুশীতল কিরণ পাইয়া প্রকৃতি দেবী যেন হাসিতেছেন। বৃক্ষাদির অগ্রভাগ সোণার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণে সুশোভিত হইয়াছে এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহুসংখ্যক পক্ষী আসিয়া বিবিধ স্বরে নির্জ্জীব বৃক্ষগুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। এ সমস্ত দেখিয়া কমলার গৃহমধ্যে বদ্ধ থাকিতে ভাল লাগিল না। সুতরাং তাঁহারি ইচ্ছানুসারে বারান্দায় একখানি পালঙ্কের উপর তাঁহাকে শোয়ান হইল। তিনি যেন সুস্থতা অনুভব করিলেন এবং বালিকা বয়সের নানা সুখের স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। মাতা কন্যাকে একটু প্রফুল্লমনা দেখিয়া ইষ্টদেবতাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

মা'র প্রাণ! কন্যার সমাস্থ একটু সচ্ছন্দ দেখিয়াই মনে করিয়াছেন, বুঝি এ যাত্রা কমলা রক্ষা পাইবে। তাঁহার বুকের ধন বুকেই থাকিবে।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন :—কমল, একদৃষ্টে তাকাইয়া কি দেখ্‌চ?

কমলা। মা, আমি অস্তগামী সূর্য্যদেবকে দেখ্‌চি। দেখ দেখি, যদিও গাঢ় লোহিতবর্ণ হইয়াছেন, তথাপি সূর্য্যকে কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। মা, বল দেখি, অন্য সময়ের চেয়ে অস্তকালে সূর্য্যদেবকে এত সুন্দর দেখায় কেন?

মাতা। যাদুমণি আমার, এ সব খবর নিয়া তোমায় কাজ কি?

এই কয়েকটি কথা বলিয়া স্নেহময়ী জননি সন্তানের স্বর্গীয় মুখচন্দ্রমার দিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কমলা যেন মা'কে কিছু বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোভাব বলিয়া উঠিতে পারিলেন না, তাঁহার দুইটী চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতে লাগিল।

মাতা। কমল, তুমি আমায় কি বল্‌ছিলে?

কমলা। মা, আমি বিশ্বজননীর কাছে যাচ্ছি, তিনি আমায় ডেকেছেন। জননি! আমি তোমার বড় হতভাগিনী মেয়ে; এ সংসারে কিছু দিন থাকিয়া তোমার অসীম দয়া এবং স্নেহের কণিকামাত্রও প্রতিশোধ করিতে পারিলাম না।

কমলার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল; তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না; কেবল মাতার স্নেহময় বক্ষে মুখ রাখিয়া অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মাতা। অবোধ মেয়ে! এরূপ নিদারুণ কথা ব'লে তোর অভাগিনী মায়ের বক্ষে কেন আর শেল বিদ্ধ করিস। বালাই! এই যে তোমাকে আজ অনেকটা ভাল দেখ্‌চি। আমার মাথায় যত চুল আছে, তোমার পরমায়ু তত বৎসর হউক।

কমলা। না মা! তবে আমি দীর্ঘজীবিনী হইব; আচ্ছা, মা! তুমি আমায় সীতাচরিত শুনাও।

কমলার মা অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়া সীতাদেবীর গল্প আরম্ভ করিলেন। সীতা-চরিত প্রত্যেক রমণীর শুনিতে বড় ভাল লাগে, সুতরাং কমলা নিবিষ্টচিত্তে মায়ের মুখে সীতাদেবীর গল্প শুনিতে লাগিলেন।

সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ অস্তে ডুবিয়াছেন; সমস্ত আকাশে অগণ্য নক্ষত্ররাজি শোভা পাইতেছে এবং শুক্লপক্ষের চন্দ্রের বিমল কিরণে জগৎ যেন হাসিতেছে। বারান্দার সম্মুখের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি সেফালিকা গাছ অসংখ্য সুগন্ধি পুষ্পভারে এক মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। কমলার একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল, তাঁহার মাতা পার্শ্বে বসিয়া হরিনামের মালা জপ করিতেছিলেন।

হঠাৎ কমলা চক্ষু মেলিলেন এবং প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বলিলেন "মা, মা, তিনি এসেছেন; ঐ দেখ, তিনি এই দিকেই আস্‌ছেন?"

মাতা। "বাট, বাট, মা আমার! কৈ এখানে কে আস্‌ছে?"

কমলা। "তোমার জামাই আস্‌ছেন।"

কমলার মাতা তাঁহার জামাতা সুরেন্দ্রকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কারণ এই পাষণ্ড জামাতার দোষেই তাঁহার স্নেহের কন্যারত্নের সাংঘাতিক ব্যাধি জন্মিয়াছে। তিনি অতীব বিরক্তি সহকারে বলিলেন "সে নরপিশাচের বিষয় আর ভাবিও না—সে নরাধম, পাষণ্ড, ঘোর সুরাপায়ী পশু। সে পাপাত্মা পশু অপেক্ষাও অধম। ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, যেন আর সে পাষণ্ডের মুখ না দেখিতে হয়।"

কমলা। "মা, তুমি কেন বৃথা তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেছ? তুমি কি জান না, সাধ্বী স্ত্রীর পতি ভিন্ন আর গতি নাই? আমি নিয়ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন কেহ তাঁহার শরীরের ছায়ারও অনিষ্ট না করিতে পারে। মা, আমি যে স্বামিদেবের চরণ সেবা করিতে পারিলাম না, সে আমারই অদৃষ্টের দোষ। আমি ঘোর পাপিনী, তাই এই সমস্ত নিগ্রহ ভোগ করিতেছি!

কিছুক্ষণ পরেই কমলার পিতা আসিয়া তাঁহার নাড়ী ধরিয়া বিষন্নভাবে শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ফিরিয়া যাইবার সময় সুরেন্দ্রের আগমনের বিষয় তাঁহাদিগকে জানাইলেন। কমলা অত্যন্ত লজ্জাশীলা; পিতামাতার সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিবেন না ভাবিয়া তাঁহারা উভয়েই সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

সুরেন্দ্র। "আমি এখানে কেন আসিয়াছি তাহা নিজেও ঠিক্ বলিতে পারি না; সুরাপানে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য কিছুক্ষণ ঘুমাইতে চেষ্টা করি। কিন্তু এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া আমার মন নিতান্ত অস্থির হইয়াছে; আমি নিদ্রিত হইয়া দেখিলাম কতকগুলি ভীষণ মূর্ত্তি আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল এবং সকলেই আমাকে লক্ষ্য

করিয়া সমস্বরে বলিল, 'নৃশংস, স্ত্রীঘাতক! তোকে ধিক্!' আমি জাগিয়া উঠিলাম। সর্ব্বশরীর হইতে ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল এবং আপাদমস্তক ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। যে সমস্ত দুষ্কৃতি করিয়াছি সবই মনে পড়িল, অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিলাম, অবশেষে তোমার চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমি হয়তো এ সমস্ত কিছুই বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু প্রিয়তমে! এ সকল সত্য কথা, আমার জীবনে এক আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে; তুমি আমাকে ক্ষমা কর!"

কমলার আর আনন্দের সীমা রহিল না; তাঁহার সমস্ত নাক চোক মুখ দিয়া যেন আনন্দের লহর ছুটিতে লাগিল এবং অতি ক্ষীণস্বরে সুরেন্দ্রকে বলিলেন, "প্রাণেশ্বর! তোমার কথা কেন বিশ্বাস করিব না? হরি আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। আমি মার মুখেও শুনিয়াছি, তাঁহার কৃপাবলে খঞ্জও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, মত্ত হস্তীও সামান্য কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়া থাকে। মহর্ষি বাল্মীকি দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াও শেষে ভারতভূমির শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এ সকলই হরির কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের করুণায় অসম্ভব সম্ভব হয়।"

সুরেন্দ্র। "তোমার ন্যায় গুণবতী ভার্য্যা পাইয়া, আমি একটি দিনের জন্যও তোমাকে আদর করিলাম না। আমা সম হতভাগ্য জগতে আর কে আছে! কিন্তু প্রাণপ্রিয়ে! তুমি আমাকে বাঁচাও, আমার আর নিস্তার নাই! তুমিই যদি ক্ষমা কর, তাহাহইলে রক্ষা, নতুবা উপায়ান্তর নাই!"

এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে সুরেন্দ্র বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

কমলা। সে কি কথা! আমি তোমাকে ক্ষমা করিবার কে? আমি যে তোমার শ্রীচরণের দাসী! তুমি আমার পার্থিব ঈশ্বর! প্রাণেশ্বর! আর আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেলিও না। আজ আমার ন্যায় ভাগ্যবতী কে আছে? জগন্মাতা আমার প্রার্থনা শুনিয়া তোমার মতি গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। অন্তিম কালে তোমাকে নিকটে পাইয়া আত্মাকে কৃতার্থ মনে হইতেছে। এ সময়ে তোমার চরণ দুখানি আমার মাথার উপর রাখ। প্রিয়তম! বৃথা চক্ষের জল ফেলিয়া আমার সুখের ব্যাঘাত করিও না।

সুরেণ কমলার মস্তক নিজের ক্রোড়ে লইল, এবং যে দুই এক গাছি চুল মুখের উপর পড়িয়াছিল, তাহাই দুদিকে সরাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রের এতই অনুতাপ হইতে লাগিল যে, অবিরত দুই গণ্ড বহিয়া কেবল অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল। কমলা সুরেণের কোলে মাথা রাখিয়া মনে করিলেন যেন কুসুম অপেক্ষাও কোমল শয্যায় শায়িতা আছেন।

সুরেন্দ্রের মুখের দিকে অনিমেষলোচনে চাহিয়া বলিলেন, "প্রাণেশ! এ দাসীর মৃত্যুর পর তাহাকে মনে করিবে কি?"

সুরেন্দ্র। ওরূপ নিদারুণ কথা কেন মুখে আনিতেছ? তুমি নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে।

কমলা। আমারও একান্ত বাসনা কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিয়া তোমার চরণ সেবা করি। কিন্তু আমার সে আশা বুঝি পুরিল না। নাথ! যদি আর কিছু পূর্ব্বে এ দাসীর মর্ম্মান্তিক যাতনার কারণ বুঝিতে, তাহা হইলে বোধ হয় আমার এ সাংঘাতিক পীড়া জন্মিত না; এখন সব চেষ্টা বিফল। এজন্য আমি তোমায় কোনও দোষ দিব না—এ সকলই আমার দুরদৃষ্টক্রমে ঘটিয়াছে।

এই কথাগুলি বলিয়া নীরব হইলেন, এবং চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া হঠাৎ চক্ষু মেলিলেন, তাঁহার চক্ষের তারা ঘুরিতে লাগিল। "জয় জগদীশ হরে" বলিয়া পতির কোলে মাথা রাখিয়াই সমস্ত সাংসারিক যন্ত্রণার হাত হইতে চিরদিনের জন্য নিস্কৃতি পাইলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু "আনন্দধামে" উড়িয়া গেল।

সুরেণ হতবুদ্ধি ও অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন কমলার পার্শ্বে এক উজ্জ্বল মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; তাঁহার শরীরের আভা আসিয়া কমলার মুখের উপর পড়িয়াছে।

যাও কমল, তুমি তোমার বাঞ্ছিত সেই শান্তিধামে গিয়া বাস কর। এ দুঃখ-কষ্ট-প্রতারণাপূর্ণ পৃথিবী তোমার ন্যায় দেবীর বাসযোগ্য স্থান নয়। আজ তুমি পতি-ভক্তির যেরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইলে, তাহাতে তোমাকে দেবী বলিয়া পূজা করিলেও আমাদের প্রাণের পিপাসা মিটে না। তোমার ন্যায় সাধ্বী রমণী ওরূপ শোচনীয় অবস্থায় না পড়িলে, তোমাতে যে সমস্ত স্বর্গীয় গুণ আছে, তাহা কে দেখিত? ভগবান্ কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ খেলা খেলিতেছেন, আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাহা কি করিয়া বুঝিব! তুমি এ সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছ, কিন্তু পাতিব্রত্যের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্তটী রাখিয়া গেলে, তাহাতে তোমার স্মৃতি চিরদিনই আমাদের হৃদয়ফলকে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে। (কোনও ইংরাজী পত্রে প্রকাশিত উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত)।

হেঁয়ালি।

তিন বর্ণে নাম, বড়ই সুঠাম,
সদাই মোদের সদন বসতি;
আদি হ'বিহনে, থাকি এর সনে,
কভু ডাকে "দীদী" দীদী সে যুবতী।

যদি অন্ত লয়, তবে জল হয়,
জলেই জনম সাগরেতে নয়;
দিবায় বিকাশে, নিশিতে না হাসে,
পতিপ্রাণা সতী বল কে সে হয়?

নীতিকথা।

"দুধে চিনি ভাল বটে, সোহাগা সোনায়,
সত্য সহ মিষ্ট কথা আর (ও) শোভা পায়"।
"বন্ধুতা কি হয় কভু দৈত্য দেব লোকে,
কুটুম্বিতা কোথা থাকে আঁধার আলোকে?"
"পণ্ডিতের মূর্খপাশে সদা পরাজয়,
অঙ্গার ধুইতে জল মলিনতাময়।"
"সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভবে সম্ভবে কথন?
জগন্নাথ অঙ্গহীন দেব গজানন।"
"লাগে নাকি খড় কুটা হর্ম্ম্য বানাইতে?
সকমল দুর্ব্বাদল দেবতা পূজিতে?"
"পুকুরের পথে হয় তস্করের ভয়।
"ভাঙ্গাপদ গর্ত্তে পড়ে মিছা কথা নয়।"
"ভালবাসা নীচ জনে স্থান নাহি পায়,
দধি মধু কচুপাতে রাখা বড় দায়।"
"ঈশ্বরে ভক্তের প্রেম হয় না মলিন,
সম্বন্ধ চুম্বক লৌহে ভাঙ্গে কোন্ দিন?"
"অতি জলে সাগরের সলিল মলিন,
অতি পুত্রে সগর হইল বংশহীন।"
"নামাবলি ব্যবহারে ভক্ত কভু নয়,
ভক্ত কি সে মকরাঙ্ক রাম-নাম-ময়!"

(ক্রমশঃ)

আফ্রিকা ও তত্রত্য অসভ্য জাতি।

আফ্রিকা আকৃতিতে দ্বিতীয় মহাদেশ, কিন্তু ইহা সভ্যজগতে অতি অল্পই পরিচিত। ইহার আকৃতি আম্রের ন্যায়। আফ্রিকা ইউরোপ ও আসিয়ার দক্ষিণে, এবং ইহার চতুর্দ্দিকই প্রায় সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, কেবল ৭৩ মাইল প্রশস্ত একটী বালুকাময় ভূমি ইহাকে এসিয়ার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। এই ভূমিখণ্ড সুয়েজ যোজক, তাহা জাহাজ গমনাগমনোপযোগী একটী খাল-দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আফ্রিকা অতিশয় উষ্ণ এবং পৃথিবীর সুবিস্তৃত জলরাশি ইহার অতি অল্প অংশকেই সিক্ত করিয়াছে। বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি এই মহাদেশকে ছাইয়া আছে, ইহার অতি অল্প ভূমিই উর্ব্বর। এ স্থানে কয়েকটী পর্ব্বতশ্রেণী আছে এবং কয়েকটী পর্ব্বতের শিখরদেশ সর্ব্বদাই বরফাবৃত থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ নাইল নদ উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত। প্রতি বৎসর গঙ্গানদী যে সময়ে বঙ্গদেশের কিয়দংশ প্লাবিত করে, নাইলও সেই সময়ে ইহার তীরদ্বয় প্লাবিত করিয়া থাকে। নদীটী এতাধিক উপকারী

বলিয়া মিসরবাসিগণ ইহাকে দেবতা-স্বরূপে পূজা করিয়া থাকে। কঙ্গো নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত এবং ইহা দৈর্ঘ্যে দ্বিতীয় ও প্রচুর জলরাশি দ্বারা দেশ প্লাবিত করিয়া থাকে। আফ্রিকায় কয়েকটি বিস্তৃত হ্রদ আছে। গম, যব প্রভৃতি উত্তরাংশের প্রধান শস্য। আফ্রিকার মধ্য ও পশ্চিমাংশে তণ্ডুল, চিনি, একপ্রকার আলু, গম ও তাল জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব্বদেশবাসীদিগের জীবিকা গৃহপালিত পশুদিগের উপর নির্ভর করে। উষ্ট্র, বলদ, মেষ, ও অশ্ব ইহাদিগের গৃহপালিত। আফ্রিকার জঙ্গলে ও মরুভূমিতে গরিলা নামক একপ্রকার হিংস্র বানরজাতি এবং সিংহ, হস্তী, গণ্ডার, সিন্ধুঘোটক, জিরেফা প্রভৃতি নানা প্রকার জন্তু দৃষ্ট হয়। বহু-সংখ্যক কুম্ভীর নদীমধ্যে অবস্থিতি করে।

আফ্রিকার উত্তরাংশবাসীরা আরব-বংশীয়। মধ্য ও দক্ষিণাংশে নিগ্রোজাতীয়েরা বাস করে এবং ইহারা কথঞ্চিৎ সভ্য। অনেক দিন হইতে দাসব্যবসায় আফ্রিকার সর্ব্বনাশ করিতেছে। দেশীয় শাসনকর্ত্তা-দিগের প্রায় সকলেই যথেচ্ছাচারী এবং দাসলাভাশায় সতত পরস্পরের সহিত যুদ্ধে রত। আফ্রিকার প্রায় সর্ব্বস্থানে বহু-বিবাহ প্রথা দৃষ্ট হয়। খৃষ্টধর্ম্ম এক প্রকার বিকৃত আকারে আবীসিনিয়াতে, এবং মুসলমান ধর্ম্ম উত্তরাংশে প্রচলিত। যদিও খৃষ্টধর্ম্ম আফ্রিকার নানা স্থানে প্রচলিত আছে, তথাপি অধিকাংশ নিগ্রোই পৌত্তলিক ; পালক, ডিম্ব, প্রভৃতি দেবতা-রূপে পূজা করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতি আফ্রিকার অধিকাংশ স্থলে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। আফ্রিকার যে সকল স্ত্রীলোক খৃষ্টধর্ম্মাব-লম্বিনী নহে, তাহারা ক্রীতদাসী ও ভারবহ পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

বঙ্গোজাতি।

বঙ্গোজাতি নাইল নদের দক্ষিণে বাস করে। বঙ্গোদিগের শরীরের বর্ণ ইহাদিগের দেশের মৃত্তিকার ন্যায় লোহিত ও ধূসরবর্ণ মিশ্রিত। ইহাদের কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও প্রায় অর্দ্ধ বুরুলের অধিক দীর্ঘ হয় না ; ইহাদিগের গোঁপ দাড়ী প্রায় দেখা যায় না। বঙ্গোজাতির পুরুষেরা একখণ্ড বস্ত্র বা চর্ম্ম দ্বারা কটিদেশ বেষ্টন করিয়া থাকে। স্ত্রী-লোকেরাও প্রায় তদ্রূপ করে। ইহারা বড় ভূষণপ্রিয়, প্রায় পল্লবযুক্ত শাখা অথবা তৃণগুচ্ছ দ্বারা মস্তক সুশোভিত করে। অনেক স্ত্রীলোক মস্তক সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডন করে এবং অলঙ্কারের দ্বারা বস্ত্রের অভাব পূর্ণ করে। এই অলঙ্কার কতকগুলি দড়িতে পলাকাটি গাঁথিয়া ১০।২০ বা ৫০ ফের দিয়া কণ্ঠে ধারণ করে। পুরুষদের কণ্ঠহার আরো চমৎকার! তাহারা ঈগল পক্ষীর নখর, ও কুক্কুর, কুম্ভীর ও শৃগাল প্রভৃতির দন্ত মালা করিয়া পরে। তাহা-দের কর্ণে তাম্র অঙ্গুরী। উপরের ঠোঁট ফুঁড়িয়া তাহাতে তামার গজাল বা আংটি

পরিধান করে। কখন কখনও বক্ষের উপরিস্থ চর্ম্ম ফুঁড়িয়া তন্মধ্যে একখণ্ড কাষ্ঠ প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। হস্তে নানা আকারের অনেকগুলি লোহার বালা ধারণ করে। স্ত্রীলোকেরা পাদদেশেও এইরূপ আভরণ পরিধান করিয়া থাকে। বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা অধরদেশে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে কাষ্ঠের শলা প্রবিষ্ট করে। এই শলা বদলাইয়া ক্রমে লম্বা করিয়া দেওয়া হয়, ক্রমে তাহা উপরের ঠোঁট ছাড়াইয়া যায়। উপরের ঠোঁট ছিদ্র করিয়া একটী তাম্রের অঙ্গুরী অথবা খড়িকা দেওয়া হয়। নাকের দুই পাশ ফুঁড়িয়া অনেকগুলি খড়িকা পুরিয়া দেওয়া হয় এবং মধ্যস্থল ফুঁড়িয়া একটী তাম্রের অঙ্গুরী ধারণে নাসিকার শোভা বৃদ্ধি হয়। কানে অনেক গুলি গহনা চাই, এজন্য ছিদ্রও বহুসংখ্যক। স্ত্রীলোকদিগের শরীরের শত শত স্থান ফুঁড়িয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকদিগের শরীরের উপরিভাগে সরল বা বক্র নানা প্রকার রেখা বা বিন্দু দ্বারা উল্কি অঙ্কিত হয়। বিবাহার্থ স্ত্রীলোক ক্রয় করা হয়। একটী পুরুষ তিনটীর অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। একটী যুবতীর মূল্য এক সের ওজনের ১০ খানি লোহার থাল এবং ২০টী কাষ্ঠনির্ম্মিত অস্ত্র। সন্তান হইলে সে প্রায় কখনও মায়ের কাছ-ছাড়া হয় না। মাতার পৃষ্ঠে ছাগচর্ম্মের থলিয়া থাকে, কোথাও যাইতে হইলে তাহাতে সন্তান রাখিয়া মাতা বহন করিয়া থাকে এবং কাজ করিবার সময় সন্তান পৃষ্ঠে লইয়া কাজ করে।

বঙ্গোদিগের কুটীরসকল আমাদের দেশের ধানের করুয়ের মত; উপরে গোলাকার একটী স্থান থাকে, তাহাতে বসিয়া গ্রামের চতুর্দ্দিক্ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দ্বার এত ক্ষুদ্র যে, হামাগুড়ি দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বারদেশের দুই দিকে দুইটী খুঁটি পুঁতিয়া আগড় দ্বারা বন্ধ করা হয়। মেজে মাটীনির্ম্মিত এবং তাহা অতি যত্নপূর্ব্বক পিটিয়া সমান করা হয়। মেজের উপর চামড়া বিছাইয়া সকলে শয়ন করে। স্ত্রীলোকেরা খোদকারীকরা চৌকিতে উপবেশন করে। পুরুষেরা উচ্চ আসনে বসিতে ভালবাসে না।

বঙ্গোজাতি জাওয়ারী নামক শস্যের চাষ করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন হাঁস, মুরগী, কুকুর পোষে। শিকার করিয়া ও মাছ ধরিয়াও খাদ্য সংগ্রহ করে। ইহাদের দেশে লবণ পাওয়া যায় না। এক প্রকার গাছ পোড়াইয়া ছাই করিয়া সেই ক্ষার ব্যবহার করে। ইহারা প্রচুর পরিমাণে তামাক চাষ করে এবং তামাক খাইয়া থাকে। ইহারা কুকুরের মাংস ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার মাংস খায়। ইঁদুর, সাপ, বিছা কিছুই বাদ যায় না। মাংস যত পচা হয়, ততই উপাদেয়। বঙ্গোদিগের অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে। তাহাদের গান অতি আশ্চর্য্য। সঙ্গীতে কুকুরের ভেউ ভেউ, বিড়ালের মিউ মিউ এবং গাভীর গাঁ গাঁ স্বর একেবারে শ্রুত হয়, মধ্যে মধ্যে কতকগুলি কথা গ্রথিত থাকে। গান

প্রথমে মৃস্বরে আরম্ভ হয়, পরে সকলে চীৎকার, কিচিমিচি ও গাঁ গাঁ শব্দ যথামত বলের সহিত করিতে থাকে। ক্রমে স্বর কোমল হইয়া শোকসঙ্গীতের ন্যায় কাঁদুনে স্বর বাহির হয়, পরে হঠাৎ সকলে একেবারে উৎসাহপূর্ণ হইয়া কোলাব্যাঙের মত কণ্ঠস্বর বাহির করে। বঙ্গোদিগের ধর্ম্মজ্ঞান অতি অস্ফুট। তাহারা ভূতের ভয় করে এবং সর্ব্বস্থানেই তাহার যাতায়াত আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা ডাইনি বলিয়া বিবেচিত হয় ও অনেক নিগ্রহ ভোগ করিয়া থাকে।

নূতন সংবাদ।

১। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন সমুদ্র-বায়ু সেবনে সুস্থ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং নূতন ব্যবস্থাপনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

২। রাজজামাতা বেটেনবারির প্রিন্স হেনরী মরিচ পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি মহারাণীর পরম আদরের কনিষ্ঠা কন্যা বিয়েট্রিসের স্বামী। এই ঘটনায় রাজকর্ম্মচারিগণ ১৩ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত শোকচিহ্ন ধারণ করিবেন। জগদীশ শোকার্ত্ত রাজ-পরিবারের শান্তি বিধান করুন।

৩। ইংলণ্ডের সার্জনদিগের রাজকীয় কলেজ স্ত্রীলোকদিগকে ডাক্তারির সনন্দ দিবার নিয়ম করিয়াছেন।

৪। লেডি ডফরিন ফণ্ডের বঙ্গীয় কমিটীর হস্তে লক্ষ টাকা মাত্র মজুত আছে। ছোট লাট ইহার আয়বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

৫। জানুয়ারির শেষভাগে কলিকাতায় তিনজন বিদেশীয়ের বক্তৃতার ধুম হইয়া গিয়াছে—বিবি বেজান্ট, মুক্তিফৌজের জেনারল বুথ, এবং রেবরেণ্ড জে, টি, সণ্ডারল্যাণ্ড। শেষোক্ত মহাত্মা একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদের প্রতিনিধি।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। The Life of Pundit Iswar Chandra Vidyasagar—শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ১৷৷০ টাকা। ইংরাজী ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীর অত্যন্ত অভাব ছিল, শ্রীচরণ বাবু তাহা প্রকাশ করিয়া সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর কেবল বঙ্গের গৌরব নন, সমুদায় ভারতের গৌরব এবং তাঁহার পুণ্যচরিত যেমন ভারতবাসীদের, তেমনি পৃথিবীর সমস্ত জাতীয় লোকের পাঠ্য ও উপাদেয় হইবে, সন্দেহ নাই। এই পুস্তক অতি

সরল সুন্দর ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকল যে প্রকার সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকদিগের হৃদয়ে তাঁহার ছবি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রন্থকর্ত্তা সম্পূর্ণরূপে উৎসাহলাভের যোগ্য।

২। মনের কথা—শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত ও রামচন্দ্র অনন্ত কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।৹। গ্রন্থখানি পদ্যময় এবং নানা সদ্ভাবোদ্দীপক কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের কবিত্ব-শক্তি আছে, চালনা করিলে ক্রমে তাহা বিকশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের শোভা বৃদ্ধি করিবে।

বামারচনা।

বসন্ত পঞ্চমী।

বসন্ত পঞ্চমী আজ তিথি শুভক্ষণ,
সারাটি বরষ পরে,
আসিবেন ভক্তঘরে—
বীণাপানি, জুড়াইতে ভকত-জীবন।
কোকিল ভ্রমর গায় শুভ আগমন।
মলয় মৃদুল হাসে,
বলিছে ভকত-পাশে,
"পূজিতে মায়ের পদ কর আয়োজন"।
যাহার ক্ষমতা যত,
আয়োজন করে তত,
মনসাধে পূজিতে সে কমল চরণ।
পূজিতে সে পা দুখানি,
আপনি প্রকৃতি রাণী,
সাজাইছে থরে থরে কুসুম-ভূষণ;
পূজিতে মায়েরে সবে করে আয়োজন।
আমিই অধম দীন,
আমিই শকতিহীন,
আমারি নাহিক কিছু পূজিতে চরণ।
তা ব'লে কি মোর বাড়ী
ত্রিদিব-আলয় ছাড়ি,
আসিবে না মা আমারে দিতে দরশন?
ধনীর আলয়ে যাবে
মনোমত পূজা পাবে,
তাব'লে কি দুখিনীরে হ'বে বিস্মরণ?
মায়ের মমতা স্নেহ নহে গো এমন।
যে বড় গরীব দীন,
যে বড় শকতিহীন,
শুনেছি তারেই মা'র অধিক যতন।
তবে কেন পাব না মা তব দরশন?
দুখিনীরে দয়া ক'রে,
এস মা আমার ঘরে,
আমিও মনের সাধে পূজিব চরণ।
প্রীতির কুসুম তুলে,
ভকতি চন্দন গুলে,
প্রেম-বিল্ব-পত্র দলে করিব পূজন।
করিব অঞ্জলী দান,
আমার এ মন প্রাণ,
সংসার-উচ্ছিষ্ট ব'লে কর না হেলন।
তা ছাড়া আমার আর নাহি অন্য ধন।
আমার যা আছে তাই করিব অর্পণ।

শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা মুস্তোফী।

No 374. March 1896.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৪ সংখ্যা। { ফাল্গুন, ১৩০২—মার্চ্চ, ১৮৯৬। } ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজপরিবারে শোক—ভারত-সাম্রাজ্ঞীর ছোট জামাতার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্ব্বস্থান হইতে গভীর সহানুভূতিসূচক পত্র পাইয়া মহারাণী আপনার ও তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা বিএট্রিসের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যরূপে জানাইয়াছেন।

কুমারী সরলা দেবী—ইনি বরদার মহারাণীর প্রাইবেট সেক্রেটারী-পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মহীশূরের কর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বরদায় স্ত্রীশিক্ষা—মহীশূর রাজ-পরিবারের সাধু দৃষ্টান্তে গুইকুমার ও তাঁহার মহিষী বরদারাজ্যে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন। সম্প্রতি মহারাণী চিম্না বাই বালিকা ও অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। প্রায় ১২০০ বালিকা ও ৭৫টী ভদ্রবংশীয়া যুবতী পুরস্কারলাভার্থ উপস্থিত হন। অনেক হিন্দু, মুসলমান ও পারসী মহিলা এই অনুষ্ঠানদর্শনার্থে সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

বায়ুবাসী জীব—একজন বৈজ্ঞানিক বলেন, আমরা যে বায়ু সেবন করিয়া জীবিত আছি, তাহাতে ৬০০ বিভিন্ন প্রকার জীব আছে।

মাদাগাস্কারের পরাধীনতা—মাদাগাস্কারের রাজ্ঞী ফরাসীদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বরাজ্য-শাসনের ভার পাইয়াছেন।

মান্দ্রাজের নূতন গবর্ণর—সার আর্থার হাবেলক মান্দ্রাজের নূতন শাসন-কর্ত্তা মনোনীত হইয়াছেন।

কোরিয়ার নূতন ব্যবস্থা—যে কোরিয়া লইয়া চিন জাপানে মহাযুদ্ধ হয়, রুসিয়া রক্ষকরূপে তাহা হস্তগত করিতে

যাইতেছেন। গজকচ্ছপের যুদ্ধে গরুড়েরই পোহাবার।

পাতিয়ালার ইংরাজ রাণী—মহারাণী ফ্লোরেন্স অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শিখধর্ম্মপ্রণালীমতে তাঁহার সংকার-কার্য্য মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

দান—(১) গয়া মুকস্থদপুরের রাজা রামেশ্বর প্রসাদ নারায়ণ লেডী ডফারিণ ফণ্ডে ২৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। (২) কাকীনিয়ার রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয়ে ১৫০ টাকা দান করিয়াছেন। (৩) বৈচির জমীদার বাবু রাম লাল মুখোপাধ্যায় সমুদায় বঙ্গালা প্রদেশের বন্যা অথবা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ শতকরা ৩॥০ সুদের ৫০ হাজার টাকার এক খানি কাগজ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

জাপানের স্মৃতিচিহ্ন—চীনদিগের উপর জাপানীরা যে সকল জয়লাভ করিয়াছেন, তাহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ৮০ হাত উচ্চ এক বৌদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জাপানী বৌদ্ধেরা কৃতসঙ্কল্প, ইহাতে ১০ লক্ষ জাপানী মুদ্রা ব্যয় হইবে।

বিদুষী রাজমাতা—সম্প্রতি ভবনগরের মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে। এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে শোকার্ত্তা রাজমাতা কুবের বাই পরলোকগত হইয়াছেন। ইঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার বাল্যকালে দেশে স্ত্রীশিক্ষার কোনও উপায় না থাকিলেও ইনি নিজ যত্নে পারসী ও গুজরাটী ভাষা রীতিমত শিক্ষা করেন। উক্ত ভাষার কাব্যগ্রন্থ পাঠে ইঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ইঁনি ইঁহার একমাত্র সন্তান মহারাজের প্রাণে শৈশব হইতে সেই কাব্যানুরাগ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।

পদ্ম ও পানা।

পদ্ম ও পানা উভয়ই জলজ উদ্ভিদ্; কিন্তু ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক। পানার মূল মৃত্তিকার সংবদ্ধ না থাকায় উহা জলোপরি ভাসিয়া বেড়ায় এবং বায়ুকর্ত্তৃক ইতস্ততঃ চালিত হইয়া কতই না লাঞ্ছিত হয়। এক স্থানে দীর্ঘকাল শান্তিতে অবস্থান যেন পানা বেচারির ভাগ্যে বিধাতা লিখেন নাই। ইহাদের সত্বর বংশবিস্তার এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। যদি একটী পানা কোন প্রকারে কোন পুকুরে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে পুকুরের জল এমনই বিকৃত করিয়া তুলে যে, তন্মধ্যস্থ মৎস্যাদি জলজন্তু সকল অতি অল্প সময়ের মধ্যে জীবলীলা সংবরণ করে। অতঃপর গৃহস্থ তাঁহার পুকুরের এমন

দুর্গতি জানিতে পারিয়া পানা-বংশকে এককালে নির্ব্বংশ করিতে বদ্ধপরিকর হন।

পানার স্বভাব যেমন জলকে বিকৃত ও দূষিত করা, পদ্মের স্বভাব তেমনি জলকে শোভিত ও শোধিত করা। নিদাঘের প্রখর তপনতাপে আকুল হইয়া মীনকুল যখন সুশীতল ছায়া অন্বেষণ করে, তখন পদ্ম-পত্র সকল আতপত্ররূপে আপনাদের তল-দেশে উহাদিগকে রক্ষা করে। এ পক্ষে পানা যেনিতান্ত অতিথি বিমুখ এমন নহে। কিন্তু এতদুভয়ের অতিথি-সৎকারের পার্থক্য অনেক। পদ্ম অতিথিগণকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করে, কিন্তু পানা তাহাদিগকে আশ্রয় দেয় মারিয়া ফেলিবার জন্য। বর্ষান্তে শরৎ দেখা দিলে, দশ দিক্ যখন প্রসন্নভাব ধারণ করে, তখন পদ্মগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকৃতি সুন্দরীকে কেমন হাস্যময়ী করিয়া তুলে, সরোজ সকল প্রস্ফুটিত হইলে সরোবর অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, চারি দিক্ হইতে মধুকর সকল গুন গুন স্বরে সমবেত হইয়া পদ্মের মধুপান করিয়া মানবের পানীয় মধু সংগ্রহ করে। পদ্মপুষ্পে মা নাকি বড়ই প্রসন্না হন। এইজন্য মাতৃভক্ত সাধক দল "সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা" মাতার চরণপদ্ম পদ্মপুষ্পে সাজাইয়া দেন। পদ্মে যে কেবল দেবী প্রসন্না, এমন নহে; কবিও প্রসন্ন। সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত দেখিলে কবির মন ভাবসাগরে ডুবিয়া যায়। পদ্মের বিষয় অনুধ্যান করিয়া কবি একবারে মাতোয়ারা! কত কবি কেবল পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া যে কত কথা বলিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সুতরাং পদ্মের গুণে কবিও মুগ্ধ। পদ্মের মৃণাল মৃত্তিকা-সম্বন্ধ থাকায় বায়ু উহাকে ইচ্ছামত স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে না।

হে পথিক! ঐ যে দেখিতেছ, পানা পুষ্করিণীটিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া উহার জল দূষিত করিতেছে এবং পদ্মিনীদলকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত পুষ্করিণী স্বাধিকার-ভুক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে; অপেক্ষা কর, বন্যা আসুক্, ডাঙ্গা ডোবা সব একাকার হইয়া যাউক, দেখিতে পাইবে, পানা সকল কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। পদ্মিনীদল জলময় হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিল, জল কমিয়া যাউক দেখিতে পাইবে, উহা সেই একই স্থানে সযত্ন রহিয়াছে।

পানা ও পদ্মের সহিত পাপী ও পুণ্যাত্মার কতক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাপী সংসারকে পাপ দ্বারা দূষিত করে, সকল সদ্‌গুণকে নষ্ট করে। পুণ্যাত্মা অন্যপক্ষে সংসারের সমস্ত পাপতাপ মলিনতা দূর করিয়া সংসারকে দোষশূন্য করিয়া তুলেন এবং ইহাঁর দ্বারা সদ্‌গুণ সকল পরিবর্দ্ধিত হয়। পাপী আশ্রিত-গণের ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠে, পুণ্যাত্মা আশ্রিতগণকে শান্তির সুশীতল ছায়ায় নিরাপদে রক্ষা করেন। পুণ্যাত্মাগণ স্বীয় ধর্ম্মজ সৌরভ দ্বারা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ, কিন্তু পাপীর এমন কিছুই

নাই যদ্দ্বারা অন্যে আকৃষ্ট ও উপকৃত হইতে পারে। পুণ্যাত্মা সকলকে ধর্ম্মামৃতে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন, কিন্তু পাপী তাহা পারে না। পুণ্যাত্মার যশোগাথা সকলেই গান করিয়া থাকে, কিন্তু পাপীর কথা মুখে লইতে সকলে ঘৃণা করেন। পুণ্যাত্মা অভয়দাতা পরমেশ্বরে সর্ব্বদা স্থিতি করেন, সুতরাং নির্ভয়; সংসারের ঝঞ্ঝাবাত—দুরন্ত প্রবৃত্তিকুলের তরঙ্গতুফান ইঁহাকে বিপথে চালিত করিয়া স্থানভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। পাপী সেই অভয় ধামের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, তাহার যাহা কিছু এই অসার সংসারেই ন্যস্ত রাখে, সুতরাং সে কদাপি নির্ভয় হইতে পারে না। পরমেশ্বরে সংস্থিতির অভাব নিবন্ধন সে পদে পদে বিচলিত হয়, সংসারের সামান্য ফুৎকার তাহাকে স্থানভ্রষ্ট করে, প্রবৃত্তির তাড়নায় সে ঘোর অন্ধতমসাবৃত অনন্দানামক অন্ধকূপে নীত হয় এবং নানা প্রকারে ক্লিষ্ট হইতে থাকে।

এই বিকার, পরিবর্ত্তন ও মৃত্যুতরঙ্গময় সংসারে পরমেশ্বর আমাদিগকে এমন শক্তি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা পদ্মের ন্যায় বদ্ধমূল হইয়া তাঁহাতে স্থিতি করিতে পারি, পানার ন্যায় যেন ভাসিয়া ভাসিয়া না বেড়াই ও অবশেষে পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া তাঁহার জগতের পাপজঞ্জালরাশি বৃদ্ধি না করি।

সুয়েজ প্রণালী ও ফার্ডিনেণ্ড ডি লেসেপ্স।

১৮৬৯ সালের পূর্ব্বে যাঁহারা বিদ্যালয়ে ভূগোল বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সুয়েজ যোজক নামটি সুপরিচিত। কিন্তু ঐ সালের পরবর্ত্তী কালের ভূগোল-বৃত্তান্ত-পাঠকগণ সুয়েজ প্রণালী নামে অভ্যস্ত। যাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিবলে ও কার্য্য-নিপুণতায় সুয়েজ যোজক প্রণালীতে পরিণত হইয়া পৃথিবীর বাণিজ্য সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাঁহার নাম কাউণ্ট ফার্ডিনেণ্ড ডি লেসেপ্স। সুয়েজ প্রণালীর সহিত ইঁহার নাম পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

লেসেপ্স মহোদয় ইং ১৮০৫ সালে ফ্রান্সের অন্তঃপাতী মার্সেলি নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। নবযৌবনাবস্থাতেই তিনি স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার গুণে ফ্রান্সের তৎকালীন রাজপুরুষগণের এত প্রিয়পাত্র হন যে, তাঁহারা তাঁহাকে ফ্রান্স রাজ্যের কন্‌সল্ বা প্রতিনিধিরূপে মিসর নগরে প্রেরণ করেন। যখন তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন মিসরের শাসনকর্ত্তা মেহমেৎ আলির সহিত তুরস্কের তৎকালীন সুলতানের মতান্তর ও মনোবাদ ঘটে। লেসেপ্স অতুল বিচক্ষণতার সহিত ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেন। এই উপকারের জন্য

মেহমেৎ আলি তাঁহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ হন, এবং তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম বন্ধুভাবের নানা পরিচয় প্রদান করেন। এই সময়ে মেহমেৎ আলির জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিতও লেসেপ্সের আত্মীয়তা হয়। এই আত্মীয়তা পরে লেসেপ্সের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছিল। চারি বৎসর কাল মিসরে কন্‌সলের কার্য্য পারগতার সহিত ও ফরাসী রাজপুরুষদিগের সন্তোষজনকরূপে সম্পন্ন করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তৎপরে তিনি রটারডেম্ নগরস্থ ফরাসিস্ কন্‌সলের পদে নিযুক্ত হন। ঐ নগরে বাসকালে তিনি তথাকার অসংখ্য প্রণালী ও বাঁধ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন এবং তাহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি স্পেনের রাজধানী মেড্রিড নগরে ফ্রান্সের রাজদূত-পদে নিযুক্ত হন। সেথান হইতে তিনি ১৮৪৮ সালে কোন দুঃসাধ্য রাজকার্য্য সম্পাদনার্থ রোম নগরে প্রেরিত হন। ইহার পর তিনি বৃত্তি (পেনসন্) লইয়া বেরি নামক নগরে গমন করিয়া বাস করেন। এই সময়ে লেসেপ্সের ৪৩ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

বিষয় কার্য্য হইতে অবসর লইয়া যখন লেসেপ্‌স্ বেরি নগরে বাস করিতেছিলেন, তৎসময়েই তিনি সুয়েজ যোজককে প্রণালীতে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হন। যখন তিনি মিসর রাজ্যে বাস করিতেছিলেন, তখনই তাঁহার মনে লোহিত সমুদ্রের সহিত ভূমধ্যস্থ সাগরকে সম্মিলিত করিবার কল্পনা প্রথম উদিত হয়। বেরি নগরের নির্জ্জনতা অধিক কাল তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি স্বীয় যৌবনকালীন উক্ত কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ১৮৫৪ সালের নবেম্বর মাসে তিনি মিসরের রাজধানী কেরো নগরে যাত্রা করিলেন। তৎকালে মহম্মদ সৈয়দ মিসরের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি লেসেপ্সের পূর্ব্বপরিচিত মেহমেৎ আলির পুত্র। ইহাঁর সহিত পূর্ব্বে লেসেপ্সের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। লেসেপ্স ইহাঁকে স্বীয় কল্পনার কথা সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন। সুয়েজ যোজক খালে পরিণত করা কতদূর সম্ভব, এই সম্বন্ধে তিনি মহম্মদ সৈয়দের সহিত দিবারাত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে স্থির হইল, এই প্রস্তাব সম্বন্ধে তুরস্কের সুলতান, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, ও ফরাসীর রাজ-পুরুষদিগের সম্মতি গ্রহণ করা হয়। লেসেপ্স প্রাণ পণ করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তৎপরে বহু আলোচনা ও বাগ্‌বিতণ্ডার পর, এবং তুরস্ক ও ইংলণ্ড এই দুই রাজ্যের ঘোর আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, সুয়েজ খাল কোম্পানি নামে একটী বণিক্ কোম্পানি স্থাপিত হইল। যাঁহাদিগকে লইয়া এই কোম্পানি গঠিত হইল, তাঁহারা এই কার্য্যের

লাভজনকতা সমস্ত ইয়োরোপবাসীদিগকে বুঝাইয়া দেওয়াতে অনেকে এই কোম্পানির অংশ ক্রয় করিলেন। অল্প কালের মধ্যে কার্য্য-আরম্ভোপযোগী অর্থ সংগৃহীত হইল এবং ১৮৫৯ সালের মধ্য-ভাগে কার্য্য আরম্ভ হইল। ছয় বৎসর কাল অবিরামে কার্য্য চলিবার পর ১৮৬৫ সালের আগষ্ট মাসে যোজকের যে অংশ-টুকু কর্ত্তিত হইল, তাহার মধ্য দিয়া ছোট ছোট বাষ্পীয় নৌকা যাতায়াত করিতে লাগিল। কার্য্যটী শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্য অভিনব বৃহদাকার যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে ১৮৬৭ সালের শেষভাগে যোজকের যে অংশ কর্ত্তন করা হইল, তাহার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র আকারের অর্ণব-পোত যাতায়াত করিতে লাগিল। তৎ-পরে ১৮৬৯ সালের আগষ্ট মাসে সমস্ত যোজকটী কর্ত্তিত হইল, ভূমধ্যস্থ সাগরের জলরাশি লোহিত সাগরের বারির সহিত সম্মিলিত হইল, এবং সুয়েজ যোজকের স্থানে সুয়েজ প্রণালী বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখে মহাসমারোহে সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হয়। তদুপলক্ষে খালের প্রবেশ-দ্বারস্থ পোর্টসেড নামক নগরে মহোৎসব হয়—সেই উৎসবে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যেশ্বরী, অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্, প্রুসিয়ার যুবরাজ, প্রিন্স উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জ, ইংলণ্ড ও রুষিয়ার রাজদূত, এবং বহুসংখ্যক ঐশ্বর্য্য-শালী বণিক্ ও পৃথিবীর নানাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সংবাদ-দাতা উপস্থিত ছিলেন।

সুয়েজ খালের গভীরতা ২৬ ফিট এবং প্রস্থ ৭২ ফিট। ইহা প্রায় ৪৫ ক্রোশ লম্বা। সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হইবার পূর্ব্বে লণ্ডন নগর হইতে বোম্বাই নগরে জলপথে আসিতে গেলে আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া আসিতে হইত। ঐ পথ আট হাজার ছয় শত দশ ক্রোশ; কিন্তু সুয়েজ খাল হওয়াতে লণ্ডন হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত জলপথের দূরত্ব অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এক্ষণে উহা তিন হাজার এক শত পঞ্চাশ ক্রোশে পরিণত হইয়াছে। ইহার জন্য আসিয়ার সহিত ইউরোপের বাণিজ্যের আশাতীত সুবিধা হইয়াছে।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

১। বেলজিয়মের অন্তঃপাতী লেবেক্ নামক প্রদেশে বৃষ্টিপাতের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে দূরাগত ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় একপ্রকার শব্দ আকাশে শ্রুত হয়। বহুকাল হইতে ঐ প্রদেশে এই প্রাকৃতিক ঘটনা পরিলক্ষিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, বায়ুমণ্ডলে জলকণার বিশেষ প্রকার সম্মিলন হইয়া, উহা বায়ুপ্রবাহের সহিত

সংঘর্ষণে এই শব্দ উৎপাদন করে। যে কারণেই হউক লেবেক্ প্রদেশের অধিবাসিগণ বৃষ্টিপাতের এই পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারিয়া বৃষ্টিপাতের অসুবিধা হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন।

২। লণ্ডন নগরস্থ ব্রিটিস মিউজিয়ম নামক লোক-কৌতূহলোদ্দীপক বিবিধ দ্রব্যাগারে কত কত প্রাচীন ও আশ্চর্য্যকর দ্রব্য সকল রক্ষিত আছে, তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে একটী বৃহদাকার পুস্তক রচিত হইতে পারে। উক্ত দ্রব্যাগারে ৩ হাজার ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত একটী কাষ্ঠাসন রক্ষিত হইয়াছে। উহা খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ষোল শত বৎসর পূর্ব্বে নীল নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের অধীশ্বরী হাতাসুর সিংহাসন ছিল, এই জনপ্রবাদ। এই কাষ্ঠাসনের কোন কোন অংশ স্বর্ণ ও রৌপ্যে মণ্ডিত।

৩। গড়পড়তায় মানবের পরমায়ু গত পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে ২৫ বৎসর বৃদ্ধি হইয়াছে। জুলিয়স সিজারের রাজত্ব সময়ে রোমে মানুষ গড়ে ১৮ বৎসর মাত্র বাঁচিত; এখন তথায় গড়ে মানুষের পরমায়ু চল্লিশ বৎসর। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সে গড়পড়তায় মানুষের পরমায়ু ২৮ বৎসর ছিল; এক্ষণে ৪৫ বৎসর। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় লণ্ডনবাসীদিগের পরমায়ু গড়ে ২০ বৎসর ছিল, এক্ষণে ৪৭ বৎসর।

৪। লার্ড জন লবক্ পিপীলিকা-তত্ত্ববিৎ। বহুকাল হইতে তিনি বহুসংখ্যক পিপীলিকা প্রতিপালন করিয়া তাহাদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিষয়ে নানা আলোচনা করিতেছেন। তিনি দেখিয়াছেন, যত্নে পালিত হইলে পিপীলিকা পনর বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

৫। ভারতবর্ষে প্রায় একশত প্রকার বিভিন্নজাতীয় মশক দেখা যায়। ইংরাজেরা বলেন, মশকের উৎপাত ভারতবর্ষে তাঁহাদের বাস করার সম্বন্ধে একটী অন্তরায়। কিন্তু ইংলণ্ডেও দশ প্রকার বিভিন্নজাতীয় মশক আছে। ইহারা কিন্তু ভারতবর্ষীয় মশকদিগের ন্যায় রক্তপিপাসু নহে এবং অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে মানুষের রক্তপানোন্মুখ হয় না।

৬। ইংলণ্ডের মধ্যে কোন নগরেই বৎসরের মধ্যে এক হাজার ঘণ্টার অধিক সূর্য্য প্রকাশিত হয় না। এক হাজার ঘণ্টায় প্রায় ৪২ দিন হয়।

৭। শরীরতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, প্রতি দুই মাসে মানুষের মস্তিষ্কের রাসায়নিক উপাদান সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

৮। ইংলণ্ডের অন্তর্বর্ত্তী বহুসংখ্যক পল্লীগ্রামের অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে, দক্ষিণ চক্ষু কণ্ডূয়নে শুভ ও বামচক্ষু কণ্ডূয়নে অশুভ ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

৯। আরব দেশে অশ্বমাংস ও মিসরে উষ্ট্রমাংস, দক্ষিণ আমেরিকায় সর্প ও বৃশ্চিক, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপনিচয়ে প্রজাপতি উপাদেয় আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

১০। সমস্ত পৃথিবীতে এক্ষণে ৪০৬,৪১৬ মাইল রেলপথ খোলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ইউরোপে ১,৪৪,৩৮০ মাইল, আমেরিকায় ২,১৮,৯১০ মাইল, এসিয়ায় ২৩,২২৯ মাইল, আফ্রিকায় ৭,২১২ মাইল এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ১২,৬৮৫ মাইল।

১১। ইহা অনেকে অবগত নহেন যে, ব্যাঘ্র ও সিংহ অর্দ্ধ মাইল পথ ঘোটকের স্থায় দ্রুতগতিতে দৌড়িতে বা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক যাইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দূর যাইতে হইলে তাহাদিগের গতি মন্দ হইয়া আইসে। অর্দ্ধ মাইল দ্রুতগতিতে দৌড়িবার পর মানুষ তাহাকে দৌড়িয়া পরাস্ত করিতে পারে। ব্যাঘ্রসিংহাদির মাংসপেশীর বল যত অধিক, ফুসফুসের বল তেমন নহে; সুতরাং, তাহারা কিয়ৎকাল অসীম বল প্রকাশ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

১২। চীনদেশে এক প্রকার ধান্য আছে, উহা পঞ্চাশ ফুট উচ্চ; উহার মূলদেশ তিন হইতে পাঁচ ইঞ্চি মোটা। এই ধান্যের চাউল অতি উৎকৃষ্ট এবং ইহার ত্বক্ হইতে একপ্রকার সুন্দর সূক্ষ্ম কাগজ প্রস্তুত হয়।

১৩। ইউনাইটেড ষ্টেটসে ডাকের টিকিট প্রতিবৎসরে যে সংখ্যায় বিক্রয় হয়, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, তথাকার প্রতি-অধিবাসী গড়ে ৪০ খানা ডাকের টিকিট ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি অধিবাসী গড়ে একখানা টিকিটেরও কম ব্যবহার করিয়াথাকেন।

১৪। কনওয়ে-নামক একজন ইংরাজ সম্প্রতি হিমালয়-পর্ব্বতের বহুসংখ্যক উচ্চ শিখরে ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। হিমালয় ভ্রমণ সম্বন্ধে যে বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতীব কৌতূহলজনক। তিনি বলেন, হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে যে সকল লোক বাস করে, তাহাদের স্থায় শান্ত ও ধীর প্রকৃতির মানব তিনি কুত্রাপি দেখেন নাই। ইহারা গমের চাষ করে এবং ময়দা প্রস্তুত করিয়া তাহাই জল দিয়া মাখিয়া ভক্ষণ করে। ইহাই ইহাদিগের একমাত্র আহার। শীত নিবারণ জন্য ইহারা হিমালয় প্রদেশস্থ ছাগল ও মেষের চর্ম্ম গাত্রবস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করে। জীবনের মধ্যে একবার কিম্বা দুইবারের অধিক ইহারা ভেড়ার মাংস ভক্ষণ করে না। কনওয়ে সাহেব ইহাদিগের কয়েকজনকে পর্ব্বতের উপরে অধিরোহণ করিতে বলাতে ইহারা অস্বীকার করিয়াছিল; বলিয়াছিল তথায় ভূত প্রেতের বাস আছে, তাহারা তাহাদিগের প্রাণবিনাশ করিবে। পারিশ্রমিক স্বরূপ কম্বল ও ময়দা দেওয়াতে উহারা পরিশেষে কনওয়ে সাহেবের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়াছিল, কিন্তু যতক্ষণ পর্ব্বতের উপরে ছিল, ততক্ষণ অত্যন্ত ভূতের ভয় প্রকাশ করিয়াছিল।

১৫। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে সকল যুদ্ধ ঘটিয়াছে, তাহাতে প্রায় আশি লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে। অষ্টাদশ

শতাব্দীর যুদ্ধসমূহে নিহত লোকের সংখ্যা প্রায় এক কোটী কুড়ি লক্ষ হইবে। উভয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধে হত লোকের সংখ্যা প্রায় দুই কোটী। গড়ের উপর সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি এক শত বৎসরের মধ্যে ৪ কোটী লোক যুদ্ধে নিহত হয়। অনুমিত হয় যে, ট্রয় নগরের যুদ্ধের পর হইতে অদ্যাববি প্রায় এক শত কুড়ি কোটী লোক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে! এ অনুমানের কথা মাত্র।

১৬। এতদিন জাপানে আইন ছিল যে, প্রত্যক স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে হইবে। যদি কোন মহিলা উপযুক্ত পাত্রাভাবে বিবাহে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে সম্রাট্ তাঁহার পাত্র অন্বেষণের ভার গ্রহণ করিতেন। এইজন্ত জাপান রাজ্যে মহিলাগণের মধ্যে কেহ অবিবাহিতা থাকিতে ইচ্ছা করিলেও তিনি সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতেন না। সম্প্রতি জাপানের সম্রাট্ এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকগণের মধ্যে যাঁহার ইচ্ছা তিনি চির-কুমারী ব্রত পালন করিতে পারিবেন।

১৭। বোম্বাই-প্রদেশ-নিবাসিনী ব্রাহ্মণ-বংশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শতকরা ১৫ জন বিধবা। মান্দ্রাজ প্রদেশের ব্রাহ্মণ-জাতীয় মহিলাগণের মধ্যে শতকরা ৩০ জন বিধবা। সমগ্র ভারতবাসী মহিলা-গণের মধ্যে শতকরা ২০ জন বিধবা।

দ্বন্দ্বভাবের ইন্দ্রজাল।

চণ্ডীর মহামায়া—গীতা ভাগবতের বিষ্ণু-মায়া—জড়বিজ্ঞানের আকর্ষণ-বিয়োজন, এই তিনই এক পদার্থ। ইহা অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত, বা বস্ত্রের টানাপড়িয়ানের মত অবস্থিত। তদ্দ্বারাই সংসার-চক্র আবর্ত্তিত হইতেছে, এমন কি প্রতি জড়াণু ও চিদণুর সঞ্চালনেও ঐ মহাশক্তির আবির্ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, উহা দেখিবার চক্ষু প্রায় কাহারই নাই। ভগবান্ কৃপা করিয়া যাহাকে দেখান, সেই দেখিতে পায়। অধিক কি, নরনারায়ণ সব্যসাচীরও উহা দেখিবার চক্ষু ছিল না;—এই জন্ত ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলে, তবে তিনি দেখিবার বস্তু দেখিতে পাইলেন।

তরু-পত্রের উভয় পৃষ্ঠার ন্যায়, দুইটী কুসুমের একটী বৃন্তের ন্যায়, পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত দুইটী বস্তুর একত্রাব-স্থানের নাম দ্বন্দ্বভাব। শীত উষ্ণ, সুখদুঃখ, ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, উচ্চ-নীচ, কাঠিন্য-তারল্য, স্তুতি-নিন্দা, আসক্তি-অনাসক্তি, ইত্যাদি অসংখ্য দ্বন্দ্ব-

পদার্থে ও দ্বন্দ্বভাবে সংসার পরিপূর্ণ, দ্বন্দ্বভাবের মোহ অতিক্রম করা মানুষের অসাধ্যপ্রায়। এই মোহ জন্যই আমরা সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। সংসার দ্বন্দ্বময় বলিয়া এখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ নাই। সুখের পশ্চাতে দুঃখ আছে, দুঃখের পশ্চাতে সুখ আছে। একমাত্র সুখদুঃখ ধরিয়াই আমরা দ্বন্দ্বভাবের নিরূপণ করিতেছি, কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধেই এই প্রণালী অনুস্যূত রহিয়াছে। অতএব এ সংসারে কিছু নাই বলিলে, তত্ত্বপক্ষে দোষ হয় না। সুখের বস্তু যদি কিছু থাকে, তাহা দ্বন্দ্বাতীত;—সুখের লোক যদি কোথাও থাকে, তাহাও দ্বন্দ্বাতীত। এই জন্যই অর্জ্জুনকে গীতায়,"নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ এবং নির্যোগক্ষেম আত্মবান্" হইতে উপদেশ দান করা হইয়াছে, এবং স্থানান্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া,
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

আমার ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া;—অর্থাৎ অতিক্রম করা জীবের অসাধ্যপ্রায়। তবে যাঁহারা একমাত্র আমাতে প্রপন্ন হইতে পারেন, তাঁহারাই আমার মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। আমি কৃপা করিয়া মায়ার বন্ধন ছেদন না করিয়া দিলে, তাহার উচ্ছেদসাধনে কেহই সক্ষম হন না। লৌকিক ব্যাপারেও ইহার অসংখ্য প্রমাণ স্বচক্ষে দেখিয়াও আমরা ঐ তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না! ভগবানে নির্ভর করিতে পারি না বলিয়াই সতত দুঃখতাপে জ্বলিয়া মরি,—কত লাঞ্ছনা ভোগ করি—কত বিড়ম্বনায় অভিভূত হইয়া পড়ি।

অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, জুবিলির বৎসরে,—অর্থাৎ ভারত সাম্রাজ্ঞীর পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজত্বকাল পূর্ণ হওয়ার বৎসরে, তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যে কত উৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের একটা অঙ্গস্বরূপে বহুকালের জন্য নির্ব্বাসনদণ্ডপ্রাপ্ত ২৬০০ ছাব্বিশ শত অপরাধীকে নিষ্কৃতি দান করা হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই বহু বৎসর কারাদণ্ডভোগ অবশিষ্ট ছিল। তথাপি তাহারা নিষ্কৃতি পাইল, কেননা সাম্রাজ্ঞী দয়া করিয়া তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন। সাম্রাজ্ঞীর দয়া ব্যতিরেকে, দণ্ডভোগের নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে, তাহাদিগের নিষ্কৃতির অন্য কোন উপায় ছিল না। সেইরূপ ভগবানের দয়া হইলে, আমরা সংসার-কারায় অবরুদ্ধ থাকিয়াও নিষ্কৃতি পাইতে পারি। সেই দয়ালাভের একমাত্র হেতু, তাঁহার শরণাগতি। আমাদিগের তাদৃশী শরণাগতি কোথায়? তাহা থাকিলে, আমরা দিব্য চক্ষু পাইতাম। সেই চক্ষু দ্বারা সংসারের সকল বস্তু দেখিতে পাইতাম,—দ্বন্দ্বভাবের ইন্দ্রজাল ভেদ করিতে পারিতাম। আম্রাতকের অষ্টিকে (আমড়ার আঁটি) আম্রবীজ মনে করিতাম না। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এক বস্তুতে অন্য বস্তু,—এক ঘটনাতে অন্য ঘটনা মনে হয়, তাহার নাম ইন্দ্রজাল।

এই ইন্দ্রজাল বিদ্যাকে ইতর লোকে ভেল্‌কীবাজি বলিয়া থাকে। অনেকে ইন্দ্রজাল প্রভাবে কতই আশ্চর্য্য বস্তু ও আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন। আমড়ার আঁটিতে আমের চারা,—সেই চারায় কাঁচা পাকা আম, মানুষের কাটা-মুণ্ডের কথা, বিনা অগ্নিতে অন্ন-পাক, মুখ হইতে ছুরি-কাঁচি-গোলা-গুলি প্রভৃতি রাশীকৃত অস্ত্রশস্ত্রাদির বিনির্গম, উদরের সূচি-ভিন্ন ছিদ্র হইতে বিবিধ বর্ণের রাশীকৃত সূত্র-নির্গম, চূর্ণীকৃত ঘড়ির অবশেষ হইতে পুনর্ব্বার সেই ঘড়ির উৎপাদন, এক স্থানে থাকিয়া অসময়ে সুদূরবর্ত্তী ভিন্নদেশ-জাত শাখাপল্লব সহ পরিপক্ক ফল প্রাপ্তি ইত্যাদি প্রকার অসংখ্য বস্তু ও ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন। ইহার নাম ইন্দ্রজাল। ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে কোন কোন ব্যক্তিকে ঐ বিদ্যায় মুগ্ধ করিয়া থাকে; কিন্তু দ্বন্দ্বভাবের ইন্দ্রজাল, মনুষ্য মাত্রকে নিরন্তর মুগ্ধ রাখিয়া তাহাদিগকে দুঃখ ও দুর্গতি এবং সুখস্বস্তি ভোগ করাইতেছে। এই ইন্দ্রজালের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া আমরা এককালে কোন বস্তুর দুই দিক্ দেখিতে পাই না; এবং তাহা দেখিতে পাই না বলিয়াই আমাদের এত দুঃখ। আলোকে অন্ধকার দেখিতে পাই না,—অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাই না। সুখের সময়ে দুঃখ ভাবি না,—দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাই না। উপহারকে উৎকোচ মনে করিতে পারি না,—উত্থানের পথে পতন দেখিতে পাই না। তাই আমাদের এত সুখ, এত দুঃখ, এত লাঞ্ছনা,—এত কামনা। অথবা যে টুকু দেখিতে পাই না,—সেই টুকুই অদৃষ্ট;—সেই অদৃষ্টবশেই সকল ঘটনা হইয়া থাকে।

যে দুইটী ঘটনা বলিবার জন্য আমরা আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। সম্প্রতি হাওড়া জিলার অন্তর্গত দুইটী স্থানে দুইটী অপূর্ব্ব ঘটনা হইয়াছে। ঘটনা দুইটী অনেক সাপ্তাহিক ইংরাজি বাঙ্গালা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং অনেকেই তাহা পাঠ করিয়াছেন। এ জন্য এ স্থলে স্থান ও ব্যক্তির নামোল্লেখ করিলাম না এবং মাসিক পত্রিকায় তাহা করিবার তাদৃশ প্রয়োজনও নাই। কেবল ঘটনা দুইটীর উল্লেখ দ্বারা প্রবন্ধের সমর্থন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

কোন একটী নিরীহ ভদ্রলোক দীর্ঘকাল নিরপরাধে গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়া পেন্‌সন্ প্রাপ্তির আবেদন করেন। পেন্‌সন্ মঞ্জুর হইবার জন্য উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা আবেদনপত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইল। ইতিমধ্যে, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে সন্তুষ্টচিত্তে আপনাদিগের মধ্য হইতে চাঁদা দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া, সাধুচরিত্রের পুরস্কার স্বরূপে উক্ত ভদ্র লোকটীকে উপহার প্রদান করিলেন। কিন্তু শেষে ঐ উপহার

উৎকোচরূপে পরিণত হইল। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার পেন্সন বন্ধ করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। যদি ঐ ভদ্র লোকটী পূর্ব্ব হইতে ঘটনার এইরূপ পরিণাম দেখিতে পাইতেন, তাহাহইলে কখনই ঐ উপহার গ্রহণে সম্মত হইতেন না এবং তাঁহার পক্ষে এই-রূপ শোচনীয় ঘটনাও ঘটিত না।

আর একটী ব্যাপার এই,—কোন স্থানের লোকাল্ বোর্ডের অবৈতনিক মেম্বররূপে নির্ব্বাচিত হইবার জন্য দুই ব্যক্তি প্রার্থী হন। তন্মধ্যে একজন পত্রিকা-সম্পাদক, একজন মুনসেফ্ কোর্টের উকিল। উকিল মহাশয় নির্ব্বাচনী সভার সভাপতিকে জানাইলেন, সম্পাদক বাবু মেম্বর হইবার যোগ্য নহেন, যে হেতু তাঁহার বর্ষে হাজার টাকা আয় হয় না। মেম্বরি পদের গৌরব-লোলুপ সম্পাদক বাবু কহিলেন, অবশ্যই তাঁহার হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে। উকিল মহাশয়, তাহাতে এই প্রতিবাদ করিলেন, বাবুর যদি হাজার টাকা আয় হইত, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই গবর্ণমেণ্টে হাজার টাকার আয়-কর (Income Tax) প্রদান করিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর উকীল বাবুর যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদ শ্রবণে তৎক্ষণাৎ পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়কে অগ্রে হাজার টাকার ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স্ প্রদানের আদেশ করিলেন এবং অনুগ্রহ প্রকাশে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, ট্যাক্‌স্ প্রদানের পর উকিলবাবু নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন। ইন্দ্রজাল-বিমুগ্ধ সম্পাদকবাবু আহ্লাদে গদগদ হইয়া তৎক্ষণাৎ হাজার টাকার ট্যাক্‌স্ প্রদান করিলেন, কিন্তু মেম্বরের পদে নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেন না। ঘটনার এরূপ পরিণাম পূর্ব্বে দেখিতে পাইলে কি আর এমন বিড়ম্বনা ভোগ করিতেন? কখনই না।

নিরুপমা।

(বঙ্গাব্দ ১৩০২, ২১শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, পর্য্যস্ত সময়ে)।

১

আয় ওমা নিরুপমা! ঘরে ফিরে আয়!
আঁধারি বিশ্বের ছবি, অস্তাচল চলে রবি,
তুমি মা, তাহার সনে যেতেছ কোথায়?
এখনি যে বসুন্ধরা, হইবে আঁধার-ভরা,
সে আঁধারে যমদূত ফিরে পায় পায়—
এই বেলা নিরুপমা, আগে ঘরে আয়।

২

আয় ওমা নিরুপমা! ঘরে যাই চল,
আয় মা আমার বুকে, দিব সে "বেদানা" মুখে,
দিব ও দারুণ তৃষা মিটাইয়া জল;
মোর কোলে মাথা থুয়ে, কোমল শয্যায় শুয়ে,
নিরাপদে ফুটিবি মা, প্রীতি-শতদল!
চল্ ওমা নিরুপমা, ঘরে ফিরে চল।

৩

উঠ ওমা নিরুপমা! চির-সোহাগিনী!
কত যাগ ব্রত ফলে, এসেছিলে ভূমণ্ডলে,
"দাদা ঠাকু'মা"র তাই নয়নের মণি"!
তোমারে পাইয়া তাঁরা, আনন্দে আপনা-হারা,
তুমি যে মা, এ আগারে "সুধা-সঞ্জীবনী"!
বিধির বিধান তরে, "দাদা" আজি স্বর্গপরে,
"ঠাকু'মা" যে তোমা বিনা হবে পাগলিনী!
ঘরে আয় নিরুপমা, চির-সোহাগিনী।

৪

আয় ওমা নিরুপমা, ঘরে ফিরে আয়!
কে সুভগা তোর চেয়ে, বাপের আদুরে মেয়ে,
পতির বিশ্বস্তা সখী, প্রাণাধিকা তায়;
জনক জননী ভাই, তার যে কেহই নাই,
তুমি তার গৃহলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী-প্রায়!
'সতুর*সর্ব্বস্ব ওমা! তার"মা" যে "নিরুকমা"
খেলা ফেলি ছোটে সে যে দেখিবারে মা'য়!
তোমার স্নেহের ধন, ছোট ছোট ভাই বোন,
তারা যে "দিদি"রে পেলে কিছু নাহি চায়!
বেশী কি বলিব আর, হতভাগী "পিসীমার"
পুত্রী শিষ্যা সখী তুমি একাধারে হায়!—
এত স্নেহ প্রীতি ছাড়ি, আঁধারিয়া ঘর বাড়ী,
নিরমমা নিরুপমা কার কাছে যায়?
যাস্‌নে' মা নিরুপমা ফিরে ঘরে আয়।

৫

আয় ওমা নিরুপমা! সহে না যে আর,
আমি যে ভেবেছি মনে, যুঝিয়া শমন-সনে,
তোমারে লইব কাড়ি, হাত থেকে তার!
কিম্বা নিজ আয়ু দিয়া, তোর প্রাণ বাঁচাইয়া,
সুখে যাব সাঁতারিয়া মৃত্যু-পারাবার!—
কিন্তু আমি ক্ষুদ্রতম, হীনবল নরাধম,
গেল না আমার ডাক পায়ে বিধাতার!
হা ধিক্ মানব-জন্ম, ভোলে অনিত্যতা মর্ম্ম!
অথচ নিবারে কালে, সাধ্য নাহি তার!
নিরুপমা! তোরে হায়, মহাকালে নিয়া যায়,
রাখিতে শকতি নাই আমা সবাকার!—
কি বলিব প্রাণাধিকে, পারি না যে আর।

৬

কি বলিব, নিরুপমা! বুক ফেটে যায়—
এ দারুণ দৃশ্য দেখা,
কপালে কি ছিল লেখা,
নিঠুর রাহুর গ্রাসে নব চাঁদিমায়!
উছরে বিদরে মন, বিবর্ণ ও চন্দ্রানন!
প্রভাত-তপন ঢাকা মেঘ-কালিমায়!
পারে কি সহিতে কেহ, অমন সোণার দেহ
অযতনে অনাদরে লুঠিছে ধূলায়!
কি দেখিনু—হরি! হরি! বুক ফেটে যায়!

৭

উঠ ওমা নিরুপমা, কাঁদা'ও না আর,
তোমা বিনা সমুদায়, শূন্য—মহাশূন্য প্রায়,
দশ দিক্ ভরা আজি শোক-হাহাকার।
এস মা সাবিত্রি! সীতে! পতি-অশ্রু মুছাইতে
ব্রহ্মাণ্ড তোমার, "ক্ষুদ্র" তুলনায় যার!
"মা মা" বলি সতু ডাকে, এস মা তুষিতে তা'কে
সে শিশু তোমার যে গো কত তপস্যার!
শত শত মাতৃ-স্নেহ, ভরা যাঁর হৃদি-গেহ,
এস মা, করুণ ডাকে সেই "ঠাকু'মার"—
এস ওমা নিরুপমা, কাঁদা'ওনা আর!

৮

কি দেখি, কি শুনি, এ যে বলা নাহি যায়—
আকাশে সাঁঝের কাক, ডাকিছে ভীষণ ডাক,

* সতু—নিরুপমার তিন বছরের ছেলে, সত্যেন্দ্র নাথ।

আকুল পেচক-রব বকুল-শাখায়!
সকলি ভয়াল দৃশ্য, আঁধারে ডুবিল বিশ্ব!
আঁধারিয়া ধরাতল রবি অস্ত যায়!
এ আঁধারে নিরুপমা, কোথা হারাইনু তোমা,
অমূল্য মাণিক রত্ন ফেলিনু কোথায়!
বুক যে রে গেল চিরে, আয় বাছা, ঘরে ফিরে,
আয় মা বাসন্তী লক্ষ্মী, অনন্ত শোভায়!
নীল ইন্দীবর সম, আঁখি যুগ মনোরম,
সলাজ-চাহনি-মাখা স্নেহ মমতায়!
আ-গুল্ফ লম্বিত চুল, প্রভাতের পদ্মফুল!
সুন্দর সিন্দূর-রাগ উজলে সীথায়!
শারদ শশাঙ্ক-তুল্য, সুপবিত্র সুপ্রফুল্ল,
সরলা সুশীলা বালা ভরা স্নিগ্ধতায়—
তোরে কি জন্মের শোধ দিলাম বিদায়??

৯

বৌ দিদি!

সেই যে চলিয়া গেলে, সাতবছরের ফেলে,
তোমার সে নিরুপমা—স্বর্ণ প্রতিমায়;
সবে করি কোলে কাঁখে, "মানুষ" করেছি
তা'কে,
রাখিয়াছি চোখে চোখে স্নেহ-প্রীতি-ছায়;
খসিলে পানের চুণ, কাঁদিয়া হইত খুন,
তোমারি লাগিয়া "নিরু"—সাধি পুনরায়
আনিয়াছি রবি ধরি, কত কি আদর করি!
তবু সে তোলেনি তার স্নেহময়ী মা'য়!
যত কিছু হেথাকার, ভাল লাগিল না তার,
"মা" বিনা তোমার মেয়ে থাকিতে না চায়!—
তাই সাজাইয়া চিতে, এসেছি তোমারে দিতে,
এই ধর কোলে কর প্রিয় তনয়ায়!—
বুঝি না অবোধ আমি; ফেলি শিশু, ফেলি স্বামী,
তোমরা কিসের লোভে গেলে অমরায়!!

* * *

আজি কপোতাক্ষী-কূলে, হরীতকী-তরুমূলে,
মায়ের পবিত্র দেহে দুহিতা লুকায়;
সংসারের ধূলি-কণা, তার গায়ে লাগিবে না,
লাগিবে না তার গায়ে, মরণের বা'য়!
লোকে ডাকে "হরি! হরি!" স্বর্গ পথ
আলো করি
মাতৃহীনা নিরুপমা মা'র কোলে যায়!—
আমরা?—কাঁদিতে শুধু রহিনু ধরায়।

অভাগিনী "পিসি মা",
সাগরদাঁড়ি।

গো-পরিচর্য্যা।

(৩৭৩ সংখ্যা—৩০৩ পৃষ্ঠার পর)

বঙ্গদেশে গোজাতির অবনতির কারণ এবং কিসে তাহাদের উন্নতি হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ।

গোজাতি আমাদের অশেষ উপকার সাধন করে। বলদের দ্বারা আমরা ভূমি কর্ষণ করি, এবং মাতৃস্বরূপা গাভীর দুগ্ধ আমাদের প্রাণধারণের প্রধান উপায়। কিন্তু এখন সেই বলদকুল ক্রমেই দুর্ব্বল, ও গাভী সকল ক্রমেই দুগ্ধহীনা হইতেছে। ইহার কারণ কি? অনুসন্ধান করিয়া যে

কয়েকটী কারণ প্রধান, তাহাদেরই উল্লেখ করা যাইতেছে।

বলবান্ বৎস জন্মাইবার জন্য শক্তিশালী বলদ রক্ষা না করা, গোজাতিকে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহার্য্য না দেওয়া, তৃণাবৃত ক্ষেত্রগুলি ক্রমে ক্রমে শস্যক্ষেত্রে পরিণত করা,এবং গোজাতির পরিচ্ছন্নতা, আভিজাত্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখা, গো-চিকিৎসকের অভাব প্রভৃতি কয়েকটী কারণ প্রধান।

পূর্ব্বকালে বাটীর কর্ত্তা ও গৃহিণীই গোজাতির পরিচর্য্যা করিতেন। তাহাতে তাঁহারা বিশেষ গৌরব এবং পুণ্যলাভ হইল মনে করিতেন। তখন অশুচি অবস্থায় কেহ গোয়ালঘরে প্রবেশ করিতে পাইত না। অগ্রে গো-গ্রাস না দিয়া কেহ ভোজন করিতেন না। গোরুর গায়ে পা লাগিলে হিন্দুরা গড় করিতেন; গাভীগুলিকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত! এখন গো-সেবার ভার কেবল বেতনভোগী চাকরের উপর। কর্ত্তা গৃহিণীরা কেহই গোরুর নিকট যান না। গোরুগুলি কি রকম অবস্থায় আছে, তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে কি না, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। এত গেল ঘরের কথা। বাঙ্গালী কৃষকদিগের ঘরে গোরুর অবস্থা আরও দুঃখজনক। তাহারাত সমস্ত দিন গোরুগুলিকে খাটাইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী আনিয়া কতকগুলি শুষ্ক বিচালি অথবা নাড়া ফেলিয়া দেয়, তাহাই কতকটা চিবাইয়া গোরুগুলি ক্ষুধাশান্তি করে। আর যে দুই চারি দিন গোরুগুলির কোন কাজ না থাকে, সেই কয়েক দিন হয়ত রাস্তার ধারে, অথবা যে জমি হইতে অল্প দিন পূর্ব্বে ফসল তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাতে যে দুই একটা ঘাস গজাইয়াছে, সেই স্থানে একটু স্বাধীনভাবে চরিতে দেওয়া হয়। মূর্খ চাষারা জানে না যে, এইরূপে সমস্ত দিন খাটাইয়া লইলে অথচ ভাল করিয়া খাইতে না দিলে, গোরুগুলি সত্বর দুর্ব্বল এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। জ্যৈষ্ঠ মাস (চাষের আরম্ভ) হইতে অগ্রহায়ণ মাস (চাষের শেষ) পর্য্যন্ত গোরুগুলির বড়ই দুর্দ্দশা; তবে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন মাসে মাঠের অধিকাংশ শস্য উঠিয়া যাইয়া খালি মাঠ পড়িয়া থাকে, তাই সেই সব ক্ষেত্রের আশে পাশে দুই চারিটা ঘাসও গজায়। সেই ঘাসগুলি একটু স্বাধীনভাবে খাইয়া এই কয় মাসে গোরুগুলি একটু সারিয়া উঠে।

পূর্ব্বকার মত এখন আর বলবান্ ষাঁড় রক্ষা করা হয় না। যদিও বা কোন বড় লোক পিতামাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে দুই একটী বৃষ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেন, সে বৃষটী যত দিন পর্য্যন্ত বড় না হয়, তত দিন কেহ কিছু বলে না। যেই একটু বড় হইয়া উঠিল, লোকের একটু আধটু ক্ষতি করিতে লাগিল অমনি তাহাকে হয়ত কোন পাষণ্ড কষাইয়ের নিকট

একেবারেই বিক্রয় করিল; না হয়, কোন খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। খোঁয়াড় কোন মিউনিসিপালিটীর অধীন হইলে, ঐ বলদটী ময়লার গাড়ী টানিতে প্রবৃত্ত হইল। আর খোঁয়াড় মিউনিসিপালিটার অধীন না হইলে, খোঁয়াড়-রক্ষক প্রকাশ্য নীলামে ঐ ষাঁড় বিক্রয় করিল। উৎসর্গীকৃত ষাঁড়ের পাছায় চিহ্ন করা হয়, সুতরাং মুসলমান কি খৃষ্টিয়ান ব্যতীত আর কেহই তাহাকে কিনে না। উহারা কিনিয়াও তাহাকে অতি সত্বর জবাই করিয়া বাজারে উপস্থিত করে। আগেকার লোকে পাছায় ত্রিশূল-আঁকা ষাঁড় দেখিলে তাহার নিকটেও যাইতে ভয় করিত, কি জানি পাছে কোন রূপ ধর্ম্মের অবমানা করা হয়। সুতরাং পূর্ব্বকার মত প্রকাণ্ডকায় বলবান্ "ধর্ম্মের ষাঁড়" কোন স্থানে একটাও দৃষ্টিগোচর হয় না। এ দিকে কেবল ষাঁড় দেখাইবার জন্যও কলিকাতা ভিন্ন প্রায় অন্য স্থানে কেহ যত্ন করিয়া বলদ পুষে না। এ অবস্থায় কৃষকদিগের যে দুই একটী দুর্ব্বল অস্থিচর্ম্মসার এঁড়ে থাকে, তাহাদের ঔরসে দুর্ব্বলা গাভীর গর্ভে যে সকল বৎস জন্মে, তাহারা দুর্ব্বল ভিন্ন কিরূপে সবল হইবে?

পূর্ব্বে জমীদার ও প্রজারা সকলেই এক একটী জমী কেবল গোরু চরাইবার জন্য পতিত রাখিতেন। তাহাতে যে ঘাস হইত, তাহা খাইয়াই গোরুগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইত। এখন লাভের আশায় সকলের আগে সেই ঘাসের জমীটা আবাদ করা হয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইলে এখন একটি গোচারণের মাঠ পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ।

এই সকল কারণে গাভীগুলি ক্রমেই অল্পদুগ্ধবতী হইতেছে। গাভী প্রসব হইলে যে টুকু দুগ্ধ হয়, তাহাও মানুষে সব-টুকু দুইয়া লয়। কাজেই বাছুরগুলি দুধ না পাইয়া ক্রমে পাকাটীয়া হইয়া যায়। পূর্ব্বে যে পরিমাণ দুগ্ধে যত মাখম পাওয়া যাইত, এখন সেই পরিমাণ দুধে তাহার অর্দ্ধেক পাওয়াও কঠিন। কাজেই এখন-কার অসার দুগ্ধ খাইয়া মানুষেও দুগ্ধ খাইবার সম্যক্ উপকার প্রাপ্ত হয় না। এক্ষণে আমরা আহারকালে ফুঁকো দুধ হউক, কি একসের দুগ্ধে তিন পোয়া জল দেওয়া দুধ হউক, অথবা খড়ি কি আটা গোলা জলই হউক, একটু সাদা জল পাইলে তাহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হই।

অনেকে কল ফেলিয়া দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া ক্রয় করেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, বাতাসা ভিজান জল কিঞ্চিৎ গরম করিয়া দুগ্ধে দিলে, জল দেওয়া দুগ্ধ কলে ধরা পড়ে না। আবার অনেকে বাটীতে গোরু আনাইয়া সম্মুখে দুগ্ধ দোহাইয়া ক্রয় করে। কিন্তু গোয়ালা ঐ গোরুকে অধিকক্ষণ রোদে রাখে, তাহাতে গোরু বেশী জল খায় ও দুগ্ধ পাতলা হইয়া অধিক পরিমাণে নির্গত হয়।

গোয়ালারা হাট হইতে দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিয়া আনিয়া প্রায় সকলেই ফুঁকো দেয়। ফুঁকো দুই প্রকার। এক প্রকার গাভীকে প্রথমে ছাঁদিয়া পরে তাহার জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে খুব জোরে ফুৎকার দেওয়া; আর এক প্রকার, জননেন্দ্রিয়ে বাঁশের চোঙ্গা প্রবেশ করিয়া সজোরে মুখ দিয়া লবণ-গোলা জল উদরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেওয়া। এই দুই প্রকার উপায়ে গোরুর দুগ্ধ বেশী পরিমাণে নির্গত হয় এবং গোরুটী দিন দিন কৃশ হইয়া যায়। যখন গোরুর দুধ খুব কমিয়া আইসে, তখন গোয়ালারা গমের ভুষি খাওয়াইয়া গোরুকে স্থূল করিয়া কসাইয়ের নিকট বেশী মূল্যে বিক্রয় করে। দ্বিতীয় প্রকারে ফুঁকো দেওয়া গোরু প্রায় আর গর্ভবতী হয় না। গোয়ালারা প্রায় কেহই গোরু প্রতিপালন করে না। ফুঁকো দিয়া বেশী পরিমাণে দুগ্ধ বাহির করিয়া লওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য, সুতরাং তাহারা এক কেনে ও আর এক বেচে। তাহারা গোরু কিনিয়া অগ্রে বৎসকে (খাইতে শিখুক আর নাই শিখুক) কসাইকে বিক্রয় করে। এইরূপে গোজাতির প্রতি আমাদের ক্রমিক অযত্ন, উহাদের সারবান্ খাদ্যের অভাব, আভিজাত্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখা, স্থানে স্থানে গোচারণের তৃণাবৃত ক্ষেত্র না থাকা, উহাদের কোন সামান্য পীড়া হইলে চিকিৎসার উপায় না থাকা, গো-খাদকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়া প্রভৃতি দেখিয়া এই বলিতে হয় যে, বাঙ্গালাদেশে গোজাতির বুঝি লোপ হয়।

অন্যান্য দেশের গোজাতির সহিত তুলনা করিলে আমাদের দেশে গোরু নাই বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক একটী গাভীতে এক মণ দুগ্ধ দেয়, কি একটা বলদের মূল্য হাজার টাকা, ইহা আমাদের দেশে কয়জনে বিশ্বাস করিবে? বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, ও কথা কেহ বলিলে নিশ্চয়ই তাহাকে নির্ব্বোধ অনভিজ্ঞ প্রভৃতি বলিয়া উপহাস করা হইবে।

ভারতবর্ষমধ্যে কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বম্বে ও উত্তর পশ্চিমে প্রত্যহ সহস্র সহস্র গো-হত্যা হইতেছে। আবার এইক্ষণে উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবেও যে কত গোরু অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বে গ্রাম-মাত্রেই গো-চিকিৎসক দেখা যাইত, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। মাড়ওয়ারী মহোদয়েরা কসাইয়ের হস্ত হইতে সর্ব্বদাই গো রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সোদপুর ষ্টেশনের নিকট পীজরাপোল নামক উদ্যানে বিস্তর গোরুর চিকিৎসা ও প্রতিপালন করিয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন।

উপসংহারে ভারত গভর্ণমেন্ট, স্থানীয় মিউনিসিপালিটী, জমিদার, মহাজন, পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা-নিবারিণী সভা অথবা দেশের অন্য কোন সামাজিক সভার প্রতি সাহুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন মনুষ্যের জীবনধারণের সহায়তাকারী গোজাতির

উন্নতি সম্বন্ধে একটুকু চেষ্টা করেন। নহিলে আর উপায়ান্তর নাই। গবর্ণমেণ্ট কিম্বা স্থানীয় মিউনিসিপালিটী একটু চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে গোচারণের মাঠ করিয়া দেওয়া, অন্য দেশ হইতে ষাঁড় দেখাইবার জন্য বলবান্ ষাঁড় আনিয়া প্রতিপালন করা, ধর্ম্মের ষাঁড়কে ধরিতে না দেওয়া, চরিয়া খাইতে শিখে নাই এ-রূপ বৎস বিক্রয় করিতে না দেওয়া, ফুঁকো দেওয়া বন্ধ করা, যে গাভীর গর্ভ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাকে কসাইকে বিক্রয় করিতে না দেওয়া, বিলাত হইতে কতকগুলি গো-চিকিৎসক আনাইয়া স্থানে স্থানে রাখা, ইত্যাদি উপায় দ্বারা এ দেশীয় গো-জাতির উন্নতিসাধনের সহায়তা অনায়সে করা যাইতে পারে।

শাস্ত্রবিশ্বাসী ভক্ত হিন্দুর চক্ষে গাভী ভগবতীর অবতার। তাঁহারা গাভীকে দেবতা বলিয়া পূজা করেন। আর যাঁহারা যুক্তিবাদী, সকল বিষয়ই যুক্তির বিশদ দৃষ্টিতে দেখিতে চাহেন, তাঁহারাও গো-জাতির উপকারিতা সমালোচনা করিয়া নিশ্চয়ই বলিবেন যে, গো-সেবা, গো-পালন, গো-রক্ষা ভারতবাসিমাত্রেরই অতি কর্ত্তব্য। নানা কারণে ভারতে গো-জাতির বিশেষ হ্রাস হইয়াছে ও হইতেছে, এমন সময়ে যে সকল মহাত্মা গো-রক্ষা-ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুমাত্রেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। যাহাতে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয়, সে বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করা হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, যে হেতু সে চেষ্টা ফলবতী হইলে, ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল সংসাধিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

(৩৭২ সংখ্যা—২৮৪ পৃষ্ঠার পর)

স্থিতিস্থাপক পদার্থের কম্পনে শব্দ উৎপন্ন হয়; কারণ তদ্দ্বারা অতি শীঘ্র চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু কম্পিত হইয়া উঠে। ঢক্কা, বীণা, বেণু প্রভৃতি বাদিত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুমধুর শব্দ নির্গত হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল সেই সেই যন্ত্রে স্থিতিস্থাপক ভাবে যে পরমাণুগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ থাকে, তৎসমুদায় ভিন্ন প্রকারে কম্পিত হয়, এই মাত্র। কর্ণের ধমনীতে আঘাতের সংখ্যা ও প্রকার ভেদে বিভিন্ন স্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আঘাতের সংখ্যার আধিক্য বা স্বল্পতায় শব্দের উচ্চতা ও নীচতা হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্গত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য

আঘাতের প্রকারভেদ ও কম্পনের অজ্ঞাত গুণবিশেষ দ্বারা জন্মিয়া থাকে।

একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমভাবের একরূপ কম্পন সঙ্গীত-ধ্বনির উৎপাদক। মনে কর, কোন একটী পদার্থ হইতে এক সেকেণ্ডে ১০০ কম্পন উত্থিত হইতেছে। যদি এক সেকণ্ডে ১০০ টী কম্পন, অর্দ্ধ সেকণ্ডে ৫০ টী, সিকি সেকণ্ডে ২৫ টী ইত্যাদি সমভাগে উৎপন্ন হয়, তাহাহইলে ঐ ধ্বনি সঙ্গীত-ধ্বনি, নতুবা নয়। যদি প্রথমার্দ্ধে সেকণ্ডে ৭০টী ও পরার্দ্ধে ৩০ টী ইত্যাদি অসংলগ্নভাবে কম্পন হয়, তাহাহইলে মধুর সঙ্গীতধ্বনি না হইয়া শ্রুতিকঠোর শব্দ উৎপাদিত হয়।

একটী নির্দ্দিষ্ট স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহাহইতে ক্রমে উচ্চ অথবা ক্রমে নীচ গমন সকল দেশেই হইয়া থাকে। ঐ স্বরকে ইংরাজীতে (key-note) ভিত্তি-স্বর কহে। অস্মদ্দেশে ঐ ভিত্তি-স্বর একবারে নির্দ্দিষ্ট নাই। ঘণ্টা-ধ্বনি প্রভৃতি যে কোন ধ্বনি হইতে আরম্ভ করিয়া সেই পরিমাণে উঠা ও নামা যায়। কিন্তু একবার যে ধ্বনিকে ভিত্তি-ধ্বনি করিয়া লইব, তাহা হইতে বিচলিত হইতে পারিব না।

সকল প্রকার স্বরই কম্পন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি কম্পন আস্তে আস্তে হয়, তাহাহইলে আওয়াজের বিস্তৃতি অধিক হয়, যাহাকে বাজখাই বলা যায়। অতি শীঘ্র শীঘ্র স্বর কম্পিত হইলে, আওয়াজ অতি উচ্চ হয় এবং দূরগামী হয়, কিন্তু বিস্তৃতি কমিয়া আইসে, যেমন স্ত্রী-কণ্ঠ।

মনে কর, একটী যন্ত্র অথবা কণ্ঠ হইতে একটী ১০০ কম্পনের ধ্বনি নির্গত হইতেছে। যদি আর একটী যন্ত্রে অথবা কণ্ঠে ঐ প্রকার ঠিক্ ১০০ কম্পনের একটী ধ্বনি নির্গত হয়, তাহাহইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ঐ দুইটী শব্দ এক হইবে। যদি একটী ১০০, আর একটী ৭০ হয়, তাহাহইলে কতক কতক মিলিবে। কিন্তু যদি ৫০ হয়, তাহা হইলেও প্রায় সম্পূর্ণ মিলিবে। ইহার কারণ এই যে, একটী সংখ্যা যেমন দুই, উহাকে দুই গুণ করুন, ৪ হইল। এই চারিটী কি? সেই দুই কেবল একবার না হইয়া দুইবার; ঐ প্রকার তিন গুণ করুন, ৬ হইল। এই ছয়টী কি? সেই দুই কেবল এক বার না হইয়া তিন বার হইল। সেই প্রকার যেমন একটী দুই আর একটী দুইয়ে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু চারি প্রভৃতির সঙ্গে কেবল গুণে প্রভেদ। সেই প্রকার ১০০ কম্পনোত্থিত শব্দ এবং ৫০ কম্পনোত্থিত শব্দের সঙ্গে কেবল গুণের প্রভেদ। আমরা একটীর ১০০ ও আর একটীর ৫০ কম্পন দ্বারা প্রসূত শব্দ এক বলিয়া চিনিয়া লই— কেবল উচ্চ ও নীচ প্রভেদ থাকে। এই জন্য যতই চড়াই না কেন, একসপ্তক ভিন্ন আর স্বর পাওয়া যায় না। কেবল নিম্ন হইতে উচ্চ এবং তাহা হইতে

আবার উচ্চ, এবং তাহা হইতে আরও উচ্চ এই প্রকার সাত সুরই পাইব।

সুরের এইরূপ ধর্ম্ম থাকাতে যৎকালে সূক্ষ্মদর্শী স্বরসংগ্রাহক মহোদয়েরা, শব্দতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া শব্দধ্বনি হইতে স্বররত্ন উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেইকালে সাতটীর অধিক স্বর পান নাই। সাতটীর অধিক করিতে গেলে পুনরায় সেই নীচের স্বরের সহিত ক্রমে মিলিয়া যায়।

ধ্বনি দুই প্রকার, অকৃতি ও সুকৃতি। কোন বস্তুতে অন্য বস্তুর অভিঘাতে যে অপরিস্ফুট ও নার্থধ্বনি উৎপন্ন হইয়া শ্রবণগোচর হয়, তাহার নাম অকৃতি। অপর, যে ধ্বনি দ্বারা কোন বস্তু নির্দ্দেশিত কিম্বা কোন মানসিক ভাবাদি ব্যক্ত হয়, তাহাকে সুকৃতি কহে। শাস্ত্রে ঐ অকৃতি ধ্বনি ধ্বন্যাত্মক, ও সুকৃতি ধ্বনি বর্ণাত্মক বা ভাষা বলিয়া অভিহিত হয়। যথা—

ধ্বন্যাত্মকো বর্ণাত্মকঃ সনাদঃ দ্বিবিধস্তথা।
নারদসংগীত-সংহিতায়াং।

অকৃতি ধ্বনি দুই প্রকার, কর্কশ ও সুশ্রাব্য। যে ধ্বনি এরূপ কম্পনসমূহ দ্বারা উৎপাদিত হয়, যাহারা অসমান অনিয়মিত কালে পরস্পরের অনুগামী হইয়া থাকে, সেই ধ্বনি শ্রবণের অসুখ জন্মায় বলিয়া তাহাকে কর্কশ কহা যায়। যে ধ্বনি সমকালস্থায়ী কম্পন দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রবণের তৃপ্তি জন্মায় বলিয়া তাহাকে সুশ্রাব্য কহে। সুশ্রাব্য ধ্বনিই সংগীতে সুর হইয়া থাকে, ও ঐ ধ্বনি স্বর ও কালের বিশেষ নিয়মে ধ্বনিত হইলে, গীত বাদ্যাদিরূপে পরিণত হইয়া সংগীত উৎপন্ন করে। এই জন্য সংগীতশাস্ত্রে ঐ ধ্বনিকে সার্থ কহা যায়।

তার প্রভৃতির সঙ্কর্ষণ অল্প হইলে কম্পন-সংখ্যা অল্প হয়, সুতরাং সুর মৃদু হয়, এবং সঙ্কর্ষণ অধিক হইলে কম্পন অধিক হইয়া সুর উচ্চ হয়। সেতারাদি যন্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, একটী পূর্ণ তারে যে সুর নির্গত হয়, তাহার এক এক অংশে তদপেক্ষা উচ্চতর ধ্বনি নির্গত হইয়া থাকে।

তারের সঙ্কর্ষণ দৃঢ় করিলে তাহার পরমাণু সকল প্রসারিত হইয়া তারের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে, সুতরাং তাহার কম্পন বৃদ্ধি হইয়া ধ্বনিও উচ্চতর হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার সংকর্ষণ শিথিল করিয়া দিলে, তাহার পরমাণু সকল সঙ্কুচিত হইয়া যাওয়াতে, তাহার স্থিতি-স্থাপকতার হ্রাস হয়, সুতরাং তাহার ধ্বনিও গভীরতর হইয়া উঠে।

মনে কর, দুইটী কীলকে একটী তার আবদ্ধ আছে। উহা কম্পিত হইলে যে সুর নির্গত হইবে, তাহা উচ্চ এবং মৃদু করিবার দুইটী উপায় আছে। এক কীলকদ্বয় না সরাইয়া তারের সংকর্ষণ দৃঢ় বা শিথিল করা; অপর তারের সংকর্ষণ সমান রাখিয়া কীলকদ্বয়ের মধ্যগত ব্যবধানের বৃদ্ধি বা হ্রাস করা।

যদি তারের এক দিক্ কীলকে আবদ্ধ ও অপর দিক্ কীলকের উপর দিয়া

ঝুলান থাকে, ও তাহার প্রান্তে একটা বস্তু সংলগ্ন থাকে, তাহা হইলে ঐ সংলগ্ন বস্তুটীর গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে তার-নির্গত স্বরের উচ্চতা ও মৃদুতা হইবে। যদি ঐ বস্তুর ভার বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে তার চড়িয়া যাইয়া ধ্বনি উচ্চতর হইয়া উঠে। যদি ভার কমান যায়, তাহাহইলে তার নরম হইয়া গভীরতর ধ্বনি নির্গত হয়। আবার যদি ভার অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া একটী কীলক অপর কীলকের দিকে কিঞ্চিৎ সরান যায় অর্থাৎ তারের আয়ত পরিমাণ যদি কমান যায়, তাহা হইলে ধ্বনি চড়া হইবে, ; কীলক-দ্বয়ের মধ্যগত পরিসর বিস্তৃত করিলে অর্থাৎ তারের আয়ত পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ধ্বনি মৃদু হইবে।

মনে কর কীলকদ্বয়ের ব্যবধান অর্থাৎ তারের দৈর্ঘ্য পরিমাণ ৪৫ ইঞ্চি। এইক্ষণে কীলকদ্বয় যদি সরাইয়া মধ্যগত ব্যবধান ২২॥০ অর্থাৎ তারের দৈর্ঘ্য ২২॥০ করা যায়, তাহাহইলে যে ধ্বনি নির্গত হইবে তাহা পূর্ব্ব ধ্বনির ঠিক্ অষ্টম। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, সম-সংকর্ষিত তারের ভিন্ন ভিন্ন অংশের দীর্ঘতা তাহাদের কম্পনসংখ্যার ঠিক্ বিলোম, অর্থাৎ পূর্ণ তারটিতে এক সেকণ্ডে যত কম্পন উৎপন্ন হয়, তাহার অর্দ্ধ তারে ঐ সময়ে দ্বিগুণ কম্পন উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং অর্দ্ধ তারে পূর্ণ তারোৎপন্ন স্বরের অব্যবহিত উচ্চ অষ্টম নির্গত হয়।

(ক্রমশঃ)

দাদা ও গদা।

সৌভ্রাত্র ও শরণাগতি শিক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে রামানুজ লক্ষ্মণ ও মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের চরিত্র অনুশীলন করিতে হয়। মহর্ষি বাল্মীকি ও ব্যাস-দেবের রামায়ণ ও মহাভারতের কৃপায় ঐ দুইটী মহাপুরুষের চরিত্র না জানেন, এমন ব্যক্তি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক পণ্ডিতম্মন্য কৌতুক-প্রিয় পুরাণ-কথক-গণের কুব্যাখ্যায় এবং যাত্রাওয়ালাদিগের কুৎসিত অভিনয়ে অনেকেরই ভীমসেনকে একটী উদ্ধত প্রকৃতির লাঠিয়াল বলিয়া ধারণা হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য আজ আমরা ভীম-সেনের প্রকৃত চরিতাস্বাদনে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনের জ্যেষ্ঠ। ভীমসেন প্রাণপণে সেই জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা বহন করিতেন। জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা পালনে তাঁহার বিচার, বা বাদ বিতণ্ডা ছিল না। কোন বিষয়ে কেহ তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন,—"আমি আর কিছুই জানি না,—জানি কেবল দাদা ও গদা।"

জ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁহার কত ভক্তি ছিল,—জ্যেষ্ঠকে তিনি কত সম্মান করিতেন,—তাঁহার কতই অনুগত ছিলেন; তাঁহার প্রতি তাঁহার কতই নির্ভর ও বিশ্বাস ছিল, তাহা এক "দাদা ও গদার" প্রকাশ পাইতেছে।

ভীমসেনের এরূপ জ্যেষ্ঠানুগতা না থাকিলে অর্দ্ধেক মহাভারতের সৃষ্টি হইত না। পাণ্ডবগণের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস, একবৎসর অজ্ঞাতবাস, অজ্ঞাতবাসের অপরিসীম ক্লেশ,—পাচকবেশে বিরাট-ভবনে অবস্থান,—কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিবসব্যাপী ও অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা-নাশক ভীষণ যুদ্ধ ইত্যাদি অসংখ্য গুরুতর ঘটনার পূর্ব্বেই দুর্য্যোধনের উরু-ভঙ্গ, দুঃশাসনের বক্ষোবিদার, দ্রৌপদীর বেণীসংহার হইয়া যাইত। কিন্তু হইতে পারিল না, কেন না ভীমসেন 'দাদা ও গদা' ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। দাদা বলিলেন,—আমরা পাশাক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। অন্যথা অধর্ম্ম হইবে।" ভীমসেনের তাহাতেই 'তথাস্তু।' দাদা বলিলেন, অধর্ম্ম হইবে,—ভীমসেন বুঝিলেন, অবশ্যই অধর্ম্ম হইবে। সেই অধর্ম্মের ভয়ে শঙ্কিত হইলেন। প্রাণের অধিক প্রিয়তমা রজস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীর প্রতি পিশাচপ্রকৃতিক কৌরবগণের অমানুষ অত্যাচার দর্শনে ক্রোধানলে দহ্যমান ও মনঃকষ্টে ম্রিয়মাণ হইয়াও নীরব রহিলেন। কেননা দাদার আজ্ঞা নাই,—দাদার আজ্ঞা পাইলে তখনই গদাঘাতে স-সভ্য কৌরব-রাজ-সভা ধূলিসাৎ করিতেন; বিষণ্ণ ও বিনম্র বদনে গদা স্কন্ধে দাদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

কোন সময়ে সস্ত্রীক কৌরবগণ চিত্ররথ-নামা গন্ধর্ব্বরাজের অনুচরগণ কর্ত্তৃক অবমানিত ও অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। কৌরব-গণের লাঞ্ছনা ও দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। তখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত বনে বাস করিতেছিলেন। কোনরূপে তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল যে, যে দুর্যোধনাদি জ্ঞাতি নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখ ভোগ করিবেন বলিয়া দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবকে পাশাক্রীড়াচ্ছলে রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া বনবাসী করিয়াছেন এবং সতত তাহাদের অনিষ্ট চিন্তা করেন, গন্ধর্ব্ব-রাজ কর্ত্তৃক তাহাদেরই ঈদৃশী দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির ভীম-সেনকে কহিলেন,—"বৃকোদর, সুযোধন পুররমণীগণের সহিত বিপন্ন হইয়াছেন। কুরুপাণ্ডবের মধ্যে তোমাদের ন্যায় বীর সকল বর্ত্তমান থাকিতে চন্দ্রবংশীয় কুলস্ত্রী-গণের এতাদৃশী অবমাননা কোনক্রমেই উপেক্ষার বিষয় নহে। এখনই তাহা-দিগকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হও।" ভীমসেনের তাহাতে দ্বিরুক্তিমাত্র নাই,—কেননা তিনি 'দাদা ও গদা' ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। হৃদয়ে বৈরনির্যাতনা-নল "ধক্ ধক্" করিয়া জ্বলিতেছে,

সেই অগ্নিতেজে ভীমসেনের অৰ্দ্ধাঙ্গ ভস্মীভূত হইয়াছে,—তথাপি দাদার আজ্ঞা,—গদার আঘাতে গন্ধর্ব্বকুল নির্ম্মূল করিয়া পরম বৈরি দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিলেন !!

পঞ্চ পাণ্ডবের এই বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস। অজ্ঞাত-বাসের নিয়ম ভীষণ হইতে ভীষণ। পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদীর সহিত ছদ্মবেশে বিরাট ভবনে অবস্থান করিতেছেন। লাঞ্ছনার পরিসীমা নাই। যে ইন্দ্রপ্রস্থের যশঃসৌরভে এককালে ভারতের দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই ইন্দ্রপ্রস্থের একচ্ছত্রী রাজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। যাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের ভার লইয়াছিলেন, সেই ভারত-সম্রাট্ যুধিষ্ঠির আজ বিরাটের প্রসাদপ্রার্থী অন্নদাস,—পাশক্রীড়ার পারিষদ। যে ভীমের ভীম গদা ত্রিলোকের ত্রাস-উৎপাদক,—তিনি আজ বিরাট-পরিবারের পাচক। যে অর্জ্জুনের জগদ্বিখ্যাত গাণ্ডীব সুরাসুর-বিজয়ী,—সেই অর্জ্জুন আজ নপুংসক বৃহন্নলা,—বিরাট-দুহিতার সঙ্গীত-শিক্ষক,—রমণীমণ্ডলীমধ্যগত,—অন্তঃপুরবাসী। সাক্ষাৎ অশ্বিনীকুমার যুগল নকুল সহদেব বিরাটের অশ্বরক্ষক। দ্রুপদরাজপুত্রী পঞ্চ-পাণ্ডব-মহিষী ত্রিভুবন-মোহিনী রূপসী দ্রৌপদী আজ বিরাট-অন্তঃপুরে সৈরিন্ধ্রী। কেবল ইহাই বিড়ম্বনার চরম সীমা নহে। দুর্য্যোধনের প্রণিধি তন্ন তন্ন করিয়া কৌরবরাজ্য পরিভ্রমণ করিতেছে,—পাণ্ডবগণের সন্ধান পাইবামাত্র তাঁহাদিগকে বন্দী করিবে। তাঁহারা পুনরায় দ্বাদশ বর্ষ বনে বাস করিতে বাধ্য হইবেন। ইহাই অজ্ঞাত-বাসের নিয়ম।

একদা বিরাট রাজা পাশক্রীড়া করিতে করিতে ক্রুদ্ধ হইয়া কঙ্কের নাসিকায় পাশি প্রহার করায় নাসিকা হইতে অজস্র শোণিতধার ক্ষরিতে লাগিল। কঙ্ক যত্নপূর্ব্বক সেই শোণিত মৃত্তিকায় পতিত হইতে দিলেন না,—কারণ ভীমের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যে দিন জ্যেষ্ঠের শোণিত মৃত্তিকায় পতিত দেখিবেন, সেই দিন শোণিতপাতের প্রযোজক কর্ত্তাকে সবংশে ধ্বংস করিবেন। বিরাটকে তাদৃশ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কঙ্ক নামধারী যুধিষ্ঠির মৃত্তিকায় শোণিতপাত নিবারণ করিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের দাসানুদাস সদৃশ বিরাট যুধিষ্ঠিরকে প্রহার করিলেন,—ভীম তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও নীরব ও নিষ্ক্রিয় রহিলেন,—কেননা তিনি "দাদা ও গদা" ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। দাদা ইঙ্গিতে বুঝাইলেন,—এখন আমাদের সংযমের সময়,—ক্রিয়ার সময় নহে। দাদার ইঙ্গিতে,—ভীমসেন নীরব রহিলেন।

আমরা কেবল ভীম সেনের সৌভ্রাত্র ও শরণাগতি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। জ্যেষ্ঠের প্রতি অপরিসীম ভক্তি, বিশ্বাস, ও নির্ভর না থাকিলে, আমরা কখনই মহাভারতে তাদৃশ ভীম সেন দেখিতে পাইতাম না।

উত্তমরূপে মহাভারত অধ্যয়ন করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, যুধিষ্ঠিরের প্রতি যাহাতে ভক্তির ন্যূনতা না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, ভীম সেন তাহাই করিয়াছেন। আপনি সম্পূর্ণ সক্ষম ও উপায়বিৎ হইয়াও দাদা আমার রক্ষাকর্ত্তা, দাদাই আমার পালনকর্ত্তা, ভীমসেনের পূর্ব্বাপর এই ভাব। দাদার হস্তে সম্পূর্ণ আত্ম-নিঃক্ষেপ, যেমন ভীম সেনের দেখা যায়, এমন আর কোথাও নাই। সেই আত্ম-নিবেদনে বিন্দুমাত্র উগ্রতা নাই, বরং সম্পূর্ণ দীনতা। ইহারই নাম শরণাগতি। দাদার প্রতি ভীমের যে ভাব, গদার প্রতিও সেই ভাব। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, এই তিন শক্তিই তাঁহার গদায় ছিল, ভীমের এই বিশ্বাস। এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন,—"আমি দাদা জানি, আর গদা জানি।" এই ভাবের আনন্দে তিনি সর্ব্বদাই বিভোর থাকিতেন। কোনও স্বাধীন চিন্তায় তিনি কখন আলোড়িত হন নাই—চিন্তার মধ্যে—

"দাদা ও গদা"।

অহল্যা বাই সম্বন্ধে গাথা।

১

কলিযুগে ধন্যা সতী অহল্যা-রাণী।

(ও) যাঁর কীর্ত্তিতে ভরেছে ভুবন, নারীর মাঝে রত্ন-খনি॥

যাঁরে দেখলে নয়নে—পাপ না থাকে মনে,

রোগের জ্বালা পালায় দূরে এমনি "পুণ্য-পরাণী"॥

মিলে সাধুজন যত তাঁর গুণ গান কত,

তিনি দৈববশে হ'লেন্ এসে হোল্‌কারের কুলের রাণী॥

কত কঠোর ব্রত, পণ্ তিনি কর্‌লেন উদ্‌যাপন্

হলেন্ ধর্ম্মবলে, পুণ্যফলে, আপন কুল-উদ্ধারিণী॥

(ও) সেই মহেশ্বর ধাম যেথা করিতেন অধিষ্ঠান-

কাঙ্গাল গরীব গেলে সেথায় লভিত বিশ্রাম—

তিনি মাতা হয়ে দিতেন অন্ন, দীন হীনের জননী॥

২

কত "দশ রত্ন" ধন, দ্বিজে কর্‌তেন্ বিতরণ,

হরিনামে সদাই প্রীতি, পুরাণ পাঠে মন।

ও যাঁর যজ্ঞসভা বিপ্রগণে হত শোভাশালিনী॥

নিত্য আদেশেতে যাঁর কত দ্বিজ সদাচার,
হোমকুণ্ডে হবিধারা দিতেন অনিবার,
তিনি সহস্র আহুতি দিতেন, এমনি ব্রতধারিণী ॥
যিনি ব্রাহ্মণের করে অতি ভকতি ভরে
গড়াইলেন্ কোটী শিব পূজিবার তরে,
তিনি দুঃখী জনে বিভা (বিবাহ) দানে
হলেন্ কীর্ত্তি-শালিনী।
যিনি পর্ব্বাহ ক্ষণে ধেনু দিতেন ব্রাহ্মণে,
শিশুগণে দুগ্ধ দানে বাঁচাতেন প্রাণে,
(ও) তাঁর করে সদা জপমালা, থাক্‌তো দিবা যামিনী ॥

৩

যত আছে তীর্থ ধাম্ কিবা 'মহাক্ষেত্র' নাম,
"জ্যোতির্লিঙ্গ" আছেন যেথা নিত্য বিরাজমান,
ও তাঁর অন্নসত্র আছে সেথায়, অন্নপূর্ণারূপিণী ॥
তিনি অন্ধ আতুরে সদা করুণাভরে
ঔষধি আর বস্ত্র দিতেন আপনার করে,
দিয়ে ব্রাহ্মণেরে অগ্নিহোত্র (হলেন) ধর্ম্মরক্ষাকারিণী ॥
বিনা ব্রাহ্মণ পারণ যাঁর না হ'ত ভোজন,
দ্বিজপাদোদক নিত্য করিতেন সেবন্,
ও যাঁর রামনাম গানে সদা পোহাইত যামিনী ॥

৪

যিনি তীর্থগ-গণে সদা আনন্দ মনে,
পাদুকা, প্রাবরণ, অশ্ব দিতেন যতনে,
দিয়ে গুণী জনে স্বর্ণভূষা (ছিলেন) গুণের আদরকারিণী,
প্রজায় করিতে রক্ষণ দেখ্‌লে দুষ্টমতি জন,
চরণে শৃঙ্খল দিয়ে করিতেন বন্ধন ;
(ও যাঁর) দেবতা-মন্দির শত ঘোষে কীর্ত্তি-কাহিনী ॥
দয়ার নাহি ছিল শেষ, যেথা নাইক বারিলেশ,
জলাশয় দানে সেথা ঘুচাইতেন ক্লেশ ;
তিনি স্নিগ্ধধার ঢালি শিরে পূজিতেন শূলপাণি ॥

৫

যিনি পেলে গ্রহণ-মান করতেন তুলা ব্রত দান
স্বর্ণ, রজত, ঘৃত, মধু, তিল, তণ্ডুল, ধান,
তিনি ছায়া দানে পান্থ জনের ছিলেন আতপবারিণী ॥
সদা কৃপাগুণে যাঁর, স্কন্ধে লয়ে বারিভার,
রামেশ্বরে যেতেন কত সাধু সদাচার,
ও যাঁর সঙ্গে যেত তীর্থবাসে কত অনাথ-দুঃখিনী ॥
হয়ে সংসারবাসী তিনি ছিলেন উদাসী,
(তাই) ভক্তিগুণে মুক্তি নিজে হলেন তাঁর দাসী ;
হায় ! ধরাতলে নাহি মিলে এমন ধন্যা রমণী ॥
কবি গঙ্গু হৈবতী বলে করি মিনতি,
গণনা তাঁর গুণের করি কিবা শকতি ?
(মিলে) প্রভাকর, মহাদেব গুণী গায় তাঁর
গুণের কাহিনী ॥ *

আধ্যাত্মিক মহাপূজা।†

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদিগের মধ্যে দেবতার সামান্য পূজা ও মহাপূজা আছে। সামান্য পূজা নিত্যপূজা, তাহার উপকরণ সামান্য ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প, ও নৈবেদ্য। কিন্তু মহাপূজার মহা আয়োজন হইয়া থাকে। তাহাতে উৎসবের বহুপূর্ব্বে দেবপ্রতিমা সুন্দররূপে গঠিত ও সুসজ্জিত হয়। পরে পিতৃপুরুষগণের সহিত একত্র হইয়া মহালয়ার উৎসব হয়। পরে দেবতার বোধন বসে ও দেবী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনসূচক চণ্ডীপাঠ হয়। পঞ্চোপচারের পরিবর্ত্তে ষোড়শোপচারে দেবপূজা হয়। কত বাদ্যভাণ্ড, কত পুষ্পাঞ্জলি, কত আরতি, কত হোম যাগ ভোগ ও বলিদান হইয়া থাকে। অবশেষে মহাপূজার দিন সন্ধিক্ষণে স্বচক্ষে দেবদর্শন লাভ হয়। পরে আবার মহাপূজা হইয়া দেবপূজা সমাধা করা হয়

---

* শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু, বি এ, সঙ্কলিত "অহল্যা-বাই" হইতে উদ্ধৃত। গাথাটী মহারাষ্ট্রী ভাষা হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদিত। পাঠক পাঠিকাগণ ইহার কুসংস্কার ভাগে দৃষ্টি না করিয়া ভাবার্থ গ্রহণ করিবেন। বা, বো, স।

† ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম।

এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে শান্তির জল লইয়া সংবৎসরের জন্য সুখশান্তিতে জীবন যাপন করিবার আশা করেন।

আমাদের ব্রহ্মপূজা নিত্যপূজা—প্রতিদিন আমরা আরাধনা, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা ও সেবা দ্বারা ইষ্টদেবতার উপাসনা করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের মহাপূজার বিশেষত্ব কি? ইহার জন্য আমাদের কিরূপ মহা আয়োজন করিতে হয়? আমাদের দেবতার মূর্ত্তি গঠন করিতে হয় না, তিনি কাহারও হাতগড়া বা মনগড়া হইলে তাঁহার দেবত্ব থাকে না। তিনি স্বয়ম্ভু, সচ্চিদানন্দ ও স্বপ্রকাশ। তিনি বিরাটরূপে অনন্তব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করিতেছেন, আবার প্রাণের প্রাণ হইয়া ঘটে ঘটে বিরাজমান। তাঁহার মূর্ত্তি দর্শনের জন্য প্রকৃতির আবরণের মধ্যে তাঁহাকে অনুধ্যান করিতে হয়; আবার আত্মার অন্তরস্থ হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠ কোষে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হয়। নদী পর্ব্বত সমুদ্র, চন্দ্র সূর্য্য তারকা-মণ্ডিত অসীম আকাশ, বন উপবন পুষ্পকানন তাঁহার ছবি দেখাইয়া দেয় এবং হৃদাকাশে প্রেমশশী হইয়া তিনি উদিত হইয়া থাকেন। আবার প্রেমিক ভক্তবৃন্দের সমাগমের মধ্যে সেই প্রেমময় উজ্জলরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। তাঁহার এই প্রকাশ দর্শনের জন্য আমাদের সকল আয়োজন। মহোৎসবক্ষেত্রে আনন্দময়ী বিশ্বজননীর আবির্ভাব হইলে আমাদের সংবৎসরের সকল আয়োজন সার্থক হয়।

আমাদের মহালয়া আছে। আমরা সারা বৎসর সঙ্কীর্ণ গৃহে আপনার আত্মীয়-পরিজন, যশ মান, ধন ঐশ্বর্য্য ও ভোগ লইয়া বাস করি, কিন্তু উৎসবের আগমনে আমাদের জন্য অতিপ্রশস্ত গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়—যে বিশাল গৃহে পরলোকবাসী মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, ঈশা, মুসা, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, প্রভৃতি কত দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি বাস করিতেছেন, আমাদের পিতৃপুরুষগণ রহিয়াছেন এবং দুরদেশস্থ নিকটস্থ সকল ঈশ্বরভক্ত সমবেত—আমরা তাঁহাদিগের সহিত একপরিবার হইয়া আমাদের প্রেমময়ী বিশ্বজননীর ক্রোড়স্থ এই মহাগৃহে সকলে এক হইয়া মহোৎসবে প্রবৃত্ত হই।

আমাদের চণ্ডীপাঠ আমাদের মহাদেবীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন। আমাদের নিরাকার নির্ব্বিকার সর্ব্বব্যাপী দেবতারই এই স্তুতি:—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা,
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু প্রাণরূপেণ সংস্থিতা,
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

দেবাসুরের মহাযুদ্ধে আমাদের মহাশক্তিই দানবদলনী ও দেবপ্রভাবের জয়বিধায়িনী।

আমরা নিত্য যেমন সামান্যভাবে তাঁহার পূজা করি, মহোৎসবে কি সেরূপ পূজা শোভা পায়? ষোড়শোপচারে কি, সহস্রোপচারে তাঁহার পূজা করিলেও ভক্তের প্রাণ তৃপ্ত হয় না। অবিশ্রান্ত

প্রার্থনা, শ্রদ্ধাভক্তি, প্রেম, কৃতজ্ঞতার সহিত ইঁহার চরণপূজা, আর জগতের দীন দুঃখী রুগ্ন ভগ্নহৃদয় পাপী তাপী সকলকে লইয়া মায়ের চরণ ঘেরিয়া নৃত্য গীত ও মহোৎসব করিতে হয়। মহাপূজায় অনেক হৃদয়ের তার মিলিত করিয়া বাদ্য করিতে হয়, অনেক প্রাণের প্রস্ফুটিতপুষ্প অঞ্জলি অঞ্জলি দেবতার চরণে দিতে হয়, অনেক আত্মার নৈবেদ্য মহাদেবীর চরণে সজ্জিত করিতে হয়, আর অনেক আত্মবলিদান দ্বারা এ পূজা সমাধা করিতে হয়। কাম, ক্রোধ লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা পশুদিগকে বলি দিতে হয়। আমরা কতদিনে এ মহাপূজার জন্য প্রস্তত হইতে পারিব? শত শত ভক্তপ্রাণ একযোগে মহাপূজা করিতে পারিলে নিশ্চয়ই শুভ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইবে—পরমাত্মার সহিত আত্মার শুভ সম্মিলন—উপাস্য দেবতার চক্ষের সহিত উপাসকের কেবল চক্ষের মিলন নয়, প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়া মহাজীবন সঞ্চারিত হইবে।

আমাদের মহোৎসবের ফল উপাস্য দেবতার সহিত উপাসকের প্রাণের মিলন হইলে তাঁহার সকল সন্তানের সহিত প্রেমের মহামিলন হইবে। পবিত্র শান্তির জল শান্তিময় দেবতা সকলের মস্তকে—সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিবেন, তনু মন জীবন শীতল হইবে—সংবৎসরের সম্বল পাইয়া সকলে ধন্য হইব।

আমাদের মহোৎসবের জননীকে উৎসবান্তে আমরা বিসর্জ্জন দিব না, কিন্তু আমাদের প্রাণে, আমাদের গৃহে এবং আমাদের সমাজে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব। উৎসবের দেবতা আমাদের মনের আশা ও প্রাণের সাধ পূর্ণ করুন্।

মূক-বধির বিদ্যালয়ের পারিতোষিক।

গত ২৯ শে ফেব্রুয়ারি কলেজস্কোয়ারে হায়ার ট্রেণিং সোসাইটীর সুসজ্জিত বৃহৎ গৃহে কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণ-কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হয়। অনরেবল উডবরণ সস্ত্রীক সভাপতির কার্য্য করেন। দেশী বিদেশী অনেকগুলি ভদ্রলোক ও মহিলা সভাস্থল বিভূষিত করেন। প্রথমে বাঙ্গালায় ঈশ্বরের করুণা বিষয়ে একটী সঙ্গীত হয়, পরে সম্পাদক বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। তাহাতে দেখা যায়, বিদ্যালয়ে ২১ টী ছাত্র ও ২ টী ছাত্রী শিক্ষা লাভ করিতেছে; ওষ্ঠ সঞ্চালন দর্শনে কথা পাঠ করা ও তাহার উচ্চারণ করা, পুস্তকপাঠ, লেখা, অঙ্ক, ড্রইং, কলে সেলাই, এন্‌গ্রেবিং (ছবি খোদা) ও স্বর্ণকারের কার্য্য ছাত্রেরা এই সকল শিখিতেছে। বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক বাবু যামিনী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে বোবা-কালাদিগের অধ্যাপনার উপযোগী শিক্ষা এক বৎসরকাল সমাধা

করিয়া উহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমেরিকায় গিয়াছেন, আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। বিদেশীয় অনেক হিতৈষী মহোদয় ও মহিলা বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে সাহায্য দান করিতেছেন। খিদিরপুরের এক বিধবা নারী ৬০০০ টাকা দিয়া এই বিদ্যালয়ের একটী স্থায়ী ফণ্ড করিয়া দিয়াছেন। গতবর্ষে বিদ্যালয়ের জন্য ৩ হাজারেরও অধিক ব্যয় হইয়া ব্যাঙ্কে প্রায় ৩ হাজার টাকা জমা আছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী মাসিক ১০০, শোভাবাজার দাতব্য সভা মাসিক ১০, ভবানীপুর ওয়ার্ড এষ্টেট বার্ষিক ৫০ টাকা দিয়া থাকেন। আরও অনেক দয়াশীল মহাত্মার নিকট মাসিক বা বার্ষিক দাতব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদ্যালয়ের একটী গৃহের অত্যন্ত অভাব, তাহার জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। অতঃপর বোবা কালারা কিরূপ কথা কহিতে ও বুঝিতে পারে, সর্ব্বসমক্ষে তাহার পরীক্ষা প্রদর্শন হয়। তাহারা আপনাদের নাম, পিতার নাম, নানা বস্তুর নাম করিল, পরস্পর কথোপকথন করিল, অঙ্ক কসিয়া দেখাইল। তাহাদের অঙ্কিত সুন্দর চিত্র সকল প্রদর্শিত হইল। পরে একটী ছাত্র নিম্নলিখিত কবিতাটী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিল :—

আমরা।*

আজি কি সুখের দিন,
 "বোবা ছেলে" কথা কয়,
দয়াময়ী মা'র বরে
 সকলি সম্ভব হয়!
কে জানিত, পোহাইবে
 আমাদের কাল রাতি,
কে জানিত উজলিবে
 এমন সৌভাগ্য-ভাতি!
আমরা কহিব কথা,
 শিখিব মানব-ভাষা,
স্বপনে কখনো মনে
 আসেনি এমন আশা!
তোমারি আশীষে সত্য
 জগত-জননি! আজি,
কহিতে, শিখিতে কথা
 আমরা এসেছি সাজি!!
চারি দিকে কোটি প্রাণ
 উঠিয়াছে উথলিয়া,
স্নেহের নির্ঝর বহে
 কত ঢেউ ছুটাইয়া!
"দেবতা" কাহারে বলে
 দেবতা মানবগণ,
না হলে অভাগা-তরে
 কেন এত আয়োজন?
পেয়ে এ মমতারাশি
 গিয়াছি অবাক্ হয়ে,
কৃতার্থ হয়েছি মাগো!
 তব নাম মুখে লয়ে!

* আমরা—বোবা কালা ছেলেরা।

মারে ডাকি—বাপে ডাকি—
ডাকি সুখে ভাই বোনে,
সকল জীবন আজি
ভাবিতেছি মনে মনে!
লেখিকা শ্রীমা—

প্রদর্শনের পর বিবী উডবরন্ স্বহস্তে বোবা কালাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন এবং তাহারা নমস্কার-পূর্ব্বকএকে একে নম্রভাবে পারিতোষিক গ্রহণ করিতে লাগিল। পরে নিম্নলিখিত মর্ম্মে ৩ টী প্রস্তাব যথাক্রমে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল। (১) যে সকল হিতৈষী মহাত্মা যে কোন প্রকারে বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতেও তাঁহারা সাহায্য করেন, এজন্য অনুরোধ করা হয়। বিচারপতি ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবক, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন পোষক। (২) বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। রেবরেণ্ড হোয়াইটহেড, এম এ, প্রস্তাবক, রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, এম এ, পোষক। (৩) বিদ্যালয়ের একটী গৃহনির্ম্মাণার্থ সাধারণের সহায্য প্রার্থনা করা হয়। রেঃ ডাক্তার কে, এস ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড প্রস্তাবক, বাবু বিপিন চন্দ্র পাল পোষক। অবশেষে মাননীয় সভাপতি বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া নগদ ১০০ টাকা সম্পাদকের হস্তে প্রদান করেন। সভাপতি ও বিবী উডবরণ এবং সমাগত সভাজনদিগকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

নূতন সংবাদ।

১। বিগত শুক্রবার রাজা বিনয়কৃষ্ণ সস্ত্রীক ছোট লাট্ বাহাদুরকে নিজভবনে আমন্ত্রিত করিয়া আনিয়া তাঁহাদের যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করেন। সস্ত্রীক ছোট লাট বাহাদুর এবং নিমন্ত্রিত দেশীয় ও অন্যান্য ইউরোপীয়গণের প্রীতিসাধনার্থ রাজা বাহাদুর কোনরূপ আয়োজন অনুষ্ঠানের ত্রুটি করেন নাই।

২। লাহোরের ভাই শান্তরাম সংস্কৃত বিদ্যালয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। মান্দ্রাজ দেশীয় মহিলাদিগের জন্য একটি সভা (ক্লব) এবং একটি উদ্যান স্থাপনের কথা হইতেছে। ঐ দুই স্থানে পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। স্ত্রী-লোকেরাই ব্যায়াম ও বায়ু সেবন করিবেন।

৪। প্রিন্স বিসমার্কের পুত্র কাউন্ট বিসমার্ক ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সম্প্রতি সিংহলে পঁহুছিয়াছেন, তথা হইতে ভারতে আসিবেন।

৫। মহারাজ গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর রঙ্গপুরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাটী নির্ম্মাণার্থ এককালে ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

সমালোচনা।

১। অমরবালা—শ্রীঈশানচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৵৹ আনা। কিরণবালা নাম্নী একটী ৭ বৎসরের বালিকার সুন্দর চরিত বর্ণিত হইয়াছে। মুকুল অবস্থায় যাহা হইতে এত সৌরভ বিস্তারিত হইয়াছিল, না জানি ফুটিলে তাহা কত মনোহর হইত! অমরবালা স্বর্গের উদ্যানেরই উপযুক্ত।

বামারচনা।

ভারত মাতার আদুরে ছেলে।

১

ওরে মোর যাদুমণি, বাহিরে যেও না ধন!
এ ছিন্ন আঁচলখানি, তোমারিত আবরণ,
রাখিব ইহাতে ঢেকে বেঁচে থাকি যতক্ষণ,
ওরে মোর যাদুমণি, বাহিরে যেও না ধন।

২

কালি ও কলম আছে, কাগজ সুলভ ভারি,
ঘরে বসি কর বাপ! গর্ব্বভরে জুরি জারি,
"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" রাখহ মুখস্থ করি,
গত ভ্রাতাদের বীর্য্য রাখহ স্মরণে ধরি।

৩

এ শুকানো বুকে মোর বসো বসো যাদুমণি,
ননীর পুতুল মম ওরে বিলাসের খনি!
সোহাগ আদরে নাম রাখিয়াছি 'চারু' 'ননী'
"যুধিষ্ঠির" "বীরসিংহ" ও অসভ্য নাম গণি।

৪

পূর্ণ অবয়বে লক্ষ্মী বাণিজ্যে করুন বাস,
অথবা অর্দ্ধাঙ্গী হ'য়ে সহাস্যে দেখুন চাষ,
এবে বাছা! তার মম কিছু মাত্র নাহি আশ,
আমি চাহি টেরী, দাড়ী, চোখ-ঢাকা মৃদুহাস।

৫

পাশ্চাত্য ভগিনী মোর রাজরাজেশ্বরী তিনি,
যদিও অভাগ্যবতী মাতা তোর কাঙ্গালিনী,
তবু এ কাঙ্গাল-কোলে আয় বিলাসের খনি,
হ্যাট, কোট প্যাণ্টুলানে সাজাইব যাদুমণি!

৬

ভাগ্যবতী রাজরাণী ভগিনীর পুত্র প্রায়
সাহেব সাজাব তোরে আয় যাদু কোলে আয়,
সুগন্ধি এসেন্স দিয়া সৌরভিত করি কায়,
বুট, ষ্টকিং পরাইয়া দিব ও কোমল পায়।

৭

বিজ্ঞান, বীরত্ব, ধর্ম্ম, যাগ যোগ রাজনীতি
বই পাতে লেখ, পড় সমাজ সংস্কার বিধি,
লিখ দেখি এ কাগজে ছাপিঠে প্রণয়-গীতি—
লেখ, পড় ধরনাকো দুরন্ত ছেলের রীতি।

৮

সাহেব ভ্রাতারা তোর বড়ই দুরন্ত ছেলে,
বিচূর্ণ করিছে কত উত্তুঙ্গ পর্ব্বত ঠেলে,
শোনে না মায়ের কথা না থাকে মায়ের কোলে,
দুরন্ত সাগর ভেদি যথা ইচ্ছা যায় চ'লে।

৯

তবে কি তাদের মা'র পরাণে মমতা নাই,
নিজের সুখের তরে সন্তানে নিয়োজে তাই?
তোরা আদরের ছেলে, যদি ও খেতে না পাই
তবুও আমার কোলে আছেত বিস্তর ঠাঁই।

১০

রাঙ্গা টুক্‌টুকে বৌ এনে দিব ওরে ধন,
বিস্তর চাকরগিরি জুটাইব অনুক্ষণ,
ইনকম্ ট্যাক্‌স দিয়া বেঁচে যাবে যেই ধন,
তাহার আধেক পাবে সেকরা খলুপেগণ।

১১

বিনামা-বিক্রেতা, শুঁড়ি, সুগন্ধি-বিক্রেতা সবে,
একেবারে ফাঁকি দিলে ধর্ম্মে ভর নাহি সবে।
বয়ুয়ে ও দাস দাসী তব মুখ চেয়ে র'বে,
চাকরীর কড়ি তব না পেলে যে কত ক'বে।

১২

বিলাতী কুকুরগুলি পুষো যাদু সযতনে,
আচর বিলাতী পাপ বসি মম হৃদাসনে।
আফিস ও অন্তঃপুরে সেবা ক'র একমনে,
তাস, দাবা খেলো যাদু ল'য়ে যত সঙ্গিগণে।

১৩

গুড়ুকে কি কাজ ম্যাচে খাড়ুসাই খেলে হ'বে
মুরগী মটন ঘৃতে রাজে লোকে কিছু ক'বে,
বারাণসী সাটিন কি না কিনিলে মান র'বে?
সি, এস, আই উপাধিটা তাও ত লইতে হবে।

১৪

দেশী শিল্পীদের মাথা চিবাইয়া খাও ধন!
আমার শোণিত শুষে লউক বিদেশীগণ;
তোমরা এ শুষ্ক বুকে কর বসি আস্ফালন,
ওরে মোর যাদুমণি বাহিরে যেও না ধন!

শ্রীকু, রা।

সন্ধ্যা-তারা।

ঐ যে উঠিল তারা ঐ কি আমার সেই?
হৃদয়-উদ্যানে মম যদি বা ফুটিল ফুল,
রবি-কর না পশিতে অমনি শুকায়ে গেল,
না বহিতে স্নিগ্ধ বায়ু সুরভি বিলীন হল,
হৃদয় শ্মশান হল, আকুল হইল প্রাণ,
বৃথা এ সংসারে করে কুহক সুখের ভান,
সংসারি দুঃখেতে জরা, কে সুখী কোথায় আছে?
কৈ সুখ কোথা আছে, অথবা ফুরায়ে গেছে,
কেনবা পাইনু তায়, পাইয়া হারানু হায়!
কোমল কুসুম রেণু অকালে ঝরিল ভূঁয়ে,
আমার সুখের ধারা অমনি মিশিল তায়,
হৃদয়-পল্লব মম অমনি পড়িল নুয়ে।
আকুল ব্যাকুল হয়ে কাঁদিতেছি যার তরে,
কই সে দিল না দেখা—ভুলিয়াছে একেবারে
মায়ের হৃদয়তন্ত্র আমাদের সুখহার,
যত দিন রব বেঁচে তারে কি পাব না আর?
কাকলী ঝঙ্কার জিনি তাহার মুখের বাণী,
ডাকিত মধুর স্বরে করিত সুধার ধার,
নবীন অরুণ-আভা বরণ আছিল তার।
ঐ যে সন্ধ্যার তারা ঐ কি আমার সেই,
ভাবিতে পারি না আমি "শৈল" যে আমার নেই।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী।

No. 375. April 1896.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৫ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩০২—এপ্রেল, ১৮৯৬। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শোভাবাজার দাতব্য সভা—ইহার দ্বাদশবার্ষিক সভায় অনেক গণ্য মান্য লোক উপস্থিত হন এবং ছোট লাটের প্রধান সেক্রেটারী কটন সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন। গত বৎসর এই সভার আয় ৩৮৬২ ৸৵১৫ এবং ব্যয় ৩৮৪৪৷৴৯ হয়। সভার হস্তে ৪ সহস্র টাকা মজুত আছে। এই সভা হইতে বিধবা, অনাথ, দরিদ্র ছাত্র প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দয়ার পাত্রকে সাহায্য করা হয় এবং দান বিষয়ে কলিকাতা ও মফঃস্বলে প্রভেদ নাই। এরূপ উদার শুভকার্য্যে দেশহিতৈষীমাত্রেরই সহায়তা করা আবশ্যক।

কুমারী কব—ব্রহ্মবাদিনী মিস্ ফ্রান্সিস পাউয়ার কব ৭৩ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ৭৪ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম, নীতি ও দর্শন সম্বন্ধে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লণ্ডনের দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্যে স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিনিই প্রথমে বৃত হন। জগদীশ ইঁহাকে দীর্ঘজীবিনী করুন্।

দান—(১) বাই দিনবাই পেটিট বোম্বাই নগরে এক "সাধারণ গৃহ" নির্ম্মাণার্থ তত্রত্য মিউনিসিপালিটীর হস্তে ৫ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। (২) খাঁটুরা দরিদ্রালয়ের সাহায্যার্থ তত্রত্য দুইটী হিন্দু বিধবা ১০০০ টাকা মূল্যের একখানি বাটী দান করিয়াছেন এবং মাসিক ৪৫৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিয়া থাকেন। এরূপ ধর্ম্মশীলা রমণীগণ যথার্থ প্রশংসার্হ। (৩) রঙ্গপুরের মহারাজ গোবিন্দলালের দান প্রসিদ্ধ। তিনি সম্প্রতি রঙ্গপুরের

ডাক্তারখানার জন্য ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

রাজপ্রতিনিধির সিমলা যাত্রা—গত ২৭এ মার্চ্চ লর্ড এলগিন সস্ত্রীক কলিকাতা হইতে বিদায় লইয়াছেন। ইঁহারা এলাহাবাদ, বেরিলী, হরিদ্বার, সাহারণপুর প্রভৃতি দর্শন করিয়া সিমলায় উপনীত হইবেন।

রুষ সম্রাটের অভিষেক—আগামী মে মাসে মস্কৌ সহরে রুষ সম্রাটের অভিষেকের মহা আয়োজন হইতেছে। এতদুপলক্ষে অন্যূন ৪ লক্ষ লোকের সমাগমের সম্ভাবনা।

শিশুমুখ-চুম্বন—ইহা অতি সুখকর কার্য্য হইলেও ইহাতে শিশুদিগের শরীরের অনেক অনিষ্ট হয়। ফিলাডেলফিয়ার এক দল মার্কিণ রমণী এ প্রথা রহিত করিবার জন্য এক সভা স্থাপন করিয়াছেন।

কুম্ভীরপালন—কুম্ভীরের চর্ম্ম ও দন্ত বিক্রয়ে বহুল লাভ হয়, এই জন্য আমেরিকার ফ্লোরিডার অধিবাসিগণ কুম্ভীর পালন করিয়া থাকে। ১৮৮০ হইতে ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত তাহারা প্রায় ২০ লক্ষ কুম্ভীর মারিয়াছে। কুম্ভীরবংশের লোপ না হয়, এই জন্য তাহাদের বড়ই প্রয়াস।

বিজ্ঞানে মহিলা—কুমারী সোরাবজী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস সি (B. S. C.) পরীক্ষায় সম্প্রতি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ভারত মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি পাইলেন। স্ত্রীলোকেরা কোন্ বিদ্যাশিক্ষায় অক্ষম ?

বসন্তলক্ষ্মী।

যাঁহারা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, "বসন্তলক্ষ্মী" এই অমৃতায়মান শব্দটী যে কতবারই তাঁহাদিগের নয়নপথে নিপতিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসাধ্য। কিন্তু তন্মধ্যে কত জন মূর্ত্তিমতী বসন্তলক্ষ্মী প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, তাহাও বলা যায় না। আবার দর্শকগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কি ভাবে দর্শন করিয়াছেন, তাহাও নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চক্ষুতে ঐ লক্ষ্মী যে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন, তাহা নিশ্চিত। কেননা "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।"

সম্প্রতি বসন্তকাল উপস্থিত। কৃত্রিম পদার্থে পরিপূর্ণ নগর রাজধানীর বহির্ভাগে আজ কাল বসন্তলক্ষ্মী বিরাজমানা। যাঁহারা এক্ষণে নগরাদির বাহিরে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারাই বসন্তলক্ষ্মীর জগন্মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেছেন। আমরা আজ কাল ঐ সুরসুন্দরীর যেরূপ মাদকময়ী মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিতেছি, ইচ্ছা করে, সেই রূপের

আলোক-চিত্র নগরবাসিগণের নয়নোপরি ধারণ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, লেখনীতে সে চিত্র নির্ম্মাণের শক্তি নাই। তথাপি যে চেষ্টা করিতেছি, তাহা মদোন্মত্তের উচ্ছৃঙ্খল চেষ্টাবৎ। কেননা নয়নদ্বারে বসন্তলক্ষ্মীর রূপাসব পানে আমরাও উন্মত্ত হইয়াছি। বাতুল প্রলাপ জন্য পাঠক পাঠিকার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বসন্তলক্ষ্মী, তরুগণের তরুণ পল্লব, নবদূর্ব্বা, তিসি ছোলাদির হরিদ্‌শুভ্র-রূপ বসন পরিয়াছেন। ঐ বসনে কনক চাঁপা, কাঞ্চন, শিরীষ, শমী, শ্যামা, জবা, মাধবী, পলাশ ও ঝাটির বুটিকাটা। মধ্যে মধ্যে মলয়ানিলে তরঙ্গায়িত। স্থানে স্থানে পুরাতন ইট্ ও খোয়ার পাঁজা, নানাবিধ কুসুমিত তরুলতায় আচ্ছন্ন। দেখিলে বোধ হয়, নয়নাভিরাম কারুকার্য্য নানা ভাব বিলাসে বসন্তলক্ষ্মীর বিশাল বক্ষে শোভা পাইতেছে।

স্থানে স্থানে নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ তরু সকল কনকাভ আলোক লতায় আচ্ছন্ন; এমন নিবিড়রূপে আচ্ছন্ন যে, তরুর একটী পত্রও নয়নগোচর হয় না। কোন গাছ, পীতাভ বাল-পল্লবে সমাচ্ছন্ন। ঐ সকল দেখিয়া বোধ হয়, বসন্ত-লক্ষ্মী, বসন্ত-বিলাসিনী হিন্দুস্থানি কামিনীদিগের ন্যায় বসন্ত রঙ্গের ওড়না ধারণ করিয়াছেন।

স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ কুসুমিত অসংখ্য মন্দার তরু লোহিতাভায় দিক্ রঞ্জিত করিয়া অতুল শোভা বিস্তার করিতেছে। তদ্দর্শনে বোধ হইল, বসন্তলক্ষ্মী স্বীয় কণ্ঠে পারিজাতের মালা ধারণ করিয়াছেন।

যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই অপরিমিত মুকুলে আচ্ছন্ন সহকার তরু;—মুকুলের এমন ঘন সন্নিবেশ যে, আম্রের পত্রগণ প্রায় অদৃশ্য। তদ্‌দৃষ্টে বোধ হইল, বসন্তলক্ষ্মী সহকার-পত্ররূপ মরকত-শ্যাম কেশজালে কবরী বন্ধনপূর্ব্বক তাহাতে চ্যুতমুকুলের চূড়া ও সীমন্তে সিমুলফুলের সিন্দুর পরিয়াছেন। শাল্মলী বৃক্ষে একটী মাত্রও পত্র নাই, কেবল আপাদমস্তক লোহিতোজ্জ্বল বর্ণের কুসুম শোভা পাইতেছে, তাহাকে বসন্ত-লক্ষ্মীর সীমন্ত-শোভী সিন্দুর ভিন্ন আর কি বলিব?

স্থানে স্থানে মাধবী, মালতী প্রভৃতি লতাজালে সহকারাদি সুন্দররূপে জড়িত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া বোধ হইল, বসন্তলক্ষ্মী দড়াগোট্ বা মেখলা পরিয়াছেন!

চতুর্দ্দিকে শিরীষ বৃক্ষে অজস্র ফল পাকিয়াছে। শিরীষের ফল শিম্বীজাতীয়, দীর্ঘাকার ও স্বর্ণবর্ণ। দেখিলে, বসন্ত-লক্ষ্মীর বাহুমূলস্থ স্বর্ণতাবিজ বলিয়া বোধ হয়।

চারি দিকে অগণ্য তিন্তিড়ী, বাবলা ও বিল্ববৃক্ষে অপরিমেয় ফল শোভা পাইতেছে। তিন্তিড়ী ও বাবলা, উভয়ের ফলই শিম্বীজাতীয় ও গ্রন্থিল,—দেখিলে

বোধ হয়, বসন্তলক্ষ্মী, চরণ যুগলে মনোহর মঞ্জীর ধারণ করিয়াছেন। বিল্বফল এক এক বৃন্তে তিন চারিটী দোদুল্যমান,—যেন বসন্তলক্ষ্মীর অনন্ত, তাঁবিজ, যশোম্ প্রভৃতি করাভরণের থোপ্ ঝুলিতেছে।

যে দিকে দৃষ্টিপাত করি,—অসংখ্য কুল-বৃক্ষ, পীতাভ পক্বফলে অবনত, বসন্তলক্ষ্মীর বসন-কোটক (১) রূপে প্রতীয়মান।

এখন, পীড়াদি কারণ ব্যতিরেকে কেহই করে বা কণ্ঠে মাদুলি ধারণ করেন না; কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে বালক, বালিকা, যুবতী, গৃহিণী সকলের অঙ্গেই মাদুলি একটী সুন্দর আভরণরূপে দৃষ্ট হইত। বসন্তলক্ষ্মী চিরজীবনা ও স্থির-যৌবনা হইলেও সেকেলে মেয়ে,—এজন্য দেখিলাম, করে, কণ্ঠে, কটিতে বিলাতি-কুল, হরীতকী প্রভৃতির অনেক মাদুলী ধারণ করিয়াছেন।

কর্ণে জবাফুলের ইয়ার রিং, ঝুমকো-লতার ঝুমকো; রঙ্গন বিশেষের মাকড়ি; করাঙ্গুলিতে আঙ্গটিফুলের অঙ্গুরীয়ক এবং চরণাঙ্গুলিতে পাশুলী ফুলের পাশুলী পরিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন।

বসন্তলক্ষ্মী কখন বাতবিচ্ছিন্ন কদলী-পত্ররূপ অলকাবৃত, শিমুলরূপ-সিন্দূর-পুঞ্জোজ্জ্বল, বাসন্তী পূর্ণিমায় পরিণত শশধর বদনের শোভাঞ্জন, বাকস-কুন্দকোরকরূপ দশন বিকাশপূর্ব্বক হাস্য করিতেছেন,—সে হাসির বিশদ শুচি শোভায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছে। সে মধুবর্ষী হাসির মধুগন্ধে মধুপ পতঙ্গকুল আকুল হইয়া গগনাঙ্গনে বিলুণ্ঠিত হইতেছে।

কখন বা মস্তকে খর্জ্জুর-শাখার চূড়া বাঁধিয়া নলিকারূপ বংশী বাদন করিতে-ছেন,—সে বংশীর অপর প্রান্তে "টস্ টস্" করিয়া অধরামৃত ক্ষরিতেছে, কত বিহঙ্গ,—কত ভুজঙ্গ,—কত শৃগাল উদ্ধমুখী,—কত নকুল সে অধরামৃত পানে আকুল হইয়া আনন্দ-কোলাহল করিতেছে। সে বংশীতে কোকিল, পাপিয়া, ভ্রমর, মধু-মক্ষিকা প্রভৃতি বসন্ত বিহঙ্গ ও পতঙ্গের কলধ্বনি বাজিতেছে। নিঃশ্বাস-পবনে বাসন্তী কুসুমের গন্ধ ছুটিতেছে। সে গন্ধে জীবকুল উদ্ভ্রান্ত হইতেছে। বিহঙ্গকূজনে বসন্তরাগের ছায়া পড়িয়াছে,—সে রাগে বিষয়ীর বিষয়-বিরাগ জন্মিতেছে। এত সৌন্দর্য্য,—এত মাধুর্য্য—এত মধু—এত অমৃত—কোথা হইতে—কাহার জন্য আসিতেছে,—সেই বিষয়-বিরত পবিত্র চিত্তের উপর দিয়া এই ভাবের স্রোত বহিয়া যাইতেছে !!

---

(১) অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, মথুরা বৃন্দাবন অঞ্চলের রমণীগণ ওড়না ব্যবহার করেন। অনেকের ওড়নার প্রান্তে স্বর্ণের বা রৌপ্যের বর্ত্তুলাকার কাঁটি গ্রথিত থাকে, তাহার নাম কোটক।

বেদ।

বেদ চারিভাগে বিভক্ত :—যথা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব। বেদশাস্ত্র ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম এতদুভয়-প্রতিপাদক। এই বেদশাস্ত্র প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা— মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ঋক্, যজু ও সাম এই তিনকে মন্ত্রভাগ বলে। যে সকল মন্ত্র শ্লোকবৎ, পাদবদ্ধ এবং ছন্দোবিশিষ্ট, তাহাদিগকে ঋক্; যে ভাগ স্বরাদি-সংযোগে গীত-বিশিষ্ট, তাহাকে সাম; এবং যে ভাগ উক্ত দুই প্রকার হইতে পৃথক্, তাহাকে যজুঃ বলে; যেহেতু তাহা ছন্দোবিশিষ্ট, পাদবদ্ধ অথবা স্বরসংযুক্ত গীত-সমন্বিত নহে।

বেদশাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগ যে ব্রাহ্মণ, তাহা তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম বিধি-রূপ, দ্বিতীয় অর্থবাদ, এবং তৃতীয় উভয় হইতে স্বতন্ত্র, অর্থাৎ না বিধি, না অর্থবাদ।

বিধি চারি প্রকার; যথা—উৎপত্তি-বিধি, অধিকার-বিধি, বিনিয়োগ-বিধি এবং প্রয়োগ-বিধি।

বেদোক্ত যাগ প্রভৃতি কর্ম্মের স্বরূপ-বোধক বাক্যের নাম উৎপত্তিবিধি; যাগাদির ফল-সম্বন্ধ-বোধক বাক্য অধিকার বিধি; কর্ম্মের অঙ্গ-সম্বন্ধবোধক বাক্য বিনিয়োগবিধি এবং উক্ত ত্রিবিধ বিধির ঐক্যের নাম প্রয়োগবিধি।

অর্থবাদও এক প্রকার বিধিস্বরূপ। ঐ অর্থবাদ তিন প্রকারে বিভক্ত, যথা— গুণবাদ, অনুবাদ, এবং ভূতার্থবাদ। যাহাতে অপর প্রমাণের বিরুদ্ধ অর্থ বুঝা যায়, তাহা গুণবাদ; যাহা প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত অর্থকে বুঝায়, তাহার নাম অনুবাদ; এবং প্রমাণান্তরের সহিত বিরুদ্ধ কিম্বা তৎপ্রাপ্তিবর্জ্জিত অর্থ ভূতার্থবাদ।

উপরি-উক্ত ব্রাহ্মণভাগে অপর একটী স্বতন্ত্র ভাগ আছে, তাহাকে বেদান্ত বলে। তাহা উপনিষদ শব্দেও কথিত হয়। সেই ভাগ কেবল পরব্রহ্মের প্রতিপাদক। যদিও তাহা বিধি ও অর্থবাদ, এই উভয় হইতে স্বতন্ত্র, তথাপি বেদবিদ্‌গণ তাহার ভাগবিশেষকে বিধি বলিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে অর্থবাদের মধ্যেও তাহার গণনা আছে।

মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দ্বিবিধ স্বরূপ সমুদায় বেদ, কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধক হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড হইতে ধর্ম্ম ও কাম সিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং ব্রহ্মকাণ্ড হইতে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয়।

অথর্ব্ববেদ কর্ম্মবিষয়ে উপযোগী নহে, উহাতে শান্তিক, পৌষ্টিক, আভিচারিক এবং আদি কার্য্যই প্রতিপন্ন হয়।

অথর্ব্ববেদের অঙ্গ যে আয়ুর্ব্বেদ তাহা

অষ্টভাগে বিভক্ত, যথা,—শল্যতন্ত্র, শাকল্য-তন্ত্র, কায়চিকিৎসা-তন্ত্র, ভূত বিদ্যাতন্ত্র, কৌমার ভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, এবং বাজীকরণ তন্ত্র।

পূর্ব্বে বেদ (একলক্ষশ্লোকাত্মক অর্থাৎ যাহাতে দ্বাত্রিংশ লক্ষ অক্ষর আছে) একখানি গ্রন্থ ছিল। ভগবান্ বেদ-ব্যাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, কলির প্রাদুর্ভাবে ব্রাহ্মণগণ অল্পবীর্য্য হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ধারণাশক্তি ক্রমশই হীন হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব-কার ব্রাহ্মণেরা যেরূপ সমস্ত বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিতেন, এক্ষণে আর সেরূপ পারেন না। অতএব তিনি স্থির করিলেন যে, এক এক শিষ্য বেদের এক এক অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলে সমুদায় বেদ রক্ষা পাইতে পারিবে। অনন্তর তিনি সম্পূর্ণ বেদ চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন; এবং চারিজন শিষ্য গ্রহণ করিয়া, প্রথম শিষ্য পৈলকে ঋক্-বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। ভগবান্ বেদব্যাসের পঞ্চম-শিষ্যের নাম লোমহর্ষণ। তিনি বেদ-ব্যাসের নিকটে ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন করেন।

বেদব্যাসের প্রথম শিষ্য পৈল বেদরূপ বৃক্ষের ঋগ্বেদরূপ শাখা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমিতি ও বাস্কল নামক শিষ্যকে এক এক সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। হাপরমালির রস নালীঘায়ের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। পানসিউলির কাঁচা পাতা নালীঘায় উপর বসাইয়া শুকাইলে বদলাইয়া দিবে। এইরূপে তিন চারি দিন দিলে ঘা আরাম হয়।

২। পুরাতন ঘরের জরা খড় অঙ্গুলি দিয়া ধূলীবৎ করিয়া অনেক দিনের পুরাতন নালী ঘায় লাগাইয়া দিলে উহা সারিয়া যায়।

৩। ধুনা, বিশুদ্ধ গন্ধক, সোহাগা, নিছিরি, এই সকল দ্রব্য সমভাগ করিয়া লইবে, পরে চূর্ণ করিয়া জলের সহিত একত্রিত করিয়া উত্তম প্রকারে মর্দ্দন করিবে। তিন চারি দিবসের মধ্যে কুরচি দদ্রু আরাম হয়।

৪। শিশুদিগের জাড়ি ঘাতে জাতি-ফুলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া, সেই ঘৃত ক্ষত-স্থানে ৫।৭ বার দিবে। কিম্বা ভেড়ার দুগ্ধ ২।৪ ফোঁটা ২।৪ বার ঘায় লাগাইলে, কিম্বা সোহাগা আগুনে খই করিয়া, তাহার অল্পভাগ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘায় দিলে, অথবা রসমাণিক মধুর

সহিত ঘষিয়া, মুখের জিহ্বায় বা ওষ্ঠের ঘায়ে দিলে শীঘ্র ঘা আরাম হয়।

৫। পুরাতন ঘৃত এক পোয়া লইয়া পরে মনসা গাছের ডালের শাঁস এই ঘৃতে ভাজিতে হইবে। যখন দেখিবে এই শাঁস লাল রং ধরিয়াছে, তখন নামাইয়া একটী নিম্বকাষ্ঠের ঘোঁটনা দ্বারা এই ঘৃত সাত দিন ঘুটিতে হইবে। যখন দেখিবে যে, উহা আটা আটা হইয়াছে, তখন উহা ২।৩ দিন নালী ঘায়ে লাগাইলে ঘা আরাম হইবে।

৬। অশ্বথ গাছের শুকনা ছাল, শুকনা খোলায় ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া, পরিষ্কার নেকড়ায় ছাঁকিয়া কাঁকি করিবে। সেই কাঁকি ২।৩ দিন নালী ঘায়ে দিলে ঘা আরোগ্য হইবে।

৭। কড়া রকম হিঙ্গলী দোক্তা তামাক রৌদ্রে শুকাইয়া কাঁকি করিয়া নেকড়ায় ছাঁকিবে। এই কাঁকি নালী ঘায়ে দিলে ঘা ভাল হইবে ও পোকা মরিয়া যাইবে।

৮। ঘুঁটে দিয়া চুলকাইয়া দাদে মহিষের রক্ত দিলে, মহিষে দাদ ভাল হয়।

৯। ঘুরঘুরে ঘায়ে পোকা হইলে, পচা মানের ডাঁটা ও মাখন একত্রে বাটিয়া ঘায়ে প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে বসিলে, সমস্ত পোকা বাহির হইয়া ঘা শুষ্ক হইয়া যায়।

১০। কাচমাচি, চাকুন্দেবীজ, কুড় ও পিপুল ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ধবল রোগ নষ্ট হয়।

১১। চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধবলবণ, শ্বেত সর্ষপ ও বিড়ঙ্গ এই সমুদয় কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু ও ছুলি আরোগ্য হয়।

১২। সোঁদাল পাতা কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু, ছুলি ও কিটিক নামক কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

১৩। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, চাকুন্দবীজ, শ্বেত সর্ষপ, ডাকরঞ্জবীজ, হরিদ্রা ও আকন্দপত্র এই সমুদয় সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নাশ হয়।

১৪। দূর্ব্বা, হরীতকী, সৈন্ধব লবণ, চাকুন্দাবীজ ও তুলসীপত্র এই সমুদয় দ্রব্য কাঁজি ও ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডু ও দদ্রুর শান্তি হয়।

১৫। সোমরাজ বীজ ৪ পল ও হরিতাল ১ পল, এই উভয় দ্রব্য লৌহ-পাত্রে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া প্রলেপ দিলে, পাদস্ফোট নিবারিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে ধাত্রীবিদ্যা।

গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর কর্ত্তব্য।

গর্ভসঞ্চার হইতে প্রসব পর্য্যন্ত সময়কে গর্ভকাল কহে। গর্ভাবস্থায় নারীগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া সর্ব্বতো-ভাবে আবশ্যক। সকলদেশীয়

চিকিৎসকগণই গর্ভাবস্থায় বিশেষরূপ সাবধান থাকিবার জন্ত বিস্তর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ঋষিগণ গর্ভাবস্থায় নারীগণের প্রতি অনেকগুলি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—গর্ভাবস্থায় রমণীগণ সতত উত্তম বস্ত্র পরিধান এবং অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিয়া সতত প্রফুল্লচিত্তা ও শুদ্ধচারিণী থাকিবেন। সুমিষ্ট, স্নিগ্ধ, হৃদ্য, দ্রব, লঘু, সংস্কৃত ও পুষ্টিকর দ্রব্যাদি ভোজন করিবেন। ব্যায়াম কিম্বা অপকৃষ্ট বিষয়ে মন দিবেন না। অতিরিক্ত আমোদ, রাত্রিজাগরণ, শোক, আরোহণ, বেগ ধারণ এবং উৎকট আসন পরিত্যাগ করিবেন। গর্ভিণী বিকৃতাকার, মলিন, কিম্বা হীনাঙ্গী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে না। দুর্গন্ধ আঘ্রাণ বা অপ্রীতিকর দ্রব্যাদি দর্শন করিবে না। শুষ্ক, পর্য্যুষিত কিম্বা অপক্ক অন্নাদি আহার করিবে না। উচ্চৈঃস্বরে কথা কিম্বা যে সকল কার্য্য করিলে গর্ভনাশের সম্ভাবনা তাহা পরিত্যাগ করিবে। গর্ভবতী নারী সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, তাহা প্রতিপালন করা অতীব কর্ত্তব্য।

সূতিকাগৃহ—কিরূপ স্থানে ও কিরূপ নিয়মে সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। এই সূতিকা-গৃহ-নির্ম্মাণ-দোষে অনেক স্থানেই বিস্তর শিশু নানা প্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া, অসময়ে জনক জননীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, সাধের সংসার অন্ধকার করিয়া, মাতার স্নেহপূর্ণ ক্রোড় শূন্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সূতিকা-গৃহ সম্বন্ধে প্রত্যেক গৃহস্থই নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় মনে রাখিলে অনেক প্রকার অনিষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

বাড়ীর মধ্যে যে স্থান উচ্চ এবং যথায় সর্ব্বদা উত্তমরূপ রৌদ্র লাগিয়া থাকে, ও বায়ু সঞ্চারিত হয়, এরূপ স্থলে সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

গৃহের মধ্যে ঠিক্ দ্বারের সম্মুখে শিশুর শয়নের ব্যবস্থা করা উচিত নহে। কারণ গৃহের মধ্যে যেরূপ গরম রাখা হইয়া থাকে, তাহাতে রাত্রিকালে হঠাৎ দ্বার খুলিলে বাহিরের শীতল বাতাস শিশুর শরীরে লাগিয়া রোগ জন্মাইয়া থাকে।

বর্ষা ও শীত কালের অস্বাস্থ্যকর বায়ু হইতে শিশুর দেহ রক্ষা করা আবশ্যক।

যে সকল গৃহস্থের অবস্থা ভাল এবং যাঁহারা অট্টালিকাদিতে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সূতিকা-গৃহের জন্ত বাড়ীর মধ্যে একখানি ভালরকম ঘর রাখা উচিত। উঠানে সামান্যরূপ গৃহ প্রস্তুত করা অপেক্ষা একখানি পৃথক্ গৃহে প্রসবের স্থান নিরূপণ করা যুক্তিসঙ্গত।

আমাদের দেশের প্রাচীন চিকিৎসকগণ সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অতি প্রশস্ত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন সুশ্রুত গ্রন্থে সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশিত আছে—

নবম মাস অবধিই গর্ভস্থ সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপযুক্ত কাল, অতএব নবম মাসের পূর্ব্বেই সূতিকা-গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

আট হাত দীর্ঘ ও চারি হাত বিস্তৃত এবং পূর্ব্ব কিম্বা দক্ষিণ দ্বারবিশিষ্ট, নিম্নলিখিত সর্ব্বপ্রকার উপকরণসম্পন্ন উপলিপ্ত ভিত্তিবিশিষ্ট ও মাঙ্গল্য-দ্রব্য-সংযুক্ত সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করা বিধেয়।

উপকরণ—বস্ত্র, আলেপন দ্রব্য, অগ্নি, জল, মলমূত্র ত্যাগ করিবার স্থান, ঘৃত, তৈল, সৈন্ধব, অগ্নি-সন্ধুক্ষণ কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যাদি সূতিকা-গৃহে সংগৃহীত রাখা আবশ্যক।

গর্ভস্রাব সম্বন্ধে সাবধানতা—যে সকল কারণে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইয়া থাকে, সেই সকল কারণ জানিয়া রাখা অতীব আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় দুরন্ত ছেলে গর্ভিণীর নিকটে রাখা উচিত নহে। কোন উচ্চ স্থান হইতে পতিত হওয়া, কোন ভারি বস্তু বলপূর্ব্বক উত্তোলন করা, সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বার বার উপর নীচে করা, গুরুতর পরিশ্রম করা, দূরদেশে ভ্রমণ কিম্বা যে সকল স্থানে সমস্ত শরীর অত্যন্ত আন্দোলিত হয় তাহাতে আরোহণ করা, অধিক রাত্রি-জাগরণ, নৃত্য, বিরেচন কিম্বা উগ্র ঔষধাদি সেবন, কোষ্ঠ পরিষ্কার সময়ে অত্যন্ত বেগ দেওয়া, অত্যন্ত মানসিক চিন্তা, এককালে পরিশ্রম বর্জ্জন, অধিক পরিমাণে মেদোজনক দ্রব্য ভক্ষণ, দিবানিদ্রা, অত্যন্ত কোমল শয্যায় শয়ন প্রভৃতি অনেক প্রকার কারণে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে চক্রদত্ত স্ত্রীরোগ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম মাস হইতে দশম মাস পর্য্যন্ত যে যে মাসে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, সেই সেই মাসে এই দুর্ঘটনাকালে যে সকল ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা লিখিত আছে, তাহা "পাঁচন ও মুষ্টি-যোগ" প্রবন্ধে উল্লিখিত হইবে।

যে সকল স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হইয়া থাকে, গর্ভস্রাবের সময় উপস্থিত হইলে বিশেষরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য অর্থাৎ প্রথম বারে যে সময়ে গর্ভস্রাব হইয়াছিল ঠিক্ সেইরূপ নিয়মিত সময় উপস্থিত হইলে গর্ভবতীকে কোন প্রকার শ্রমজনক কার্য্য আদৌ করিতে দেওয়া উচিত নহে। তাঁহাকে সর্ব্বদা শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে। বিশেষতঃ এই সময়ে সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা শারীরিক ও মানসিক চিন্তা হইতে বিরত থাকা আবশ্যক। শীতল জলে অবগাহন ও তদ্দ্বারা সামান্যরূপে গাত্রমার্জ্জনা করিলে উপকার হইতে পারে। ঘন ঘন গর্ভপাত হইলে স্ত্রীপুরুষে দীর্ঘকাল স্বতন্ত্র থাকা উচিত। প্রদরাক্রান্তা গর্ভিণীর গর্ভস্রাব হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। একবার গর্ভস্রাব হইলে আবার শীঘ্র গর্ভসঞ্চার না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। ফলতঃ

গর্ভসঞ্চার হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত একটু সতর্ক থাকিলে গর্ভস্রাব হইবার আশঙ্কা থাকে না। যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, প্রত্যেক গর্ভিণীকে সেই সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। এ দেশে যেরূপ অল্প বয়সে রমণীগণের গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে, তাহাতে লজ্জাবশতঃ অনেক গর্ভিণী কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন না। আবার যাঁহারা প্রতিপালনে প্রস্তুত, তাঁহারা হয়ত ঐ সকল নিয়মাদি আদৌ অবগত নহেন। গর্ভাবস্থা যে অত্যন্ত কঠিন সময়, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই মনে রাখা আবশ্যক। এই সময়ে সামান্য ত্রুটিবশতঃ প্রভূত অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে এ দেশের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থঘরে এক একটী বহুদর্শিনী গৃহিণী অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা অনেক চিকিৎসক অপেক্ষা অনেক প্রকার নিয়ম অবগত ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখন আর সেরূপ গৃহিণী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হয়।

স্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ—গর্ভাশয়মধ্যে ভ্রূণ ঈষৎ বক্রভাবে নিম্নাভিমুখে মস্তক রাখিয়া শয়ান থাকে; এবং স্বভাবতঃ প্রসবকালে অগ্রে মস্তক নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকেই স্বাভাবিক প্রসব বলা যায়।

চরক-সংহিতাকার বলেন যে, প্রসবকালের পূর্ব্বে গর্ভস্থ শিশু জননীর পৃষ্ঠাভিমুখে মুখ রাখিয়া ঊর্দ্ধমস্তকে অঙ্গসমূহ সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থিত থাকে। প্রসবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বায়ু দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্ন-মস্তক হয়; এবং তদনন্তর প্রসবদ্বারে সমাগত হইয়া থাকে।

প্রসব ক্রিয়াকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

১। প্রসবের পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ (ক্লেদস্রাব ও বেদনা প্রভৃতি) প্রকাশিত হওয়া।

২। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া।

৩। অমরা পতন বা ফুলপড়া।

আসন্ন প্রসবের লক্ষণ—যখন দেখা যাইবে যে, প্রসূতির পেট ছোট হইয়া আসিয়াছে, তিনি ঘন ঘন হাত পা ধুইতে যাইতেছেন, এবং তাঁহার পেটের কামড়ানি ও শূলানি হইতেছে, ও পেটের ভিতর অল্প অল্প মোচড়াইতেছে এবং প্রস্রাবের দ্বার দিয়া একপ্রকার তরল পদার্থ নির্গত হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী। এই সকল লক্ষণের সহিত কোমর হইতে বেদনা আসিয়া পেটে ও উরুতে সঞ্চারিত হয়। এই বেদনায় প্রথম অবস্থায় বোধ হয় পেটের ভিতর যেন মোচড়াইয়া উঠে ও কাটিয়া যাইতেছে। পরে এমন একটা বেদনা হয়, তদ্দ্বারা বোধ হয় যেন পেট হইতে কোন পদার্থ বাহির হইবে। কোমর, পেট ও উরুদেশে ক্রমে ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হইতে থাকে। প্রসূতি দম বন্ধ করিয়া কোঁত দিয়া আরাম বোধ করেন। এই

সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলেই আর কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ ধাত্রী আনয়ন করিবে।

চরকে আসন্ন প্রসবের এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে। আসন্নপ্রসবা গর্ভিণীর অত্যন্ত গ্লানি ও আয়াসবোধ, কুক্ষি ও চক্ষুর শ্লথতা, অধোভাগের গুরুত্ব, অরুচি, মুখে জল উঠা, প্রস্রাবের বাহুল্য; উরুদেশ, উদর, কটী, পৃষ্ঠ, হৃদয়, ও বস্তিস্থানে বেদনা; প্রসবদ্বারের ঈষৎ কম্পন, বিবিধ প্রকার বেদনা, এবং ক্লেদস্রাব হয়। তৎপরে প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়া গর্ভোদক নির্গত হইতে থাকে।

প্রসবকালে ধাত্রীর সাহায্য সম্পূর্ণ আবশ্যক হইয়া উঠে, এজন্য যে গৃহস্থের গৃহে আসন্নপ্রসবা বর্ত্তমান, সেই গৃহস্থের প্রসবের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ধাত্রীকে সংবাদ দিয়া রাখা উচিত। ধাত্রীকে নিজ গৃহে রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। অভাব পক্ষে ধাত্রী যেখানে বাস করে, বাড়ীর কাহাকেও কিম্বা কোন প্রতিবেশী আত্মীয়কে তাহার গৃহ দেখাইয়া রাখা উচিত, অর্থাৎ প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই যেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া আনিতে পারা যায়।

ধাত্রী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে গৃহস্থের একটু মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রসবকার্য্যে যাহাদিগের পারদর্শিতা থাকে, সেইরূপ ধাত্রী দ্বারা প্রসব করান যে কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। কারণ অনেক সময় ধাত্রীর দোষেও বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। প্রসবকালে ধাত্রীর উপরেই যে প্রসূতির শুভাশুভ নির্ভর করে, তাহা সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রবেত্তা ঋষিগণ ধাত্রী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যে রমণী সদ্বংশজাতা, মধ্যমবয়স্কা, সাধুশীলা, শুদ্ধহৃদ্যা, বহুদর্শিনী, সবংসা ও নির্লোভনীয়া এবং যাহার অন্তঃকরণে বাৎসল্য ভাবের আধিক্য আছে, যে রমণী প্রবঞ্চক নহে, এবং যে বালককে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকে, সেইরূপ ধাত্রীই সম্পূর্ণ প্রশস্ত।

কখন কখন কৃত্রিম প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রকৃত কিম্বা কৃত্রিম প্রসববেদনা কাহাকে বলে, তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

কৃত্রিম বেদনায় বাস্তবিক গর্ভিণীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া থাকে। এই যন্ত্রণা নিবারণ জন্য সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কৃত্রিম বেদনা উপস্থিত হইলে গর্ভিণীকে স্থির ভাবে শয়ন করিতে দেওয়া উচিত এবং সেই সময় মৃদু বিরেচক কোন প্রকার জোলাপ দিলে বেদনা নিবারিত হইতে পারে। কখন কখন গর্ভে সন্তান নড়াচড়াতেও কৃত্রিম প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রকৃত বেদনায় গর্ভিণীর সন্তান-নির্গমন-পথ বিস্তারিত হইতে দেখা যায় এবং প্রসবদ্বার দিয়া এক প্রকার ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে। আর

বেদনা প্রায় সমান অন্তর অন্তর উপস্থিত হয়। বেদনা উপস্থিত হইলে যেমন ক্লেশ বোধ হয়, তাহার বিরামে সেইরূপ আব্বার কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না।

প্রসবকালীন কর্ত্তব্যতা বিষয়ে ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে। আসন্ন প্রসবের লক্ষণ উপস্থিত হইলে গর্ভিণীকে উত্তমরূপে তৈলাক্ত করিয়া এবং উষ্ণোদকে স্নান করাইয়া উত্তমরূপে অন্নমণ্ড পান করাইবে। তৎপরে মৃদু বিস্তীর্ণ শয্যায় মৃদু উপাধানে মস্তক রাখিয়া গর্ভিণী চিত হইয়া শয়ন করিবে। তৎকালে গর্ভিণীর নিকটে ভয়শূন্যা, বয়োবৃদ্ধা, প্রসবকার্য্যে দক্ষতাশালিনী ও কর্ত্তিতনখা চারিজন পরিচারিকা উপস্থিত থাকিয়া গর্ভিণীকে নানা প্রকার আশ্বাসবাক্যাদি দ্বারা পরিচর্য্যা করিবে।

অনন্তর গর্ভনাড়ী বন্ধন বিমুক্ত হইলে, এবং শ্রোণী (কটিদেশে) ও বস্তিদেশে (তলপেটে) শূল জন্মিলে, অল্প অল্প বেগে কুন্থন করিবে (কোঁত দিবে), তৎপরে গর্ভাশয় হইতে ভ্রূণ অধোমুখে নির্গমনোন্মুখ হইলে গাঢ়রূপে কুন্থন করিবে। তৎপরে ভ্রূণ যাহা প্রসবদ্বারের মুখাগত হইলে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত ততোধিক গাঢ়তররূপে পুনঃ পুনঃ কুন্থন করিবে।

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, অকালে অর্থাৎ প্রকৃত প্রসবকাল উপস্থিত না হইলে সবেগে প্রবাহণ অর্থাৎ কুন্থন করিলে ঐ গর্ভস্থ সন্তান বধির, মূক, মস্তকে আহত, কাশ ও শ্বাসাদি রোগযুক্ত, কুব্জ অথবা অন্য কোন বিকৃতাকারবিশিষ্ট হইতে পারে।

স্বভাবতঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরেই ফুল পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন কারণে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও শীঘ্র ফুল পতিত না হয়, তবে প্রসূতির উদরস্ফীতি, শূল ও অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া বিপদ ঘটাইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

আফ্রিকা ও তত্রত্য অসভ্য জাতি।

নিয়াম নিয়াম।

নিয়াম বা স্থাম স্থাম জাতি আফ্রিকার বঙ্গোজাতির বাসভূমির দক্ষিণ পশ্চিমে বাস করে। ইহারা নরমাংস-ভক্ষক রাক্ষস বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের মস্তক চেপ্টা ও গোল এবং ঘন লম্বা লম্বা কেশে আবৃত। ইহাদের নাসিকা অতিশয় চেপ্টা এবং মুখরন্ধ্র নাসারন্ধ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহাদের গণ্ডস্থল গোলাকার এবং বদনমণ্ডল গোলার ন্যায়। ইহাদের গাত্রচর্ম্ম ধূসরবর্ণ এবং নানা প্রকার কৃষ্ণবর্ণ উকি দ্বারা রঞ্জিত। সম্মুখস্থ দন্তপাটী সুতীক্ষ্ণ এবং ইহা দ্বারা শত্রুগণের অস্ত্রাদি ধরিয়া থাকে। উৎসব-

কালে ইহাদের শরীর লালবর্ণ কাষ্ঠ দ্বারা আবৃত রাখে।

শ্যাম শ্যাম জাতি চর্ম্ম পরিধান করে। ইহাদিগের পুরুষেরাই নানা প্রকারে কেশ বিন্যাস করে, স্ত্রীলোকগণ করে না। পুরুষগণ পালক-ভূষিত গোল চতুষ্কোণ প্রভৃতি নানা প্রকার টুপি পরিধান করে এবং ইহা বড় বড় কাঁটা দ্বারা আটকান হয়। মানুষের দাঁত গহনারূপে নানা প্রকারে পরিহিত হয়। ইহাদের কুটীরের ছাদদেশ কোণাকৃতি এবং মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের বহির্ভাগে ছাদের যে অংশ থাকে, তাহা দণ্ডোপরি স্থাপিত থাকে। রন্ধন ও শয়নের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গৃহ ব্যবহৃত হয়।

কতকগুলি গৃহের উপরিভাগ আংশিক খোলা থাকে এবং এই কুটীরে বালকগণ নিরাপদে নিদ্রা যায়। শ্যাম শ্যাম জাতিরা স্ত্রী ক্রয় করে না; তাহাদের রাজার নিকট দরখাস্ত করিলে তিনি বিবাহের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। ইহারা ইচ্ছানুসারে বহুসংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে স্ত্রী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ইহাদের বিবাহ অনুষ্ঠান অতি সহজ। কন্যা কন্যাযাত্রী সকল লইয়া স্বামিগৃহে গমন করিয়া থাকে, সঙ্গে বাদক গায়ক ও ভাঁড় সকল আমোদ করিতে করিতে যায়। পরে একটী ভোজ হয়। ইহাতে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। স্ত্রীরা জমি কর্ষণ, রন্ধন ইত্যাদি করিয়া থাকে এবং তদ্ব্যতীত নানারঙে স্বামীর অঙ্গরাগ এবং কেশবিন্যাস করিয়া থাকে। নিয়াম নিয়ামেরা অত্যন্ত স্ত্রী-প্রিয়। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় তাহারা তাহাদিগের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দেয় এবং এরূপ ভাবে হস্ত মর্দ্দন করে যে,যেন মধ্যের দুইটী আঙুল ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়া বোধ হয়। হস্তমর্দ্দন করিবার সময় তাহারা প্রত্যেকে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া মস্তক নাড়িয়া থাকে।

বর্ষা এবং তীক্ষ্ণধার লৌহ যষ্ট তাহাদিগের প্রধান অস্ত্র। তাহারা এই অস্ত্র শত্রুদিগের উপরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। শত্রুদিগের বর্ষা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাহারা বড় বড় ঢাল ব্যবহার করে। এই সকল লোক,বিশেষতঃ শিকারিরা ফাঁস এবং জাল প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত নিপুণ। রাজি ইহাদের প্রধান শস্য। এই শস্য হইতে এক প্রকার মদ প্রস্তুত হয়। এই মদ ইহারা বহুল পরিমাণে পান করিয়া থাকে। শ্যাম শ্যামেরা অত্যন্ত ধূমপায়ী এবং ইহাদের সুদীর্ঘ বাঁকা ও নলযুক্ত হুঁকা ও গুড়গুড়ি আছে। হাঁস মুরগি এবং কুকুরই তাহাদের প্রধান গৃহপালিত পশু। কুকুর এবং সর্ব্বপ্রকার জন্তুই ইহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। যুদ্ধে যাহাদিগকে বন্দী করা হয় এবং যাহারা বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া মরে, তাহাদিগকে ভক্ষণ করা হয়। তাহাদের বাটীর বহির্ভাগে যষ্টি পোতা থাকে। যাহাদিগকে ভক্ষণ করা হয়, তাহাদিগের

মস্তকের খুলী ঐ সকল যষ্টির উপর সারি সারি বসান থাকে। মনুষ্যের চর্ব্বি সকল স্থানে বিক্রীত হয়। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নরমাংস খায় না। রাজা বা সেনাপতিদিগেরই সৈন্য সকলকে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করিবার ক্ষমতা আছে। যে সকল লোকের প্রাণদণ্ড হয়, সেনাপতিরা নিজ হস্তে তাহাদিগকে মারিয়া থাকে। যখন কোন হস্তী মারা হয়, তখন রাজারা তাহার দন্ত এবং অর্দ্ধেক মাংস ভাগ পান, কিন্তু চাষ হইতেই তাঁহাদিগের প্রধান আয়। চাষ-কার্য্য স্ত্রী কিংবা দাসদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। রাজারা যথেচ্ছাচারী, ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা কখন কখন মিছামিছি রাগ করিয়া থাকে এবং ভিড়ের মধ্য হইতে একজন লোককে বাছিয়া লইয়া তাহার গলায় দড়ী জড়াইয়া দেয় ও নিজ হস্তে তরবারির এক কোপে তাহাকে কাটিয়া ফেলে। নিয়াম নিয়ামেরা প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে। তাহাদিগের বিশ্বাস যে, প্রেতাত্মারা বনে বাস করে। তাহারা অনুমান করে যে, যখন পাতার মর মর শব্দ হয়, তখন ভূতেরা কথা কয়। ইহারা মূর্ত্তিপূজা করে না। যাহাদিগকে তাহারা ডাইনি কিম্বা অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করে, তাহাদিগের জন্য অনেক রকম পরীক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের নানা রকম চিহ্ন থাকে। একটী মুরগিকে যে পর্য্যন্ত না সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে, ততক্ষণ জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। অজ্ঞান হইবার পর, যদি সে বাঁচিয়া উঠে, তাহা হইলে শুভলক্ষণ এবং যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে কুলক্ষণ স্থির করা হয়।

যদি একজন নিয়াম-নিয়ামের কোন আত্মীয় মরিয়া যায়, তাহা হইলে সে মাথা কামাইয়া থাকে। শবদেহকে কোন উৎসব সমারোহের ন্যায় সাজে সাজান হয়। সচরাচর ইহা রক্তবর্ণ কাষ্ঠের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া থাকে। দেহ গোরে সমাহিত হইলে মৃত্তিকা দ্বারা তাহা ঢাকে এবং তাহার উপর একটী কুটীর বাঁধিয়া থাকে।

ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভুতানাং মধু।

"ধর্ম্মং চর ধর্ম্মাৎ পরো নাস্তি
ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভুতানাং মধু।"

ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকল জীবের পক্ষেই মধু স্বরূপ। সকল দেশের সকল শাস্ত্র ও সাধুগণ এই উপদেশ দিয়াছেন "ধর্ম্মাচরণ কর"। মানবের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পারে? ইতর-জীব জাতি হইতে মানবের শ্রেষ্ঠতা যদি কিছুতে থাকে, তবে সে ধর্ম্মে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি সকল জীব আহার বিহার করে; মনের প্রবৃত্তির অধীন

হইয়া, আত্মসুখ সাধনের চেষ্টা করে—যাহাতে শরীরের ক্লেশ কি মনের দুঃখ হয়, তাহা সর্ব্ব-প্রকারে পরিহার করিয়া থাকে। এরূপ কার্য্য মানবজীবনের লক্ষ্য হইলে পশুজীবন হইতে তাহার প্রভেদ কি? মানবজীবন বৃক্ষলতাদির ন্যায় আহার করিয়া ও নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া কিছু দিনের জন্য প্রাণ ধারণ করিবার নিমিত্ত নয়। মানবজীবন পশু-পক্ষীর ন্যায় কিছু দিনের জন্য সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া মরিবার নিমিত্ত নয়। এই জীবন ধর্ম্মসাধন করিয়া অমৃত জীবন ও অনন্ত উন্নতি লাভের জন্য—ঐহিক ও পারত্রিক চিরকল্যাণ, চিরশান্তি ও চিরসুখ ভোগের জন্য।

মনুষ্য নানা উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম-সাধন করিয়া থাকে। কেহ বা ঐহিক ধন, মান, সুখ, সম্পদ লাভের জন্য ধর্ম্মসাধন করে, কেহ বা রোগ শোক বিপদ ও মৃত্যু এই সকল ভব-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভয়ে ভয়ে ধর্ম্মসাধন করে। কেহবা ঐহিক সুখ দুঃখ ও লাভ ক্ষতির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পরলোকে স্বর্গভোগ বা নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের জন্য ধর্ম্মসাধন করে। ইহা প্রকৃত ধর্ম্মসাধন নহে—বণিকবৃত্তি মাত্র। বণিকেরা যেমন পাঁচ হাজার টাকা পাইবার আশায় পাঁচ শত টাকা ব্যয় করে, ধর্ম্ম-বণিকেরা সেইরূপ স্বর্গলোকে অনেক অর্থ ও ভোগ পাইবার আশায় দান ধ্যান ও নানা প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া থাকে। এক ব্যক্তি প্রণয়ের অনুরোধে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ না করিয়া যদি অনেক অর্থ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় বিবাহ করে, তাহার বিবাহ যেমন নিকৃষ্ট, ঐহিক বা পারত্রিক সুখ ও ঐশ্বর্য্য ভোগের লালসায় ধর্ম্মাচরণ করাও তদ্রূপ। যথার্থ প্রণয়ী স্ত্রীকে ভাল-বাসে বলিয়া তাহার সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হয়, ধনলাভ বা অন্য কোন নিকৃষ্ট বাসনায় নহে। যথার্থ ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্যই—পরমাত্মার সহিত মিলিবার জন্যই—ধর্ম্ম-সাধন করেন। অন্য উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম-সাধন করা তাঁহার নিকট অত্যন্ত ঘৃণাকর।

ধর্ম্ম সামান্য বস্তু নহে। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম, ধর্ম্ম স্বয়ং ঈশ্বর। ইহা হইলে ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তু আর কি হইতে পারে? ধর্ম্ম মানবের পরম গতি, পরম সম্পদ, পরম আশ্রয় ও পরম আনন্দ। ধর্ম্মকে যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য সাধনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম প্রিয় হইলে তাহা যত কেন কঠোর-সাধ্য হউক না, তাহা মধুর বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ ধর্ম্ম প্রেম—ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং তাঁহার সকল জীবের প্রতি প্রেম। এই প্রেমভূষণ পরিলে যেমন সুন্দর দেখায়, এমন আর কিছুতেই নহে। প্রেম চক্ষে রাখিলে চক্ষু অমৃত বর্ষণ করে, কর্ণে রাখিলে কর্ণ মধুর বাণী শুনিয়া তৃপ্ত হয়, রসনাতে রাখিলে তাহা অমৃতের আস্বাদন করিয়া সকলের কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দেয়, হস্তে রাখিলে হস্ত প্রেমময় হইয়া সকলের হিত সাধন করে ও সমুদয় বিশ্বসংসারকে প্রেমা-লিঙ্গনে বদ্ধ করিতে চায়। যে ধর্ম্মকে আশ্রয়

করে, সে নিজে মধুময় হয় এবং তাহার সংস্পর্শে যে আসে, সেও মধুময় হইয়া যায়। ধর্ম্মই যথার্থ পরশমণি। ইহার পরশে পৃথিবী স্বর্গধাম ও মানব দেবতা হয়।

আচার।

"আচারাল্লভতে চায়ুরাচারাল্লভতে শ্রিয়ম্"।
লোক সদাচারে থাকিলে আয়ু ও লক্ষ্মী লাভ করে।

একদা রুক্মিণী দেবী লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবি। আপনি কিরূপ নর নারীর মধ্যে বাস করেন, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।

লক্ষ্মী বলিলেন :—

শান্ত, বিনীত, ধীর, সহিষ্ণু, দক্ষ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, দেবভক্ত, কৃতজ্ঞ ও উন্নতস্বভাব পুরুষে আমি নিত্য বাস করি। যে ব্যক্তি কুকর্ম্মাসক্ত, নাস্তিক, কৃতঘ্ন, ভ্রষ্টচরিত্র, নিষ্ঠুর, চোর, গুরুজনের ও সাধুজনের প্রতি অসূয়াপরবশ, তাহার নিকট আমি গমন করি না। যাহার তেজ, বল ও সত্ত্ব স্বল্পপরিমিত এবং সামান্য কারণে যাহার ক্লেশ উপস্থিত হয়, এবং যে ব্যক্তি যেখানে সেখানে ক্রোধ প্রকাশ করে, এবং যাহার মনে সরলতা নাই, আমি তাদৃশ পুরুষে বাস করি না। যে পুরুষ ধর্ম্মজ্ঞ ও পুণ্যশীল, দান্ত ও প্রিয়ভাষী এবং সর্ব্বদা জ্ঞানী ও সাধুগণের উপাসনা করে, যে পুরুষ ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ, দয়ালু ও ন্যায়বান্, আমি তাহাতে নিত্য বাস করি।

যে নারী ক্ষমাশীলা, জিতেন্দ্রিয়া, সত্যপরায়ণা ও সরলস্বভাবা, দেবতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী, আমি সেই নারীতে বাস করি। যে নারী পতিকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিয়া কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করে, আমি সে নারীকে ক্ষণমাত্রও পরিত্যাগ করি না। যাহার গৃহসামগ্রী সকল বিপর্য্যস্ত (১), যে নারী বিবেচনা করিয়া কাজ করে না, সর্ব্বদা স্বামীর প্রতিকূলাচরণ করে, স্বগৃহ ছাড়িয়া পরগৃহে যাইতে ভালবাসে, যাহার লজ্জা, ভয় ও বিনয় নাই, আমি সেরূপ নারীকে পরিত্যাগ করি। যাহারা পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা, কল্যাণশীলা, ভদ্র বেশভূষায় বিভূষিতা, প্রিয়বাদিনী, পবিত্রচিত্তা এবং যাহাদের গৃহকার্য্য সকলই সুপরিচ্ছন্ন, এবং যে সকল নারী গুরুজন, পরিজন এবং অভ্যাগতদিগের পরিচর্য্যায় সুনিপুণা, আমি সেই সকল নারীতেই বাস করি।

মাতৃদেবতা, পিতৃদেবতা, আচার্য্যদেবতা, অতিথিদেবতা ও পরমেশ্বর, এই পাঁচটীকে যে পুরুষ অচলা ভক্তি সহকারে নিত্য পূজা করে, আমি তাহাকে স্বয়ং ক্রোড়ে লইয়া থাকি (২)।

(১) মূল মহাভারতে "প্রকীর্ণভাণ্ডাম্" আছে, অর্থাৎ যাহার গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি (থালা, ঘটী, বাটী, বস্ত্র, খাদ্য প্রভৃতি) এলো মেলো অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

(২) এই পাঁচটীর পূজাকে "পঞ্চায়তন পূজা" বলে; এবং ইহাই পুরুষের পরম পুরুষার্থ।

মাতা পিতা আচার্য্য প্রভৃতি গুরুজনেরা যাহার প্রতি অপ্রীত, অতিথি ও পিতৃলোককে যে পরিতৃপ্ত করে না, আমি তাহার গৃহে গমন করি না। আমি মিথ্যাবাদী, শঠ ও কপটীর গৃহে যাই না। কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে, যাহার মুখে "নাই নাই" কেবল এই শব্দ, আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি কৃপণ ও ক্ষুদ্রাশয়, ঋণ করিয়া পরিশোধ করে না, যে ব্যক্তি চিন্তায়, ভয়ে বা শোকে আত্মহারা হয়, আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি দুষ্টা স্ত্রী বা দুষ্ট পুরুষের সংসর্গে থাকে, আমি তাহার গৃহে যাই না। যে গৃহে নিত্য ঈর্ষা, দ্বেষ ও কলহ, আমি সে গৃহের ছায়াও স্পর্শ করি না।

যে গৃহে হরিপূজায়, হরিগুণকীর্ত্তনে এবং হরিনামে আগ্রহ নাই, আমি দূর হইতে সে গৃহ পরিত্যাগ করি। যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে, অন্ন বিক্রয় করে, বিদ্যা বিক্রয় করে, জীবহিংসা করে, আমি তাহার গৃহ নরককুণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করি। যে ব্যক্তি দত্তাপহারী, পরস্বাপহারী—দেবধন ও গুরুধনের অপলাপকারী, অন্যের বৃত্তি-লোপকারী, তাহার গৃহও আমি নরককুণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করি। যাহার ধর্ম্মকর্ম্মে দান নাই, দানে শ্রদ্ধা নাই, সেই মূঢ়বুদ্ধি পাতকীর ভবনে আমি গমন করি না। যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, ভার্য্যা, গুরু, গুরুপত্নী, অনাথা ভগিনী, কন্যা, এবং অনন্যগতি জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে প্রতিপালন করিতে কৃপণতা করিয়া ধন সঞ্চয় করে, আমি তাহার নরকতুল্য ভবনে কদাচ গমন করি না (৩)। যে ব্যক্তি মন্ত্র দান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অর্থলোভে বিদ্যাদান, চিকিৎসা বা দেবপূজা করে, তাহার গৃহে আমি পদার্পণ করি না। যে ব্যক্তি রোষ বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, বিবাহ, ব্রত, দান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যের ব্যাঘাত করে, সে পাপিষ্ঠের গৃহ আমি পরিত্যাগ করি।

(ক্রমশঃ)

(৩) মাতরং পিতরং ভার্য্যাং গুরুপত্নীং গুরুং তথ্।
অনাথাং ভগিনীং কন্যামনন্যাশ্রয়বান্ধবান্।
কার্পণ্যাদ্ যো ন পুষ্ণাতি সঞ্চয়ঃ কুরুতে শঠঃ।
তদ্গৃহং নরকাকারং নৈব যামি কদাচন॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

বৌদ্ধ উপাসনা।

কিছুদিন হইল বোধ-গয়া-প্রত্যাগত একজন সিংহলবাসী বৌদ্ধ পুরোহিত কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আমরা এক বুদ্ধোপাসনায় যোগ দান করি। রাত্রি অনুমান সাত ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। একাসনে তিনজন পুরোহিত উপবিষ্ট, সকলের হস্তে এক এক খানি তালপাতার পাখা। আমরা সচরাচর এইরূপ অনুমান করিয়া থাকি যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ কেবল পরিচ্ছদের অঙ্গস্বরূপ এক এক খানি পাখা হাতে করিয়া বেড়ায়। বাস্তবিক তাহা নহে। পাখা উঁহাদিগের উপাসনার অঙ্গীভূত। কিরূপে অঙ্গীভূত, তাহা বলিতেছি। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া পুরোহিতগণ এক হস্তে (প্রায় বাম হস্তে) পাখাখানি মুখের সম্মুখে ধরিয়া মুখ ঢাকিয়া উপাসনা করেন। কেন? পাছে কোনও রূপ দৃষ্টিতে ধ্যান ব্যতীত মনকে অন্য দিকে লইয়া যায়। উপাসনার আর একটী অঙ্গ আছে, একখণ্ড বৃহৎ আসন—মৃগ বা ছাগচর্ম্মের। ইহার প্রয়োজন কি? যদি কোনও স্থানে আসনের অভাব থাকে, ভিক্ষু ঐ চর্ম্মখণ্ড বিছাইয়া উপাসনা করিতে উপবেশন করেন। "নমো ভগবতে অর্হতে" ইত্যাদি গাথা পঠিত হয়। মূর্ত্তির সম্মুখে ধূপ ধুনাদি জ্বালান হয়। সকলে আমাদিগের মত প্রণাম করিয়া থাকেন। কিন্তু বসিবার প্রথা কিছু স্বতন্ত্র। উপাসনাকালে ইঁহারা আমাদিগের মত ঊর্দ্ধগ্রীব, যোগাসন হইয়াও বসেন; কিন্তু বেশির ভাগ, মুসলমানেরা যেরূপ নমাজ করিবার সময় জানু পাতিয়া বসিয়া থাকেন, ইঁহারা সেইরূপ বসেন। দেবতা নৈবেদ্য ও পুষ্পাদি দিয়া অর্চ্চিত হন, কিন্তু প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত হন না, নেত্র-প্রতিষ্ঠিত হন। চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। দয়া ও ঔদার্য্যে এই ধর্ম্ম অনুপ্রাণিত। রোগীর শুশ্রূষা ইহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সকলের পক্ষে, বিশেষতঃ সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষুগণের পক্ষে বড়ই আবশ্যক। এইজন্য ইঁহারা বোধ হয় একাহারী, অল্পভোজী। ভিক্ষাও এক গৃহস্থের দ্বারে কমণ্ডলু লইয়া। একদ্বারে বিমুখ হইলে অন্য দ্বারে গমন করিবেন না, সে দিন আর আহার হইবে না। ভিক্ষুর পক্ষে গৃহে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ভোজন করা একবারে নিষিদ্ধ। ধূমপানাদি পর্য্যন্ত ইঁহারা করেন না। পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রণালীতে অনুমিত হয় যে, ইহাতেও কোনও প্রকার বিলাসের নাম ও গন্ধও থাকিবে না। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সংযমের মহাশিক্ষা লাভ হয়।

খোকার মায়ের পদ্য।

সুরলোক হতে মোর খোকাটী এসেছে যাই,
স্বর্গের স্বভাবটুকু, এখনো তেয়াগে নাই।
তেমনি মুখের কান্তি, অধরে তেমনি হাসি;
তেমনি উছলে গায়, স্বরগের রূপ-রাশি।
আকাশে যে চাঁদ উঠে, খোকা-চাঁদের কোণা;
ইন্দ্রের যে শচীরাণী, খোকা সে অঙ্গের সোণা।
অথবা হবে না চাঁদ, চাঁদে যে কলঙ্ক রয়;
সোণাও হবে না বুঝি, সোণা কি কোমল হয়?
এখন বুঝেছি তবে, মোর আঁচলের নিধি,
যে ভাবে যে উপাদানে, যতনে গঠিলা বিধি।
সুধা দেবতার পেয়, এক ফোঁটা সে সুধার;
পারিজাত নামে ফুল, একটী পাপড়ি তার;
দুটীরে মিশায়ে বিধি, বিরলে গড়িলা যেই,
স্বর্গীয় সুরভিরাশি, শ্রী-অঙ্গে মাখান তেঁই।
চোকে মুখে সরলতা, সরলতা দেহময়;
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-স্রোতে, সদা সরলতা বয়।
খোকা যেন কেহ নহে, দুঃখময় এ সংসারে;
অমল অথল খোকা, কিছুর না ধার ধারে।
হাসিয়া চাঁদের হাসি, যখনি বসিয়া কোলে,
স্বর্গের সঙ্গীত ঢালে, আধ আধ "মা,মা" বোলে;
অমনি মনেতে হয়, আমি আর আমি নাই;
সংসারের সুখ দুঃখ, সকলি ভুলিয়া যাই।
মন্দার-কুসুম-মধু, পূত সুরধুনী-জল;
সুধার সুধারা কিবা, কিবা কল্পতরু-ফল;
আকাশ পাতাল ধরা, যেথানে যা ভাল আছে,
কে দেখবি দেখ্ আসি, আমার খোকার কাছে।
অচঞ্চল বিজলি সে, সুকোমল কাঁচা সোণা;
শীতল অনল-শিখা, নিষ্কলঙ্ক চাঁদের কোণা।
প্রাণের খোকাকে মোর, যে নামে ডাকি যে কালে;
খোকার মাধুরী গুণে, সে নামেই মধু ঢালে।
মধুর যে মধুনাম, শুনি এত মধুময়;
মধুর প্রভাব সে যে, নামের প্রভাব নয়।
শুনিয়া জুড়াই, বল্ পাঠিকা-ভগিনী যত,
কোলে কোলে দোলে খোকা, তোদের কি এই মত?
এই ভিক্ষা তবে, সবে একযোগে আয় ভাই;
যে যার খোকাকে নিয়ে, চাঁদমুখে চুম খাই। *

মাদাগাস্কারের বীরাঙ্গনা।

বর্ত্তমান বর্ষে মাদাগাস্কার দ্বীপে ভয়ঙ্কর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। একদিকে সমর-কুশল সুশিক্ষিত ফরাসী সেনা উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র-সহ অমিতপরাক্রমে রণক্ষেত্রে

* সম্পাদকেরও এই অনুরোধ, বামাবোধিনীর সহৃদয়া, সপুত্রকা পাঠিকাগণ, এই ক্ষুদ্র কবিতাটী পঠনানন্তর স্ব স্ব অঙ্কশোভী পুত্ররত্নের মুখচুম্বন করিয়া, খোকার মায়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

অগ্রসর, অপর দিকে অশিক্ষিত যুদ্ধবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ উৎকৃষ্ট-অস্ত্রশস্ত্র-বিহীন অৰ্দ্ধসভ্য-দেশবাসী হোবাগণ জন্মভূমিকে শত্রুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য আত্মবলি-দানে উন্মুখ। একদিকে সুসভ্য ফরাসী-মন্ত্রি-সমাজের মন্ত্রণা, যুদ্ধবিশারদ সৈনিকপুরুষদিগের অত্যাশ্চর্য্য সমর-কৌশল প্রকাশ, জল-স্রোতের ন্যায় সৈন্যের আগমন; অপর দিকে একজন রমণী* মলিন-অস্ত্রধারী অশিক্ষিত সৈন্য সহ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ। কিন্তু তথাচ তাহারা পলায়ন করে নাই। পৃষ্ঠ প্রদর্শন অপেক্ষা, শত শত যুদ্ধ-নায়কগণ রণস্থলে জীবন বিসর্জ্জন করাকেই গৌরবের বিষয় মনে করিয়াছেন। তাহাদের ধমনীতে শেষ রক্তবিন্দু প্রবহমাণ থাকা পর্য্যন্ত তাহারা বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু পরিশেষে স্বদেশহিতৈষী হোবাগণের রুধিরস্রোতের মধ্যে ফরাসীদিগের বিজয়-বৈজয়ন্তীই নিখাত হইয়াছে। হোবাগণ কয়েক মাস অবিরত যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাভূত হইয়াছে। রাজধানী ফরাসী সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। রাণী এখন ফরাসী মন্ত্রিসমাজের ক্রীড়া-পুত্তলিকাবৎ মাদাগাস্কারের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন।

মাদাগাস্কার দ্বীপ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত। ইহা আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে। এই দ্বীপ দৈর্ঘ্যে ৪৫০ ক্রোশ, প্রস্থে ১৪০ ক্রোশ অর্থাৎ ২,৫২,০০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত। ইহা বিবিধ বৃক্ষ, উচ্চ ও সমতল ভূমি এবং পর্ব্বত ইত্যাদি দ্বারা বৈচিত্র্যময়। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। সুশ্যামল শস্যক্ষেত্র, অত্যুন্নত পর্ব্বতমালা এবং নানাজাতীয় বিটপী-শ্রেণীতে এই দ্বীপ একটী রম্য কাননে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এ স্থান দেখিতে যেমন সুন্দর, ইহার জলবায়ু তেমনি অস্বাস্থ্যকর। বিদেশীয় লোক এখানে সুস্থ-শরীরে বাস করিতে পারেন না। দেশবাসিগণও নানা প্রকার ব্যাধিতে অনেক সময় আক্রান্ত হইয়া থাকে। বিগত যুদ্ধে ফরাসী পক্ষের সহস্র সহস্র সৈন্য মাদাগাস্কারে রোগ-শয্যায় শয়ান ছিল।

এই দ্বীপবাসী অধিকাংশ লোকেই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। রাজপরিবার খ্রীষ্টান। কিন্তু যখন এখানে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন কত নব-ধর্ম্মাবলম্বী যে লাঞ্ছিত, অবমানিত এবং নিহত হইয়াছে, তাহার গননা হয় না। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি যে সকল কঠোর উৎপীড়ন হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই স্থলে একজন অত্যাচার-পীড়িত খ্রীষ্টান রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী উল্লেখ করা যাইতেছে।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজগণ ঐ দ্বীপে আগমন করেন। ১৮২৮

* মাদাগাস্কার দ্বীপে এখন একজন রাণী রাজত্ব করিতেন, এখনও তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত আছেন।

খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান প্রচারকগণ নিয়মিতরূপে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। মিশনরীগণ স্কুল স্থাপন করিয়া দেশীয়দিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দেশীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদিত হইল। ক্রমে একটী দুইটী করিয়া বহুলোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ইহা দেখিয়া রাজা ও দেশীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ এই নবধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম খ্রীষ্টান-নির্যাতন আরম্ভ হয়।

নানা প্রকার পাশব উপায়ে খ্রীষ্টান-নির্যাতন আরম্ভ হইল। দোষ স্বীকার করাইবার জন্য প্রথমতঃ খ্রীষ্টান নরনারীদিগকে কারাগৃহে বন্দী করিয়া রাখা হইত। যাহারা দোষ স্বীকার করিয়া স্বদেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিত না, তাহাদিগকে আগুনে পোড়াইয়া, জলে ডুবাইয়া, তরবারীর আঘাতে এবং পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে সজোরে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বিনষ্ট করা হইত। কাহাকেও বা সর্পপূর্ণ থলির ভিতরে পুরিয়া বিনাশ করা হইত! কিন্তু খ্রীষ্টান প্রচারকগণের অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচলিত অধ্যবসায় গুণে এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বরবিশ্বাসের বলে এই ভয়ানক প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও প্রতিদিন খ্রীষ্টান-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই ভয়ঙ্কর নির্যাতনের সময় কাফারাভাবি-নাম্নী একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি যুবতী। সংসারের সুখ সুবিধা, আমোদ প্রমোদ, বিলাসতরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধনের কণ্টকশয্যায় শয়ন করিলেন। পিতা মাতা ভ্রাতা এবং আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের প্রতিকূলে—রাজার প্রতিকূলে—দেশের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি জানেন, তিনি কি ভয়ঙ্কর ব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি জানেন যে, তাঁহার সম্মুখে পুষ্পশয্যা সজ্জিত নহে; কিন্তু অগ্নিকুণ্ড জলিতেছে। প্রতিদিন শৃগাল কুকুরের ন্যায় খ্রীষ্টানগণ রাজকর্ম্মচারীদিগের পদদলিত হইতেছে, তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই, আশ্রয় দান করিবার কেহ নাই। এ সকল দেখিয়াও কাফারাভাবি অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন কেন? এই পতঙ্গবৃত্তি তাঁহার প্রাণে কেন উদয় হইল?

এই সময়ে মাদাগাস্কারের শাসনদণ্ড একজন রমণীর হস্তে ছিল। তিনি রমণী হইয়াও খ্রীষ্টান-নির্যাতনে রাক্ষসীর ন্যায় আনন্দানুভব করিতেন এবং সেই কার্য্যে প্রজাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। কাফারাভাবির পিতা এবং ভ্রাতা রাজসংসারের উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারাও কাফারাভাবির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। সমুদয় রাজকর্ম্মচারিগণ এই নিরীহ মহিলার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

অবিলম্বে একজন রাজানুচর কাফারাভাবির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "আপনার দলে আর কে কে আছে,

তাহাদের নাম প্রকাশ করুন্ এবং আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। আপনাকে কারাগৃহে বাস করিতে হইবে।"

কাফারাভাবি সমবিশ্বাসী ভাই ভগিনী-দিগের নাম প্রকাশ করিলেন না। তিনি এইমাত্র বলিলেন "আমি নিয়মিত কালে পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকি এবং যাহাতে সকলে এই উপাসনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য স্থানে স্থানে প্রচার করিয়া থাকি।" বলা বাহুল্য, তিনি কারাগারে বন্দী হইলেন। তাঁহার প্রতি নানা প্রকার নির্যাতন আরম্ভ হইল, কিন্তু কিছুতেই তিনি সমবিশ্বাসী ভ্রাতা ভগিনীদিগের নাম প্রকাশ করিলেন না।

কাফারাভাবি যথাসময়ে কারাগৃহ হইতে বিচারকের নিকট আনীত হইলেন। আসিবার কালে পথে একজন সমবিশ্বাসী ভ্রাতাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। যখন বিরোধিগণ যন্ত্রণা দিয়া আমার প্রাণ নষ্ট করিবে, তখন তুমি কাছে থাকিয়া প্রত্যক্ষ করিবে যে, আমি কিরূপে প্রাণ ত্যাগ করি। তুমি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে, আমি প্রকৃত খ্রীষ্টানের ন্যায় সৌম্য ও শান্তভাবে, প্রসন্নমনে প্রভুর আলোক হৃদয়ে অনুভব করিয়া ইহ জীবন-লীলা শেষ করিব। তৎপরে তুমি এই সংবাদ মণ্ডলীর অন্যান্য দুর্ব্বল বিশ্বাসীদিগের নিকটে বলিবে। তাহা হইলে তাহারাও আমার ন্যায় প্রভুর ধর্ম্ম-রক্ষার্থে অকাতরে প্রাণ দান করিতে প্রস্তুত হইবে।"

কাফারাভাবি যথাসময়ে বিচারকের নিকট উপস্থিত হইলে বিচারক তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি অসম্মত হইলেন। তখন বিচারক ক্রোধে কম্পিতস্বরে কহিলেন, "তবে বিনষ্ট হও; তোমার প্রাণ-দণ্ড হউক।"

কাফারাভাবির শরীর কম্পিত হইল না, তাঁহার মুখও মলিন হইল না, তিনি স্থির গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অস্ফুটস্বরে কেবল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর লীলা শেষ হইতেছে জানিয়া তাঁহার চক্ষু যেন স্বর্গের দিকে উন্মুখ হইল।

এই সময় হঠাৎ নগরে আগুন লাগিল। অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য সকলে ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সুতরাং কাফারা-ভাবির প্রাণদণ্ড আপাততঃ হইল না। তিনি কারাগারে নীত হইলেন। কারা-গারের ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে তিনি কয়েক মাস অবস্থিতি করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে বাহির করিয়া প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে 'ক্রীতদাসী' রূপে বিক্রয় করা হইল। সৌভাগ্যের বিষয় যে, কাফারা-ভাবির একজন আত্মীয় তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লইয়া গেলেন।

কাফারাভাবি পুনরায় প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ এবং বিশ্বাসের অগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাপিত

হইবার নহে। তিনি যখন যে অবস্থায় থাকেন, পরমেশ্বরের মহিমা প্রচার করেন। ঈশ্বরের নাম মহিমান্বিত করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এইরূপে প্রচার করিতে করিতে তিনি আরও কয়েক বার বিচারকদিগের হস্তে পতিত হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করেন; কিন্তু ঈশ্বর-কৃপায় তাঁহার দেহ-নাশ হয় নাই।

কিছু কাল পরে তিনি চিরদিনের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি জনৈক ইংরাজ প্রচারকের সাহায্যে প্রথমতঃ মরিসস্ দ্বীপে, তৎপরে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে কিছু কাল বাস করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করেন। তৎপরে পুনরায় মরিসসে আগমন করেন। অনাথ বালকবালিকাগণের শিক্ষা এবং সেবাকার্য্যে তিনি জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিয়োজিত করেন। একটী অসভ্য যুবতী ধর্ম্মবিশ্বাসবলে সুদৃঢ় থাকিয়া কিরূপে জ্ঞান ও পুণ্যের পথে অগ্রসর হইতে পারেন, কাফারাভাবির জীবনে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

সেক্‌সপিয়ারের গল্প।

টাইমন।

সৌভাগ্যসময়ে লোকের বন্ধু বান্ধবের অভাব থাকে না। যখন বন্ধুবান্ধবদিগকে সুস্বাদু খাদ্য পানীয়ে পরিতুষ্ট করিবার সামর্থ্য থাকে, যখন অম্লানবদনে শত সহস্র মুদ্রা আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিতে পারা যায়, তখন মধু-লোলুপ ভ্রমরের ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে বন্ধু বান্ধব আপনা আপনি আসিয়া জুটিয়া থাকে; কিন্তু যখন ধনবান্ ব্যক্তি অর্থহীন হন, যথেষ্ট ব্যয় বসনে অনুচরগণকে পরিতুষ্ট করিতে পারেন না, তখন আবার বহুদিন-প্রতিপালিত পরমাত্মীয়গণ কোথায় অন্তর্হিত হয়, তাহার কিছুই স্থিরতা থাকে না।

এথেন্স নগরে টাইমন নামে একজন ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। অন্যান্য গুণাপেক্ষা দাতৃত্ব গুণেই তিনি সকলের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিলেন। শুদ্ধ দরিদ্র ব্যক্তি নহে, সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরাও তাঁহার বদান্যতায় পরম আপ্যায়িত হইতেন। স্বদেশীয় বিদেশীয়, আত্মীয় অনাত্মীয়, সকলেই সমভাবে তাঁহার সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতেন, তাঁহার আমন্ত্রণে চতুর্ব্বিধ রসে উদর পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে পরম পুলকিত করিতেন। কেহ কবিতা লিখিয়া টাইমনকে উপহার দিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল, কোন চিত্রকর অবিক্রেয় চিত্র

দিয়া, কোন শিল্পী অবিক্রেয় শিল্পজাত দিয়া আশাতীত অর্থ লাভ করিতে লাগিল। তাঁহার কাছে ধনার্থী ধন পাইল, বিবাহার্থী বিবাহিত হইল, পরিচ্ছদার্থী পরিচ্ছদ পাইল। এইরূপে যে যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিল, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উন্মুক্ত হস্তের উপযুক্ত অর্থ ধনাগার যোগাইতে পারিল না। অচিরেই তাঁহার ধনাগার অমিত-ব্যয়ের সহিত সম্মুখ সমরে পরাজিত হইল—তিনি ক্রমে হীন হইতে হীনতর অবস্থায় পতিত হইলেন। একে একে বিষয় সম্পত্তি বিক্রীত হইতে লাগিল, কিন্তু চাটুকার বন্ধু বান্ধব বা কর্ম্মচারিগণ কেহ তাহাকে সে বিষয় জ্ঞাত করিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করিল না। কেবল বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ক্লবিয়স্ গোপনে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। ক্রমে যখন বাড়ী ঘর ও তৈজস পত্রাদি বিক্রীত হইবার উপক্রম হইল, তখন ক্লবিয়স্ তাঁহার চরণ ধরিয়া মিত-ব্যয়ী হইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু টাইমন তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ক্লবিয়স্ তৈজস পত্রাদি বিক্রয় করিয়া প্রভুর অর্থ সংকুলান করিতে লাগিল। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ তখনও আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কিন্তু ক্লবিয়সের চক্ষে জল ধরে না।

টাইমনের যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি তৈজস পত্রাদি ছিল, সমুদয় নিঃশেষিত হইল। পরদিনের প্রাতঃকালের খরচ চলিতে পারে এরূপ অর্থ সংগ্রহ করিবারও আর উপায় নাই দেখিয়া ক্লবিয়স্ সজল-নয়নে স্বীয় প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় বিষয় জ্ঞাপন করিল। টাইমন তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া সহাস্য-মুখে উত্তর করিলেন, "ক্লবিয়স! তুমি রোদন করিতেছ কেন? আমার অর্থ নাই, তাহাতে ক্ষতি কি? আমার পরমাত্মীয়গণ আছেন। তাঁহারা অবশ্যই আমার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিবেন।"

টাইমন পত্রদ্বারা আপনার দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিয়া পূর্ব্বপরিচিত পরম বন্ধুদিগের নিকট স্বীয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ক্লবিয়সকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যে কোন বন্ধু তাঁহার দুরবস্থার বিষয় ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিবেন, তিনি ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিবেন। পাঁচ ছয় জন বন্ধুকে বিশেষ দায় জানাইয়া পত্র লেখা হইল, কিন্তু ক্লবিয়স বহু পর্য্যটনের পর শূন্যহস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

এত দিন পরে টাইমনের চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন—এ জগৎ স্বার্থের রাজ্য; যতক্ষণ স্বার্থ আছে, ততক্ষণ বন্ধুতা আত্মীয়তা আছে, ততক্ষণ আপনার বলিবার লোক আছে; ততক্ষণ সবই আছে। স্বার্থের অভাবে জগতে সকলেরই অভাব। যে বন্ধুগণ ক্ষণকাল তাঁহার অদর্শনে জগৎ অন্ধকারময় দেখিত, এক্ষণে তাহাদের আর কেহ ডাকিলেও তাঁহাকে দেখিতে আইসে না। যাহারা তাঁহার যশোগান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ

রাজার সহিত বাবিলনের রাজকন্যার বিবাহের প্রস্তাব লিখিত আছে।

৬। অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাদিগের এক সমিতিতে মহিলাদিগকে বি, এ, উপাধি দিবার প্রস্তাব হয়। অধিকাংশ সভ্য প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য করেন !!

৭। ছোট লাট সিটী কলেজ ও মহাকালী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণে সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। দেশের সকল সদনুষ্ঠানে তাঁহার উৎসাহদান প্রশংসার্হ।

বামারচনা।

মাতঃ বীণাপাণি।

আবার এসেছি দেবী
সেবিতে তোমায়,
তুলে লও স্নেহভরে
অপার দয়ায়—
ভ্রমিয়াছি সর্ব্বস্থান
কিন্তু এ জগতে
মনের মতন কিছু
না পাই দেখিতে।
উপরে সরল ভাব
অন্তরে গরল,
দারুণ বৈষম্য হৃদে
হেরি অবিরল।
উদার মহান্ প্রাণ
বিশ্ব-প্রেমে প্রেমী
কোটী নর নারী মাঝে
না হেরিনু আমি।
তাই ফিরে এসেছি মা
সেবিতে তোমায়,
জুড়াইব কিছু দিন
ও স্নেহ-ছায়ায়।
কি যে এ কঠিন ধরা
মরুভূমি মত
জুড়াইতে যাই (তবু) প্রাণ
জ্বলে অবিরত।
কি আশায় গিয়াছিনু
কি লভিনু ফল,
স্মরিলে সে শোক-গাথা
জ্বলে মর্ম্মস্থল।
আয় মাতঃ বীণাপাণি
অধীনীর চিতে,
মোহন-মূরতি হেরি
প্রাণ জুড়াইতে।
সুন্দর বীণার তানে
মোহিয়া ভুবন,
জুড়া' গো মা তাপদগ্ধ—
কন্যার জীবন।
কবিত্ব কল্পনা কিছু
নাহিক আমার,
জানি তবু তুমি দেবী
সর্ব্ব-সুখ-সার।
তোমার অভাবে নর
অজ্ঞানতাময়,

গুণী মানী কৃতী হয়
তোমারি কৃপায়।
নাই মা কিছুই মোর
যদি কৃপা কর,
তবে মা ঘুচাও হৃদে
অজ্ঞান-আঁধার।
নাশিয়া তিমির এসে
বস এ হৃদয়ে,
পুজিব মা রাঙ্গা পদ
ভক্তি-ফুল দিয়ে।
তোমারে অর্চ্চিয়া চাহি
দুঃখ বিস্মরিতে,
নিশি দিন পদাম্বুজে
অষ্টাঙ্গে লুঠিতে।
পূরাও মা দুখিনীর
আজন্ম কামনা,
এ হৃদয় ত্যজি কভু
দূরে যাইও না।
কি আছে যে দিব মাতঃ
কমল চরণে—
সঁপিলাম ভক্তিভরে
হৃদয়-প্রসূনে।

শ্রীকুসুমকুমারী রায়।

মহাপ্রাণ।

কোনো সুখ নাই মম ঘর সংসারে—
হাসির লহর তুলি
প্রাণের সন্তানগুলি
যদিও আনন্দ ঢালে সহস্রধারে,
তবুও নাহিক সুখ ঘর সংসারে।

যদিও স্বামীর সুখ,
জগতে দুর্ল্লভ সুখ,
হেরিতেছি দিবা নিশি নয়ন ভ'রে,
তথাপি নাহিক সুখ ঘর সংসারে।

যদিও আমরা নারী,
তবুও রহিতে নারি,
অবরোধে বদ্ধ প্রাণ কেমন করে!

চাহি না আপন স্বার্থ,
সাধিবারে পরমার্থ,
বেড়াব জগতে হয়ে আপন-হারা।

পাপ তাপ হিংসা দ্বেষ
জরা মৃত্যু চিন্তা ক্লেশ
কেবলি কেবলি এই সংসারভরা।
মায়া যক্ষী শত মুখে
গ্রাসিতে আসিছে লোকে
অনন্ত সংসার-ভরা কেবলি মড়া।
কেহ মরে শোকে তাপে
কেহ মরে মহাপাপে,
সারি সারি কত শব শ্মশান-ভরা,
উচিত কি, উচিত জীয়ন্তে মরা!
এ পাপ সংসার হতে,
বাহিরিব কোন মতে,
কি হবে, আত্মীয়গণ কাঁদিবে তারা?
কিন্তু নরকের ধারে,
কাঁদিয়া ডাকিব যারে,
কেহ কি সে অন্ধকারে হইবে খাড়া?
এই ভগ্ন প্রাণ নিয়ে
সংসারে বিদায় নিয়ে

উন্মত্ত উদাসি হব সংসার ছাড়া,
তাঁর নামে ছুটে যাব
তাঁর প্রেমে ঝাঁপ দিব
চিরকাল আমি যাঁর চরণে পড়া।
এই অতি ক্ষুদ্র প্রাণ
তাঁরেই করিব দান
রব না রব না আর জীবনে মরা।
কেন বা রহিব আর ঘরের কোণে?
ধর্ম্ম অসি হাতে করি,
সাহস সাঁজোয়া পরি,
ডাকিব প্রাণের বলি জগত জনে।
যেখানে অন্নের তরে,
ক্ষুধিত কাঁদিয়া মরে,
আহার যোগাতে যাব তাদের কাছে।
যেখানে দেখিব চেয়ে
খেলে সবে পাপ নিয়ে,
পাপের কুহেলি প্রাণে ছাইয়া গেছে—
অমনি ব্যাকুল হয়ে যাইব ধেয়ে,
ইষ্ট নাম হৃদে স্মরি
আদর যতন করি,
গলিত জঘন্য আত্মা লইব ধুয়ে।
যেখানে রোগীরা সব
করে হাহাকার রব
চাহে না ভুলিয়া কেহ তাদের পানে,
সাহস সম্বল নিয়ে
সেখানে মিলিব গিয়ে
বাঁচাব সহস্র প্রাণ ঔষধ দানে।
যেখানে কাতর নর
রোগে শোকে জর জর
কেহ নাই এ সংসারে শুশ্রূষা করে,
প্রবেশিব সেই স্থলে,
আতুরে লইব কোলে,
করিব শুশ্রূষা সেবা পরাণ ভরে।
ছেলে মেয়ে কোলে করে
রয়েছি প্রাসাদ পরে
আমার দুয়ারে পড়ি দরিদ্র কাঁদে,
আমি কি সাজিব বসি মোহন ছাঁদে?
অষ্টাঙ্গ ভূষিত করি,
সোণার গহনা পরি,
গোলাপ গুঁজিয়া দেই চুলের গোছে,
তবু গহনা গহনা,
স্বামীরে কত তাড়না!
এ কলঙ্ক আমাদের যাবে কি মুছে?
বাদ বিসম্বাদ ভুলে
এসলো সকলে মিলে
কলঙ্কের দাগ মুছি বাহির হব,
বিলাস বাসনা ভালে,
দিবলো আগুন জ্বেলে,
সাধিলেও এ কলঙ্ক আর না ছোঁব।
আমার আমার করি,
চিরদিন ঘুরে মরি,
তবু মিটিল না আত্ম-সুখের বাসনা।
এই কি কর্ত্তব্য কাজ?
ছি ছি মরি পাই লাজ,
পরহিত ব্রত কবে করিব সাধনা?
ত্যজি অমূলক লাজ
চেষ্টা করে দেখি আজ
সাধিতে পরের কাজ পারি না পারি।
কোন অসম্ভব কাজ
নাহি এ জগত মাঝ
সঙ্কল্প করিলে যাহা সাধিতে নারি।

এ ক্ষুদ্র পরাণ খানি,
সংযমনে বেঁধে আনি,
মহা জগতের তরে উৎসর্গ করি,
সাধি জগতের কাজ পরাণ ভরি ॥

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

অনিত্যতা।

মিছা এই সংসার বাসনা,
কেহ কার নহেত আপনা,
অট্টালিকা রত্ন ধন,
মণিমুক্তা আভরণ,
সকলি ভোজের বাজি কিছু নহে কার,
তবে কেন ক'রে মরি আমার আমার। ১

বাদসাহ নবাব আমীর,
ধনী মানী কাঙ্গাল ফকির,
করাল কালের কাছে,
ভেদাভেদ নাহি আছে,
দীন ধনী তার কাছে সব একাকার।
তবে কেন কর মন আমার আমার। ২

নশ্বর এ জীবের জীবন,
মিছা এই দেহের যতন,
সামান্য স্বার্থের তরে,
মরি সদা ঘুরে ঘুরে,
জানি না কি আছি ভবে দিন দুই চার,
তবে কেন করি মিছা আমার আমার ?৩

মিছা এই সংসার-বন্ধন,
মিছা পতি পুত্র পরিজন,
কলের পুতলি মত,
ঘুরি মোরা অবিরত,
মায়ার কুহকে ভুলে থাকি অনিবার,
তাই বুঝি করি সদা আমার আমার।৪

ভায়ে ভায়ে বিবাদ নিরত,
বন্ধুজন হয় শত্রু মত
সামান্য অর্থের তরে,
মারা মারী ঘরে ঘরে,
কে না জানে যেতে হবে তাজিয়া সংসার,
তবে কেন মিছা করি আমার আমার ?৫

প্রাসাদে মিটে না মন-আশ,
তরুতলে কি করিব বাস ?
মণি হীরা শোভে শিরে,
ছিন্নবাস পরে নরে,
রাজভোগে মনঃসাধ মিটে না আবার,
তাইরে কেবলি করি আমার আমার।৬

এ জীবন ক্ষণস্থায়ী হায় !
পদ্মপত্রে বারি-বিন্দু প্রায়
তবে কেন এত আশা,
এত যত্ন ভালবাসা
সদা প্রাণে পোষি কত বাসনা অসার,
মরি কেন করি মিছা আমার আমার ?৭

তাই বলি হে অবোধ মন,
করিও না সুখের যতন,
আসিবে এমন দিন,
ভব সুখ হবে লীন,
হেরিবে যে চারি দিকে ভীষণ আঁধার,
তখন করিবে কিরে আমার আমার ?৮

আর না করিবে কেহ স্নেহ,
ভূমিতে রাখিবে স্বর্ণদেহ,
অট্টালিকা রত্ন ধন,
মণি মুক্তা আভরণ,

কিছুই যাবে না যেরে সঙ্গেতে তোমার,
তবে কেন কর মন আমার আমার ?৯
ভিখারী দণ্ডীর বেশে হায়,
বন্ধুজন দিবেরে বিদায়,
এই মুখে হরিবোলে
দিবেরে অনল জ্বেলে,
হুতাশন মাঝে দেহ হইবে অঙ্গার,
কে আর বলিবে বল আমার আমার ?১০

তাই বলি অবোধ পরাণ,
ত্যজ দম্ভ মান অভিমান,
সুখ সাধ সমুদায়,
ঢালহ তাঁহার পায়,
অনাথের নাথ যিনি দয়ার আধার,
মিছা করো নাক আর আমার আমার ।১১

শ্রীসরোজিনী দেবী,
কোঁচবিহার।

১৩০২ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতি।

নববর্ষ ২
বিগত শত বর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা ২৪, ৩৪, ৮৯, ১০৩, ১৩৭
বামাবোধিনীর ত্রয়স্ত্রিংশ জন্মোৎসব ১২৯
বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে বেথুন সাহেবের বক্তৃতা ... ২০৩, ২৪৫
ইউরোপ ও আমেরিকার রমণীগণ কি করিতেছেন ? ২২০
১৩০২ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র ৩৮২

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

আর্ম্মেণীয় রমণীর বীরত্ব ... ৯
বীরাঙ্গনা মাদম্ ভি লাম্বল ... ১২
আদর্শ জননী—কর্ণিলিয়া ... ৫১
মেরিয়া আগ্নেসি ... ৬৭
কতকগুলি সুমাতা ... ১২৩
পণ্ডিতা রামাবাই ও সারদা সদন ১৯৪
বীরাঙ্গনা ... ২১৮
মাদাগাস্কারের বীরাঙ্গনা ... ৩৭১

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

সন্তানের ধর্ম্মশিক্ষা ... ২১
স্বভাব যায় ম'লে ... ৪১
গৃহিণীপনা ... ৫৮
উদাসীনের চিন্তা ৮১, ১৮১, ২২৬, ২৬২
ধর্ম্মদীক্ষাকালীন উপদেশ ... ৯১
গৃহীর ধর্ম্ম ১১৮
নীতিশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় ১৪৪, ১৬৬
শ্লোক ... ১৪৭
ব্রতমালা ... ১৫১
সহানুভূতি ... ১৯৬
মেয়ের মধ্যস্থতা ... ২১২
কর্ত্তা ব্যোমযানে—গৃহিণী মাটীতে ২৩০
নান্দিমুখোপলক্ষে কন্যার প্রতি উপদেশ ২৪১
জাতীয় উন্নতি ... ২৪৮, ২৮৪
স্ত্রীলোকদিগের নির্দ্দোষ আমোদ ২৫৮, ২৯৪
বিষামৃত ... ২৭৭

মহর্ষি ঈষা ও সামেরীয় রমণী ... ৩০৫
পদ্ম ও পানা ... ৩২২
দ্বন্দ্বভাবের ইন্দ্রজাল ... ৩২৯
আধ্যাত্মিক মহাপূজা ... ৩৪৬
বেদ ... ৩৫৭
ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু ... ৩৬৬
আচার ... ৩৬৮
বৌদ্ধ-উপাসনা ... ৩৭০

৪। ইতিহাস ও দেশভ্রমণ।

যীশুখ্রীষ্টের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ... ৫৫
আবু পর্ব্বত ... ৬০
ফ্রান্সে ভারত রাজকুমারী ... ৭২
বিদেশবাসিনীর পত্র ... ৭৫
বেঙ্কটে হরিবোলা ... ৯৮
সন্ন্যাসী বাবার দল ... ১২১
গোবিন্দের গৃহত্যাগ ... ১৩১
মেয়ের আদর ... ১৭১
কুদৃষ্টি সম্বন্ধে কুসংস্কার ... ২০০
বটেশ্বরে গৌরবিজয় ... ২০৯
বিবাহের অঙ্গুরীয় ... ২১৯
মক্কাতীর্থ ... ঐ
একা এক সহস্র ... ২৩৭
কোঁচবিহারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৪৬
ভীষণ ক্রীড়া ... ২৭৩
রুষ রমণীর উন্নতি ও অধিকার ২৯০
আফ্রিকা ও তত্রত্য অসভ্য জাতি ৩১৬,৩৬৪
সুয়েজ প্রণালী ও ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপ্স ... ৩২৬

উপন্যাস ও পুরাণ।

মাতৃ-হৃদয় ... ৪, ৪৭
সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার রহস্য ... ৬৮, ১৭৯
গ্রীক পুরাণ ... ৭৩, ১১৬
হিন্দু গৃহিণীর রাজনীতি ... ১৫৩, ১৭৪
সৃষ্টি-তত্ত্ব ... ২১৫
পুরাণ ... ২৭০
একটী আদর্শ হিন্দু সতী ... ৩০৮
দাদা ও গদা ... ৩৪১
সেক্‌সপিয়ার—টাইমন ... ৩৭৪

৬। বিজ্ঞান ও কৃষি।

কৃষিবিষয়ক নানা কথা ... ৪২, ৮৪, ১০৯, ১৬৯, ২১৪
ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান ৭৮, ২৮৩, ৩৩৮
রঙ্গ ... ১৪৩, ২১১, ২৮১, ৩০৩
বিজ্ঞান-রহস্য ... ১৮৭
পশুগণের বিবিধ শক্তি ... ২০২
ওজোন ... ২০১
বারিবৃক্ষ ... ২১৫
আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র ... ২৯৮
গো-পরিচর্য্যা ৩০১, ৩৩৪

৭। গৃহচিকিৎসা।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ—ওলাউঠা ... ১৯
শূল ... ৭০
চক্ষুরোগ ... ১০৮
কর্ণরোগ ... ১৫২
মুখরোগ ও গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারণ ২১৭
চর্ম্মপীড়া ... ২৭২
সঙ্গীত রোগের প্রতীকারক ঔষধ ১৮০
ঘা ও ফোঁড়া ... ১৮৭

৮। পদ্য।

হর পার্ব্বতী সংবাদ ... ৫৬
ভুল ... ৮০
হেঁয়ালি ... ৯৩, ১২৬, ১৫৮, ৩১৫

বিজলী সখী ... ১১৪
ভক্তি-উপহার (বেথুন স্মরণার্থ) ... ১৪২
দেখে যা ... ১৬৮
কুরু পাণ্ডব ... ১৮৪
ছোট ... ২০৩
দুঃখিনী কামিনী ... ২৩২
দুর্গোৎসব ... ২৪২
কেন আছি? ... ২৬৫
অতিথি ... ৩০০
নীতি কথা ... ৩১৬
নিরুপমা ... ৩২২
খোকার মার পত্র ... ৩৭১

৯। বিবিধ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা ... ১
গীত গোবিন্দ ... ১৫
শুভজন্মোৎসব (মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ) ৬১
দান-বীর সার জেমসেটজি জিজি ভাই ১৬২
বঙ্গমহিলাগণের রচনা পারিতোষিক ১৯৩
মোজেস রথচাইল্ড ... ২৩৬
সার তেরুভারব মথুর স্বামী ... ২৬৭
বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ ... ৩২৬
মূক বধির বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান ... ৩৪৮
বসন্তলক্ষ্মী ... ৩৫৪

১০। গীত ও বাদ্য।

স্বরসাধন প্রণালী ... ১৭, ১৫৭
পারিবারিক সঙ্গীত (বুল্‌বে অস্তে নারায়ণ ব্রহ্ম) ... ৯২
প্রাণ-সঙ্গীত ... ৩০৭
অস্পষ্টাই সম্বন্ধে গাথা ... ৩৪৪

১১। সাময়িক প্রসঙ্গ।

৩, ৩৩, ৬৫, ৯৭, ১৩০, ১৬১, ১৯৩, ২২৫, ২৫৭, ২৮৯, ৩২১, ৩৫৩।

১২। নূতন সংবাদ।

২৯, ৬৩, ৯৩, ১২৬, ১৫৮, ২২১, ২৫১, ২৮৭, ৩১৯, ৩৫০, ৩৭৭।

১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা।

৬৪, ১২৭, ১৫৯, ২২২, ২৫২, ২৮৬, ৩১৯, ৩৫১।

১৪। বামারচনা।

অবরোধ হীনাবস্থা ... ৩০
হেঁয়ালী (পদ্য) ... ৩১
উপদেশ ,, ... ঐ
প্রভাতী ,, ... ৩২
কোন একটী বালিকার প্রতি ৬৪
হেঁয়ালির উত্তর ... ঐ
স্নেহের মুকুল ... ৯৪
বর্ষাবালা ... ১২৭
আষাঢ়ের হেঁয়ালির উত্তর ... ১২৮
নিরাশায় ... ১৬০
হেঁয়ালির উত্তর ... ১৮৮
হিন্দুরমণী ... ১৮৮, ২৫৩
বিদায় সঙ্গীত ... ২২৩
সখী মনে কি পড়ে সেই দিন? ২২৪
কোথা আছি? ... ২৮৮
বসন্ত পঞ্চমী ... ৩২০
ভারত-মাতার আদুরে ছেলে ৩৫১
সন্ধ্যাতারা ... ৩৫২
মাতঃ বীণাপাণি ... ৩৭৮
মহাপ্রাণ ... ৩৭৯
অনিত্যতা ... ৩৮১